মধুযামিনী

ও

কৃষ্ণা

বা

কলিকাতা শতাব্দী পূর্ব্বে

(উপন্যাস)

শ্রীক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী-প্রণীত ও প্রকাশিত।

সিমলা ফকির ষ্ট্রীট ২০ নং

বিজ্ঞান যন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯২।

Dedication.

TO

R. Mittra Esq. L. L. B. (Cantb.)

BARRISTER-AT-LAW.

DEAR SIR,

In the introduction to the Gazetteer of the Central Provinces, published in Bombay in 1870, it is stated :—" ten years ago the country which is now called the Central Provinces was for the most part a *terra incognita*." Indeed, so profound did ignorance prevail with respect to the people and manners of the country, that the Gazetteer goes on to say that "Sir Richard Temple's first report on the Nagpore province was awaited with almost as much curiosity as if it had been a story of exploration in a new country." In going through this interesting account, the idea of writing a story delineating the life of the *Gond* tribes who chiefly inhabit the country, first occurred to me, and at the request of the Editor of the *Sahachari*, I contributed *Madhu-Jamini* or the vernal night, one of the two stories comprising the present volume. The favourable reception accorded to it by the public, inspires me with a pleasant hope to publish it in its present form.

The story of *Krishna* or Calcutta a hundred years ago, was partly contributed to the "*Bandhub*," a literary journal published in Dacca. The object of the story was to portray the condition of the people of the time, their mode of life, manners and amusements, and also incidentally to notice the state of the literature of the period. This portion is now published in the present volume with several modifications ; but as I have not been able to complete the story for want of leisure, I intend to continue and finish it in a separate volume.

As both the stories have already been before the public by whom they have been favourably received, I venture with affection and respect to dedicate them to you, and trust that you will do me the honour of accepting the dedication.

CALCUTTA.
Shampuker.
The 15th *December*
1885.

I remain,
Dear Sir,
Yours sincerely,
KHETTER PAL CHUCKERBUTTY.

মধুযামিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মধ্য ভারতে মান্দালা নামে একটী সুদৃশ্য পর্ব্বতময় প্রদেশ আছে। উহার পূর্ব্বদিকে রেওয়ারাজ্য ও বিলাসপুর, উত্তরে মোহনপুর, ছাঁদিয়া ও জব্বলপুর, পশ্চিমে জব্বলপুর ও সিওনী, দক্ষিণে সিওনী বালাঘাট, রায়পুর ও বিলাসপুর। উহা স্থানে স্থানে নদী-উপত্যকায় পরিশোভিত। কোথাও বা গিরি শাখা আদি গিরি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নদী-তটে বা উপত্যকা ভূমিতে আসিয়া সেই সেই স্থানের মধুময় সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য প্রদান করে। এই স্থানের পর্ব্বতরাজি সচরাচর উন্নতশৃঙ্গ না হইয়া সমতল ভূমিতে পরিণত, এবং সর্ব্বদা নিবিড় বিশাল শালতরু বনে সমাচ্ছাদিত। উহার দৈর্ঘ পূর্ব্বপশ্চিমে ৭৮ ক্রোশ, এবং বিস্তার উত্তর দক্ষিণে ৬৫ ক্রোশ।

এই প্রদেশ মান্দালা, রামগড় প্রতাপগড় মুকুপুর, রানীপুর, সাহাপুর প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারি পাঁচটী গ্রাম আছে, তাহাদিগের উল্লেখ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

এই সমগ্র স্থল গুণ্ডজাতিদিগের আদিম বাসভূমি। প্রশস্ত বা অপ্রশস্ত কোন রাজপথ অভাবে বিসয়ি জনের চক্ষে এই স্থান নিতান্ত অসুখকর ও বন্য। কিন্তু কবি বা বৈজ্ঞানিকের চক্ষে নীলবর্ণ * গিরিরাজির অনুপম লাবণ্য, বিশাল শালবনাশ্রিত নানা বর্ণের পশুপক্ষী ও পতঙ্গ, স্থানে স্থানে গিরি-গহ্বর সমুৎপন্ন নদী-প্রস্রবণের নিরন্তর জলপতন, নদীতটে নবীন দূর্ব্বাদল সমাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড, সুনির্ম্মল ক্ষীণ সরিণ্মালারূপ সুস্বচ্ছ প্রকৃতি মুকুর, অসভ্য নিরলঙ্কার গুণ্ডজাতিদিগের সরল ও আমায়িক ব্যবহার প্রভৃতির এরূপ প্রীতিকর শিক্ষাস্থান ভারতে অতি অল্পই আছে।

নর্ম্মদার উত্তরে; জহিলনদী-তটে সাহাপুর নামক বিভাগে কয়েকটী উচ্চ নির্জ্জন শালতরুসমাচ্ছাদিত পর্ব্বত আছে। উহারা এরূপ ভীষণ, অসমান, ক্রম-নিম্ন ও অগম্য যে উহাদিগের অধিত্যকাভূমিতে গুণ্ড ভিন্ন অন্য কোন জাতি বসতি করিতে

* Basalt

পারে না। কিন্তু এরূপ স্থলেও বিধাতার সুকৌশলী (ভীষণে মধুরতার সংঘটন) সুপ্রকাশ। সারারী নাম্নী নদী পতনের অনুপম শোভা যেজন একবার দেখিয়াছেন তিনি আজীবন কখনই উহা ভুলিতে পারিবেন না। অত্যুচ্চ গিরিগহ্বর হইতে এই সরিৎপ্রস্রবণের জলরাশির অধিত্যকা হইতে অধিত্যকায় ক্রমান্বয়ে উল্লম্ফিত হইয়া পতন, সূর্য্যকিরণে বা নিশানাথের কৌমুদীতে দূর হইতে উহার অতুল সৌন্দর্য্য, এবং নিরন্তর গম্ভীর ঝর ঝর ধ্বনি চিত্র বা বর্ণনাতীত। উহার পশ্চাতে দূরবাহী ভয়ঙ্কর গহ্বরমালা। কথিত আছে যে, পাণ্ডবদিগের সময় অবধি ঐ সকল গহ্বর ভূতাত্মাদিগের প্রিয় বাসস্থান, সুতরাং উহার প্রায় এককালে পরিত্যক্ত।

এবম্বিধ ভীতিপ্রদ ও পবিত্র পার্ব্বতীয়দেশে, একদা প্রভাত কালে, হিঙ্গনা নাম্নী চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্কা এক গুণ্ডকন্যা কয়েকটী গাভী ও বৎস লইয়া একটী বংশী-হস্তে দণ্ডায়মানা আছেন। হিঙ্গনার পরিহিত বসন একখানি সামান্য সাটী ও পৃষ্ঠদেশে একখানি ওড়না; গলে স্ফটিক মালা, হস্তে সামান্য "কারাজ" বা চুড়ী, কর্ণে পিত্তল নির্ম্মিত কানবালা। গুণ্ড কন্যারা সচরাচর স্বভাবতই সুশ্রী। হিঙ্গনা সেই রমণীকুল কুসুমরাজির মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ কুসুমকলিকা, নব বসন্তসমাগমে হাস্যময়ী; প্রেমরূপ নীহারবিন্দু এখনও স্পর্শ করে নাই, কিন্তু বিকাশকাল বোধ হয় অধিক দূর নাই;— কেননা তিনি পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে যেরূপ একাগ্রচিত্তে সঔৎসুক বিস্মিতনয়নে নব রবি-কিরণে সুরঞ্জিত আকাশপটের প্রতি চাহিয়া আছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের রসাস্বাদনের শক্তি আবির্ভাব হইয়াছে। মস্তকোপরি পুষ্পিত তরুগণ হইতে প্রাতঃসমীরণে সঞ্চালিত রেণুকণা সকল তাঁহার গাত্রে আসিয়া পড়িতেছে, তিনি অনিমিষনেত্রে চাহিয়া আছেন—কোন সহৃদয় ব্যক্তি না ঐ রূপ চাহিয়া থাকেন? এইরূপে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া করস্থ বংশী তুলিয়া হৃদয় ভরে স্বীয় কোমল অন্তরের পরিচয় দিতে লাগিলেন, সাক্ষী মাত্র গাভীবৃন্দ বৃক্ষদল ও নিকটস্থ গিরিরাজী; কিন্তু যেজন প্রণয়ের উপাদান প্রণয়ই সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মধুমাস সমাগমে সুমন্দ দক্ষিণানিল প্রেরণ করেন, তিনিই অদ্য প্রভাতে ইতর জন্তু, উদ্ভিদ্ ও চেতনহীন পদার্থকে স্বর্গীয় সঙ্গীতের সাক্ষীস্বরূপ না রাখিয়া, হিঙ্গনার সদৃশ উপকরণে গঠিত, সেইরূপ কোমল আত্মার প্রতিভাত কোন জনকে সাক্ষীর জন্য পাঠাইয়াছেন। তিনি দূর অন্তরালে অবস্থান করিয়া সেই মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে মুগ্ধপ্রায় হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান আছেন। বংশীধ্বনি নিস্তব্ধ হইলে সেই জন অল্পে অল্পে সেই কমনীয় কান্তি সম্পন্ন রমণী মুকুল সম্মুখে সস্নেহে আসিয়া উপস্থিত হইলে, হিঙ্গনা চারু বদন তুলিয়া দেখিলেন, ধনুর্ব্বাণ হস্তে অল্পবয়স্ক একজন নবাগত অপরিচিত পুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান আছেন। হিঙ্গনা নিজের গাভীসকল লইয়া পর্ব্বত-

পৃষ্ঠে আসেন, সময়ে সময়ে মধুর বংশীর আলাপন করেন, অদ্য তাঁহারই সদৃশ সুরূপসম্পন্ন, নির্জ্জনে তাঁহারই প্রিয়সহচর যোগ্য, এক তরুণ পুরুষ উপস্থিত দেখিয়া সহসা ইতিকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সলজ্জায় গাভীগণ নিকটে যাইলেন। তরুণ পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুসরণ না করিয়া সেইস্থলে রহিলেন। প্রথম লজ্জা ও বিস্ময়ের অপগমে তিনি পূর্ব্ববৎ অল্পে অল্পে নিকটে আসিয়া হিঙ্গনার বাঁশরীর সুস্বর প্রশংসা করিয়া উহা দেখিতে চাহিলেন। হিঙ্গনা হেটমুখে কম্পিতভাবে করপল্লব প্রসারিত করিয়া উহা তাঁহার হস্তে দিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া উহা গ্রহণ পূর্ব্বক নিকটস্থ তরুমূলে ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া বংশীবাদনে নিযুক্ত হইলেন। বংশীধ্বনি পুনরপি নদী পুলিন বৃক্ষরাজি অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া দূরস্থ অগম্য গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইল। হিঙ্গনার হৃদয়স্থ স্নেহ মন্দিরের নিভৃত সর্ব্বোত্তম সুরম্য প্রদেশের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং নবাগত অতিথির বসিবার জন্য মণিময় আসন সংস্থাপিত হইল—ভাবিলেন সঙ্গীত সমাপনের পর অতিথির যথাযোগ্য অভিবাদন করিবেন, প্রকৃতি বলিল অভিবাদন করা আমাদিগের কুলপদ্ধতি নহে, আসন সংস্থাপনেই অতিথিসৎকার হইয়াছে। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে যুবা সস্নেহে হিঙ্গনাকে বংশী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহার নিকটে আরও দুইটি গীত শুনিবার অভিলাষ বারম্বার প্রকাশ করাতে, সরলা হিঙ্গনা সেই অনুরোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া দুই চারিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু লজ্জাহৃত হইয়া ঈষৎ সহাস্য বদনে কহিলেন অন্য কোন দিন শুনাইবেন।

সেই দিন হইতে হিঙ্গনার প্রকৃতি ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। নবাগত পুরুষ চলিয়া গেলে, তিনি অনন্যমনে সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন। হৃদয়ে কিছু নবভাবের উদয় হইয়াছে তাহা নহে, একবার মনে করিতেছেন যে যখন তিনি অনুরোধ করিলেন তখন পূর্ব্বের গানটী কেন না গাহিলাম, যদি গাহিতাম, তা হলে কি তিনি নিন্দা করিতেন? বলিতেন কি আমি এই একটী বই আর জানি না? না হয় আমি সঙ্গিনীদের সঙ্গে যেটী সর্ব্বদা গাহিয়া থাকি সেইটী কেন না গাহিলাম? সেটি সকলে জানে, বলিতেন পুরাতন, নূতন গান গাহিতে গেলাম পারিলাম না, তিনি কি মনে মনে হাসিয়াছেন? না, তা হলে আর একদিন শুনিতে আসিবেন বলিলেন কেন? আমিত বারমাস এই স্থানে প্রভাতে আসিতেছি কখনও ত তাঁহাকে দেখি নাই, বোধ হয় উনি রাজপুত হইবেন—আমিত রাজপুত, আমার পিতার যজ্ঞোপবীত আছে, তবে আমি দুঃখিনী।

তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গাভীগণ লইয়া গিরিতলে নামিলেন। শরৎকাল, বেলা ৮ দণ্ড অতীত; সূর্য্য অত্যন্ত প্রখর। তিনি অল্পে অল্পে গৃহাভিমুখে চলিলেন।

অন্য দিন পথে যাইবার সময় কোন সঙ্গিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে বালিকা-সুলভ হাস্য পরিহাস করেন, বা গাভীগণকে লইয়া কৌতুক করিতে করিতে যায়েন, অদ্য এক জনের সহিত পথমধ্যে সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহাকে দেখিয়া কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া চলিলেন। বাটীতে আসিয়া গাভীগণকে নিজ নিজ স্থানে রাখিয়া সাংসারিক কোন কার্য্যে নিযুক্ত না হইয়া, বংশটী লইয়া উহার আলাপনে নিযুক্ত হইলেন। হিঙ্গনার মাতা ও তিনজন বিমাতা কিছুই লক্ষ্য করিলেন না; দুগ্ধ দোহন মাথন প্রভৃতি প্রস্তুতের ভার হিঙ্গনার উপর, কিন্তু নিত্য কর্ত্তব্য কার্য্যে অদ্য তাঁহার কোন চেষ্টা বা ইচ্ছা নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে হিঙ্গনা গাভী সকল লইয়া পূর্ব্ববৎ পর্ব্বত পৃষ্ঠে আসিয়া, যে বৃক্ষমূলে নবাগত যুবা ধনুর্ব্বাণ রাখিয়া তাঁহারই বাঁশরী বাদনে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তিনি একাকিনী সেই স্থলে একটী নবীন বৃক্ষ শাখায় স্বীয় নবীন দেহের ভার দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সম্মুখে স্থানে স্থানে নীল কৃষ্ণ ও ধূসর বর্ণের গিরিমালা, শতবর্ষ সমুৎপন্ন বৃক্ষরাজী ও অরণ্যানী; নিকটে বহুবিধ প্রাতর্বিকসিত কুসুম মন্দ মন্দ বায়ুভরে কম্পিত; নিম্নে শস্য ও তৃণ সমাচ্ছাদিত এবং নানাবর্ণের পতঙ্গ পরিশোভিত ভূমিখণ্ড; ঊর্দ্ধে সুনীল গগনে শুভ্র মেঘরাশি নিশ্চলভাবে স্থিত। হিঙ্গনা নিশ্চল ও চিন্তিতভাবে দণ্ডায়মানা, পার্শ্বে গাভী সকল চরিতেছে, তাহাদিগের প্রতি তাঁহার আজ তাদৃশ মনোযোগ নাই। আজ যেন বাহ্য জগতে দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য বিষয় কিছুই নাই। হস্তের বংশী হস্তেই আছে; উহাতে এতাবৎকাল যাহা যাহা গাইয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত অবস্থাভেদে অসাময়িক ও অরুচিকর। নবভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়াছে। নবআশা, নবইচ্ছা, নবরুচি নবীন যৌবনে নবীন প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া অনুরাগ শিল্পীর হস্তে অন্তরজগতের নূতন সংস্করণ, সুখ ও শোভার আয়োজন ও সম্পাদনের ভার দিয়াছে। গতকল্য উহার প্রথম প্রস্তাব হইয়াছিল, অদ্য উহার কুহকিনী শক্তির সুচারু কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। হিঙ্গনা এই জন্য বাহ্য জগতে উদাসিনী।

হিঙ্গনা এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মানা আছেন। এমন সময়ে ক্রীড়াশীল হরিণীর ন্যায় চঞ্চল চরণে, সুহাস্যবদনে প্রাতঃ-প্রফুল্লিত কুসুমরাজি হস্তে তাঁহার একজন সমবয়স্কা প্রিয়-

তমা, সঙ্গিনী সমীপবর্ত্তিনী হইলে, হিঙ্গনার উপস্থিত মোহের অপলাপ হইল। তিনি চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার সহচরী অরুণা নব-কুসুম আভরণে বিভুষিতা হইয়া তাঁহাকে সাজাইতে আসিয়াছেন। অরুণা নিকটে আসিয়া প্রেম-ভরে অপরাজিতার একটী মনোহর সিঁতি হিঙ্গনার লম্বিতবেণীর সহিত সংলগ্ন করিয়া স্নেহালিঙ্গন করিলেন। পরে উভয়ে সেই সুশীতল বৃক্ষমূলে বসিয়া নব চয়িত বনফুল সকল একে একে লইয়া উভয়কে যত্নে সাজাইতে লাগিলেন। উভয়ে ফুলালঙ্কারে শোভিতা হইলে, অরুণা হিঙ্গনাকে কহিলেন, "হিঙ্গনা! আজ তোমায় ফুলদিয়ে সাজিয়ে কেন সন্তুষ্ট হচ্চিনি বল দিখিন?"

হিঙ্গনা। কেন?

অরুণা। অন্য দিন তোমায় পুতুলের মত সাজাই, আজ যেন তা নয়।

হিঙ্গনা। (সচকিতে) কেন অরুণা কেন? আজ কি? আমিত সেই, এইত সেই সব—এইত সেই বাঁশী—এই—

অরুণা। তাত সব দেখ্‌চি, কিন্তু বোধ হচ্চে তুমি যেন কোন রাজার মেয়ে।

হিঙ্গনা। (ঈষৎ হাসিয়া) তাই কি অরুণা আজ আমায় তুমি সাজিয়ে সন্তুষ্ট হচ্চ না? অরুণা আজ তোমার চিরদিনের সঙ্গিনীতে এরূপ ভ্রম কেন হচ্চে?

অরুণা। হিঙ্গনা, যে অশোক তরু আমরা আপন হাতে রোপণ করিয়াছি, প্রতিদিন যাহার মূলে জলসেচন করিয়া সজীব করেছি, দেখ এখন সেই তরুকে আমরা পূজা করি, তাহারি মুকুল লয়ে ব্রত করি।

হিঙ্গনা। অরুণা তুমি কি আমার দুই দিনের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন দেখ্‌চো।

অরুণা। হিঙ্গনা, আমি সত্যই বল্‌চি তোমার ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন দেখ্‌চি, তোমার সেই আধ হাসি মুখ খানি আজি কোথায়? তোমার নয়নদুটী কেন ছল ছল? নয়নের তারা দুটী বা কেন এক দিকেই রয়েছে? তোমার সে চঞ্চল, ক্রীড়াশীল প্রকৃতি আজ কোথায়?

হিঙ্গনা। (সকৌতুকে) আমি মনে করেছিলুম, অরুণা, ফুলের গহনায় আমায় ভাল দেখাচ্চে; কৈ তাত তুমি কিছুই বল্লে না; তুমি চোক্ মুখের কথা বল্লে;—হাঁ অরুণা রাজকন্যারা এই রকম ভাবে থাকে?

হিঙ্গনার এই কথা শুনিয়া অরুণা অল্প বয়স হেতু কিছু সদুত্তর দিতে পারিলেন না। ইতিমধ্যে বৃক্ষের অন্তরাল হইতে সেই তরুণ পুরুষটী সম্মুখে আসিয়া সহাস্য বদনে, কহিলেন 'ক্ষুব্ধ হইবেন না, অরুণা এইমাত্র যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই সত্য, তিনি স্থির সরোবরে প্রতিভাত কমলের ছায়াটী মাত্র দেখিতেছেন, আমি নব রবি কিরণ স্বচক্ষে দেখিতেছি, আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করুন্ আমি বলিতেছি।" হিঙ্গনা তাঁহার সহসা আগমনে চকিত, তাঁহার মধুময় বাক্য শ্রবণে প্রীত, এবং প্রকৃতিগত লজ্জায় রক্তিতকপোলা হইয়া অধোমুখে

অবস্থিতা। অরুণা চকিতা ভীতা ও চঞ্চলা হইয়া এক একবার হিঙ্গনার প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হিঙ্গনা উঠিয়া যাইবেন, কি রহিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। অভ্যাগত পূর্ব্বদিনের সম্মতি অনুসারে আসিয়াছেন, গান শুনাইতে হইবে, কিন্তু অরুণা কি মনে করিবেন? একি দায়! কেন আজ অরুণা গিরিদেশে আসিলেন, কেনই বা তাঁহাকে পুষ্প অলঙ্কারে সাজাইলেন, তাঁহাকে কি পুষ্পাভরণে নিতান্তই রাজকন্যার ন্যায় দেখাইতেছে? অবশ্য ভালই দেখাইতেছে, তা না হলে অভ্যাগত এরূপ বলিবেন কেন? অরুণা অবশ্য ভালই করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পরিচিত, এরূপ পরিচয় দেওয়া কি উচিত? যেজন চিরদিনের সঙ্গিনী, তাঁহাকেই বা সমস্ত বলিতে কেন লজ্জাবোধ হইতেছে? মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে এই সকল ভাবের উদয় হইল, তিনি ভাবিলেন উঠিয়া যাওয়াই কি শ্রেয়? অরুণার প্রতি কটাক্ষ করিলেন, অরুণা অগ্রসর হইলেন। তখন আর সে স্থলে থাকা অনুচিত বোধে মন্দ মন্দ পদসঞ্চারে তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। অভ্যাগত সম্মানসূচক দূর হইতে মৃদু বচনে কহিলেন, যদি চলিয়া যাওয়া একান্তই অভিমত হয়, তাহা হইলে, আপনারা অগ্রসর হউন। আমি গাভীগণ* লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি।"

*গুওজাতিদিগের ভিতর অবিবাহিতা যুবতীর জন্ম দাসের কার্য্য করা প্রণয়ের লক্ষণ। ইহার উল্লেখ পশ্চাতে সবিস্তারে করা যাইবে।

অরুণা হিঙ্গনার প্রতি পুনঃ কটাক্ষ করিলেন। হিঙ্গনা তখন অবনতমুখে মৃদু-বচনে কহিলেন, "মহাশয়, সামান্য দুঃখী-জনের জন্যে আপনি কেন ঈদৃশ কষ্ট লইবেন?" নবাগত হাসিয়া কহিলেন "আমি! ঘনশ্যামদেবের * নিকট প্রার্থনা করি যেন চিরদিন আপনার এইরূপ প্রিয়কার্য্য করিতে পাই।" নব-প্রেমে দুর্ব্বল-হৃদয়া হিঙ্গনা এরূপ উক্তির কি উত্তর দিবেন? তথাপি সেই চলচল সুস্নিগ্ধ নয়নপলাশ একবার মাত্র তুলিয়া কহিলেন "আপনি গাভী সকল লইয়া সঙ্গে আসিলে আমার পিতা মাতা কি বলিবেন?" যুবা অপ্রতিভ না হইয়া কহিলেন, "লজ্জাশীলে! আমি যদিও ক্ষত্রিয় তথাচ নিতান্ত দুঃখী, ধনুর্ব্বাণই একমাত্র আমার উপজীবিকা। যদি আপনি ইচ্ছা করেন, এবং আপনার নিকট থাকার অভিমত হয়, তাহা হইলে কিয়দ্দিনের জন্য উপস্থিত উপজীবিকা পরিত্যাগ করিয়া যদি আপনার শ্রমের লাঘব সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা আমার মঙ্গলের বিষয় কি হইতে পারে।" হিঙ্গনা এইক্ষণে অভ্যাগতের অনুরাগের সুস্পষ্ট লক্ষণ ও ঐকান্তিকতা দর্শনে যৎপরনাস্তি ব্যথিতহৃদয় হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অবনতমুখে বলিলেন, "মহাশয়, অদ্য আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করুন, আমি পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি তাঁহাদিগের অভিমত হয়, তাহা হইলে—।"

* নিকটস্থ জাগ্রত দেবতা।

হিঙ্গনার এইরূপ বাক্য শ্রবণে, তিনি কহিলেন "আপনার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা, দাসের আর ভিন্নমত কি আছে, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আজ অবধি সেই আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান হইব।" তিনি এই বলিয়া ছল ছল নয়নে হিঙ্গনার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। যাইতে যাইতে বারম্বার হিঙ্গনার পদস্খলন হইতে লাগিল। তিনি এক একবার ফিরিয়া চাহিতে লাগিলেন, অরুণা ভাবিলেন এই বাচাল পুরুষের সহসা আগমনে প্রিয়সখী ভীতা হইয়াছেন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অভ্যাগত ক্রমশঃ দর্শনপথের অন্তর্হিত হইলে, নবপ্রেম-মুগ্ধা হিঙ্গনা সহসা কাঁদিয়া ফেলিলেন। শিশু হস্ত হইতে মিষ্টান্ন পড়িয়া গেলে শিশু যেরূপ কাঁদিয়া উঠে, কুসুম-হৃদয়া তাঁহার অদর্শনে সেইরূপ কাঁদিলেন। বালিকা! স্বার্থপর কুটিল পৃথিবী উহাকে কেনরূপ ছলনা করিতে বা অসার সমাজ সভ্যতা উহাকে হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে শিক্ষা দেয় নাই;—যাঁহরাই দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে নব-আশার উদ্ভাবন হইল, যাঁহা হইতে পৃথিবী সমস্ত সুখময় দেখিতেছিলেন, যাঁহারই সন্নিকটে তিনি রমণী জীবনের সার্থকতা বোধ করিতেছিলেন, তিনি চলিয়া গেলেন, সুতরাং বিচ্ছেদের এই প্রথম আঘাতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। অরুণা সঔৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন হিঙ্গনা? কেন কাঁদিলে? হিঙ্গনা অশ্রুলাঞ্ছিত নত বদনে, গদ গদ স্বরে কহিলেন "অরুণা! তুমি তাঁকে কেন সঙ্গে আসিতে দিলে না।"

অরুণা। কা'কে হিঙ্গনা—ঐ—ঐ—পুরুষটীকে—ও—উনি কে?"

হিঙ্গনা। (সেই মত ভাবে) দিদি! আমি চিনি না।

অরুণা। সেকি হিঙ্গনা তুমি উহাকে চিন না তাঁর জন্যে কাঁদিলে কেন? আমি ত উহাকে যাইতে বলি নাই, তুমি আপনি যাইতে বলিলে—

হিঙ্গনা। (দুঃখে) আমিই যাইতে বলিয়াছিলাম, তুমি বিরক্ত হলে বলিয়া যাইতে বলিলাম আমি যাইতে বলি নাই।

অরুণা। (হাসিয়া) বেস্ দিদি, তুমি যাইতে বল নি, আমি বিরক্ত হইয়াছিলাম বলিয়া তুমি উহাকে যাইতে বলিলে, তুমি উহাঁকে চিন না তবু তুমি কাঁদিলে।

হিঙ্গনা। (মৃদুস্বরে) উনি আমার গান শুনিতে চাহিয়াছিলেন।

অরুণা। কবে?

হিঙ্গনা। কাল সকালে

অরুণা। তবে তোমার মনের কথা

আমি কেমন করে জানবো,তুমি গান শুনালে না কেন? উনি আশা করেছিলেন উনি না কেঁদে তুমি কাঁদিলে?

হিঙ্গনা। উনি শুনিতে পেলেন না বলে দুঃখিত হয়ে চলে গেলেন, আমি তাই কাঁদিলাম।

অরুণা। উনি ত গান শুনিবার কথা কিছু বলেন নি। উনি তোমার গরুগুলি লয়ে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী আসিবার কথা বল্লেন।

হিঙ্গনা। অরুণা,উনি আমাকে ভালবাসেন।

অরুণা। আর তুমি?

হিঙ্গনা। (হেট মুখে নীরব)

অরুণা। ক'দিন?

হিঙ্গনা। কাল সকালে প্রথম দেখা হইয়াছিল—

অরুণা। কাল সকালে! প্রথম—হাঁা দিদি উনি ত তোমার কেউ নন উনি তোমায় কেন ভাল বাসেন? তুমিত উহাকে চেনো না, তুমি কেন ভালবাসলে?

হিঙ্গনা। তা আমি জানি না; অরুণা তুমিত আমার কেউ না?

অরুণা। (চিন্তা করিয়া) এ চুড়ী কি উনি দিয়েছেন?

হিঙ্গনা। না, এ উদয়গিরি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অরুণা। তবে তুমি কিসে ভালবাসলে?

হিঙ্গনা। তুমি কি এইমাত্র ওর মিষ্টি কথা শুন নি?

অরুণা। কৈ কি কথা বলেছিলেন? উদয় এলে তুমি তাকে কি বলবে?

হিঙ্গনা। (অনন্য মনে) কাকে?

অরুণা। (হাসিয়া) উদয়কে।

হিঙ্গনা। আমি ত তাকে কিছু বলি নি।

অরুণা। উদয় ভাটিয়াদের কাছ থেকে অনেক জিনিস-পত্র, গহনা টাকা নিয়ে আসবে।

হিঙ্গনা। অরুণা, তুমিও নিও—

অরুণা। উনি কি তোমায় বেশি দেবেন।

হিঙ্গনা। কে?

অরুণা। যাঁর জন্যে কাঁদিলে।

হিঙ্গনা। তা হলে আমার বাড়ীতে কাজ করতে আস্তে চান্?

অরুণা। ওকি সত্তি কাজ করতে আসবে?

হিঙ্গনা। কেমন কোরে বলবো, যা শুন্‌লম্ তাই বল্‌লুম।

অরুণা। তুমি কি তাই বিশ্বাস কর্‌লে? না এক'দিনের জন্যে তোমার সঙ্গে আস্‌তে চাইলে—

হিঙ্গনা। যা বল্‌লে আমি তাই বিশ্বাস করলুম।

অরুণা। ও কি তোমার সব কাজ পারবে?

হিঙ্গনা। আমি দেখিয়ে দিব, না হয় আমি করবো, এখন ত সব আমিই কর্‌চি—

অরুণা। উদয় আসিলে কি হবে?

হিঙ্গনা। কি হবে? সে জিনিস পত্র টাকা নিয়ে আস্‌বে, সেত, কাজ করবে না?

অরুণা। যদি মন রাখবার জন্য করে?

হিঙ্গনা। তা আর করবে না, আর বিয়ে করা আমার ইচ্ছা।

অরুণা। তুমি কি মনে কর ওর কিছু নেই ও দেখতে অমন বড়মানুষের ছেলের মতন।

হিঙ্গনা। কেন দিদি একশ বার টাকা গহনার কথা বল। ওর টাকা থাক আর না থাক, আমার ত শরীর আছে।

পূর্ব্বোক্ত কথোপকথনে ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে হিঙ্গনা নব প্রেম মুগ্ধা হইলেও তিনি নিতান্ত সরল প্রকৃতি ও মধুর হৃদয়। অরুণা স্বার্থপর ও বিষয় লোভী। প্রণয় হিঙ্গনার জীবন; প্রণয় অরুণার বিলাস-ইচ্ছা পরিতোষের উপায় মাত্র। যতক্ষণ তরুণ পুরুষকে ধনবান বলিয়া অরুণার জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ তিনি হিঙ্গনার সহিত আলাপন কালে "উনি, উহাঁকে," এইরূপ শব্দ উল্লেখ করিয়াছিলেন, যখন জানিলেন তিনি বিষয়-হীন, তখন অবধি 'ও' 'উহার' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হিঙ্গনা তাঁহার ভাবান্তর কিছু লক্ষ্য করেন নাই, তিনি আপন সুখ দুঃখ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। তিনি যদিও কথোপকথনে অরুণার স্বার্থপরতা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তথাচ তিনি আপন সরল প্রকৃতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁহাকে উদয়গিরিকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিলেন। গুপ্তজাতিদিগের বিবাহ প্রথানুসারে উদয়গিরি বিশেষ ধনবান হইলেও হিঙ্গনার অনিচ্ছায় তিনি তাঁহার সহিত বিবাহ করিতে পারেন না। হিঙ্গনার পিতা মাতার ইচ্ছা থাকিলেও উদয়গিরির কোন আশা নাই; কেন না হিঙ্গনা আপনার ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া যে কোন দিন অভিলষিত পুরুষের সহিত স্থানান্তরে যাইয়া বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে সমাজের কেহই তাঁহাকে কোনরূপ দোষ দিতে পারিবে না। হিঙ্গনা পূর্ব্বে আপন বিবাহ সম্বন্ধে কোনরূপ চিন্তা করেন নাই। উদয়গিরির সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে তাঁহার পিতা মাতা এইরূপ বলিতেন, তিনিও শুনিতেন, কিন্তু প্রণয়ের মধুরতা ও বিবাহের সহিত উহার পবিত্র সম্বন্ধ তিনি কিছুই উপলব্ধি করেন নাই। নবীন অভ্যাগতের সহিত প্রথম দর্শনাবধি তিনি ভাবান্তর হয়েন, অরুনার কথায় তাঁহার সহসা আপন অবস্থা জ্ঞান হয় এবং সেই মুহূর্ত্তে তিনি অধিক চিন্তা না করিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হয়েন যে ঐ নবীন অভ্যাগতেরই গলে বরমাল্য দিবেন। এক্ষণে ভবিষ্যত ও ভবিতব্য ঈশ্বরের হাত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভিঙ্গনা আপনি পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি রাজগুণ্ড। মাণ্ডালা প্রদেশে গুণ্ড-জাতি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা রাজগুণ্ড ও রাবণবংশী। রাজগুণ্ড রাজপুতদিগের অপভ্রংশ বলিলে অন্যায় উক্তি হয় না। কিন্তু উহারা কি ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি শুচি বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা অধিক দূর যায়, এই জন্য উহারা অপরাপর গুণ্ডদিগের অপেক্ষা শুদ্ধাচারী ও অধিক সম্মানিত। উহাদিগের সচরাচর গৃহদেবতা ঠাকুর-দেব নামে খ্যাত। ইনি গৃহের শান্তি রক্ষা ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন ঘনশ্যামদেব, নারায়ণদেব, সূর্য্যদেব, মাতাদেবী প্রভৃতি কয়েকটী দেব দেবী সর্ব্বদা পূজিত হইয়া থাকে। মাতাদেবী বসন্তরোগ হইতে রক্ষা করেন এই বিশ্বাসে গুণ্ডরা তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তির সহিত মহা সমারোহে পূজা করে ও তাঁহার প্রীতির জন্য নানা প্রকার বলি প্রদান করে। ঘনশ্যামদেবও বিশেষ পূজ্য। ইহাঁর মন্দিরে (যদি সামান্য কুটীরকে মন্দির কহা যায়) কার্ত্তিক মাসের শেষে শস্যের মঙ্গলার্থে মহাসমারোহের সহিত পূজা ও বলি হয়: পরন্তু ইনি নিত্য আরাধ্য দেবতা; যেহেতু ইনি সকলের কামনা পূর্ণ করেন ও বিপদ্‌গ্রস্ত শরণাগত জনের দুঃখভার লাঘব করেন।

রাবণবংশী গুণ্ডেরা গোত্রভেদে ৪০ ভাগে বিভক্ত। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ভাটের কার্য্য করে, কতকগুলি লৌহ পাত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, কিন্তু অধিকাংশ অনাচারী, মদ্যপায়ী ও শ্রম-বিমুখ হইয়া কষ্টে কালযাপন করে।

গুণ্ডজাতির স্ত্রীলোকই সম্পত্তি; কেন না—সংসারের যাবতীয় শ্রমের কার্য্য উহারাই করে। এই জন্য কাহারও তিনটী কাহারও চারিটীর অধিক বিবাহ।

গুণ্ডদিগের প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতি মতে বিবাহ হয় না। তাহারা সচরাচর ভগিনীর পুত্র কন্যার সহিত আপন পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে; ইহাতে ব্যয় কম হয়, ও সংসারের বন্ধন দৃঢ় হয়। কিন্তু কন্যা প্রাপ্ত-বয়স্কা হইলে, তাহার সম্মতি লওয়া আবশ্যক। বর সঙ্গতিহীন হইলে উহাকে কন্যার বাটীতে দাসাবৃত্তি করিতে হয়। দাসাবৃত্তির সময় কিছুই বিশেষ নিরূপিত নাই। উহা কন্যাকর্ত্তার স্বেচ্ছানুসারে সাত আট মাস হইতে তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত হইতে পারে। কন্যা ইচ্ছা করিলে পলাইয়া ভিন্ন জনের সহিত বিবাহ করিতে

পারে, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু বিবাহ হওয়া আবশ্যক।

বিবাহের পূর্ব্বে বর আপন অবস্থানুসারে কন্যাকে উত্তম চুড়ী দিয়া উহার সম্মতি লয়েন ও গ্রামের কর্তৃপক্ষদিগকে একদিন উত্তমরূপ আহার করান।

গুণ্ডদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে কনিষ্ঠ তাহার স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের স্ত্রীকে বিবাহ করিতে পারে না। স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বত্বে বিধবা অন্যজনকে বিবাহ করিতে পারে। এরূপ বিবাহের পূর্ব্বেও বরকে চুড়ী দিয়া বিধবার সম্মতি লইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত সামাজিক প্রথানুসারে উদয়গিরির স্বামিত্বের বিশেষ অধিকার আছে; যেহেতু তিনি হিঙ্গনার পিতৃভগিনীর পুত্র, তাহাতে আবার তিনি সঙ্গতিপন্ন। উদয়গিরি এক্ষণে স্বদেশে উপস্থিত নাই। তিনি ফিরিয়া আসিলে হিঙ্গনার সহিত তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব হইবে। প্রস্তাব কি? উহা একবারে স্থিরই আছে যে উদয়ই হিঙ্গনার পাত্র।

উদয়গিরি হিঙ্গনার জন্য চুড়ী পাঠাইয়াছিলেন, হিঙ্গনাও তাহা পরিয়াছিলেন, উপহার মাত্র বিবেচনা করিয়া পারিয়াছিলেন; কিন্তু যখন অরুণা তাঁহাকে বার বার উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তখনই তাঁহার সহসা চৈতন্য হইল যে তিনি উদয়কে কখন ভালবাসিতে পারিবেন না। তিনি এই বোধে একে একে সমস্ত চুড়ী খুলিয়া গাভীগণের শৃঙ্গে পরাইয়া দিলেন। অরুণা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তিনি মনে মনে প্রীত হইলেন বটে, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করিলেন না। সেই দিন অবধি অরুণা উদয়গিরির ধন সম্পত্তি নিরন্তর স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি তিনি প্রিয়সখী হিঙ্গনার রূপ সম্পত্তি, তাঁহার কৌমুদীর যৌবনকান্তি বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন, পাছে উদয় আসিয়া তাঁহাতেই আকৃষ্ট হয়েন। সেই দিন অবধি তিনি তাহার ধ্বংশের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। সেই দিন অবধি তিনি তাঁহার দুরদৃষ্টের ছায়া স্বরূপ—কাল ফণী স্বরূপ হইয়া, তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে রহিলেন। সঙ্গদয়া সরলা হিঙ্গনা উহার অণুমাত্র জানিতে পারিলেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তিন দিবস অতীত হইল [illegible] গুরুদেব কোন সংবাদ নাই; হিঙ্গনা চিন্তাকুল [illegible]

তাঁহার কবরী-বন্ধন [illegible]। একটা পুষ্পিত [illegible] পার্শ্বে উহার উপবিষ্টা আনন্দ। হস্ত

নিরলঙ্কার, মুখখানি ঈষৎম্লান। অধরটী রসহীন, কান্তিহত। নয়নদুটী বিষাদসিক্ত সুস্নিগ্ধ ও ক্ষণ-চঞ্চল। বামহস্তে বাঁশরী দক্ষিণহস্তে রক্তবর্ণ ওড়নার কিয়দংশ ধরিয়া, তিনি সম্মুখে গিরি, নদী, উপত্যকা, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, অরণ্য, আকাশের প্রতি চাহিয়া আছেন,। প্রেম, যৌবন, আশা, আকাঙ্ক্ষা সুখ, বাহ্য ও অন্তর সমস্তই এক জন অপরিচিতে নীত হইয়াছে। এই অপরিচিত জন কে? উহাঁর অন্তর কীদৃশ? উহাঁর কে আছে? উহাঁর বসতি কোথায় বা উপজীবিকা কি, তিনি কিছুই জ্ঞাত নহেন। সরল অন্তরে হৃদয় তাঁহাতেই অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে ভাবিতেছেন তিনি কোথায়? প্রণয়ের দেবশক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তিনিও অনতিবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত। এই সুখময় সংযোজন কল্পনা-সৃষ্ট নহে। উহা আধ্যাত্মিক আকর্ষণ, শুভ সংঘটন, বা ঐশ্বরিক সম্মিলন যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু উহা যে রচনা-চাতুরী একথা বলিলে প্রাণে নিতান্তই ব্যথা পাইব সন্দেহ নাই, কেন না উহা কাতর, ব্যথিত ও অধীর প্রাণের একমাত্র নিশানা করণী।

অপরিচিত নিকটবর্ত্তী হইলে, হিঙ্গনা সজল নয়নে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। অপরিদগ্ধ প্রাণে সহসা সুবৃষ্টি হইল। হৃদয়-ক্ষেত্রে নব আশা পুনরপি সজীব হইল। অপরিচিত হিঙ্গনাকে সহসা কাঁদিতে দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না কি হেতু কাঁদিলেন। তিনি বীর ও ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান ও স্নেহ সহকারে তাঁহার নিকট আসিয়া দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হিঙ্গনা নিরুত্তর। পুনরপি জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি নতমুখে মৃদুস্বরে কহিলেন "আপনি কয়েক দিন আসেন নি।" এই স্নেহপূর্ণ বচনে অপরিচিতের নয়ন যুগলও স্নেহবারিতে অভিষিক্ত হইল। প্রণয়ীর প্রাণ হতাশে আশা করে; আশা পাইলে পুনরায় আশ্বাসিত হইতে চায়। অপরিচিত কোমল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি আমার জন্য চিন্তিত ছিলেন?" হিঙ্গনা পূর্ব্ববৎ ভাবে কহিলেন "আপনি শীঘ্র আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন, আমি আশা করিয়াছিলাম।"

অপরিচিত। আমি আজ অবধি আপনার কার্য্যে নিযুক্ত হইব বলিয়া আমি আপন বাটীর সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম। এক্ষণে অনুমতি হয় ত আপনার অনুবর্ত্তী হই।

হিঙ্গনা। (হেঁটমুখে) আপনাকে আমার পিতার অনুমতি লইতে হইবে।

অপরিচিত। তিনি যদি সম্মতি না দেন?

হিঙ্গনা। আপনাকে প্রথমে কিছু অর্থ দিতে হবে—যদি না থাকে—(এই বলিয়া তিনি তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন)

অপরিচিত। কত অর্থ?

হিঙ্গনা। আমি জানি না—তা—আপনি—বা—পাবেন।

অপরিচিত। তবে আমি আপনাকে বাটীতে রাখিয়া ঐ দূর গহন বনে ব্যাঘ্র শীকারে যাই। যদি অদৃষ্টক্রমে একটী বৃহৎ ব্যাঘ্র শীকার করিতে পারি, তা হলে কিছু অর্থের সংস্থান করিতে পারিব।

হিঙ্গনা। (সভয়ে) না—(হেঁটমুখে) আপনি শরের অগ্রভাগ দিয়া এই বৃক্ষতলের মৃত্তিকা খনন করুন, অর্থ পাইবেন।

অপরিচিত। উহা কাহার অর্থ? আমি অন্য জনের দ্রব্য লইব না।

হিঙ্গনা। (ছল ছল নয়নে) উহা আমার আপনি লউন।

অপরিচিত। আপনি আমাকে ধার দিতেছেন।

হিঙ্গনা। হাঁ—হাঁ—আমি ধার দিতেছি। আপনি ব্যাঘ্র শীকার করিতে যাবেন না বলুন?

অপরিচিত। (ঈষৎ হাসিয়া) না—

অপরিচিত বৃক্ষ তলের মৃত্তিকা খনন করিয়া বারোটী মুদ্রা পাইলেন। তিনি মুদ্রাগুলি লইয়া গদগদ স্বরে কহিলেন "হিঙ্গনে! আমি আপনার এধার আজীবন সুধিতে পারিব না, এক্ষণে চলুন আপনার বাটী যাই"। হিঙ্গনা কহিলেন, "একটু অপেক্ষা করুন্ আমি কয়েকটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি"। অপরিচিত সরলভাবে উত্তর দিতে স্বীকৃত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি? আপনি কি রাজপুত? আপনার কে আছে? আপনার বাটী কোথায়?" অপরিচিত ঈষৎ সহাস্য বদনে উত্তর দিলেন, "আমার নাম কুমার, আমি রাজপুত দিগের শ্রেষ্ঠ বংশীয় লোক, আমার একটী ভগনী মাত্র আছেন। আমার বাটী অগম্য পার্ব্বতীয় স্থানে, আপনি সে স্থান কখন দেখন নাই, সুতরাং ঐ স্থানের নাম করিলেও আপনি জানিতে পারিবেন না"। হিঙ্গনা আর বিশেষ কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া অপরিচিতকে তাঁহার সঙ্গে বাটী আসিতে বলিলেন; তিনি অনুচরের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হিঙ্গনার নিতান্ত অনুরোধে ও আপাততঃ কয়েকটী মুদ্রা পাইবার লোভে তাঁহার পিতা ও মাতা কুমারকে বাটীতে রাখিতে সম্মত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহারা কুমারকে বিশেষ করিয়া কহিলেন যদি তিনি অর্জ্জনে অলস হয়েন, বা কোনো অনিচ্ছুকতা প্রকাশ করেন, বা বিনা অনুমতিতে হিঙ্গনাকে গন্তব্য স্থানে ব্যতীত অন্য কোন স্থানে লইয়া যান, বা রাত্রিকালে নিজ বাটীতে না যাইয়া এস্থানে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ভবিষ্যৎ বিবাহের কোন আশা থাকিবে না। কুমার

তাঁহাদিগের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সম্মত হইয়া ধনুর্ব্বাণ হিঙ্গনার হস্তে সমর্পণ করিয়া দাস কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। হিঙ্গনার পিতা মাতা মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে উদয়গিরি বাটীতে আসিলেই তাঁহারা কোন না কোন বিষয়ে দোষ দেখাইয়া কুমারকে তাড়াইয়া দিবেন, ইতিমধ্যে বিনা বেতনে যে কয়েক দিন তাহার দ্বারা গৃহের কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন সে কয়েক দিনই মঙ্গল।

সেইদিন অবধি হিঙ্গনা প্রফুল্ল হৃদয়ে কুমারকে গৃহের নানারূপ কার্য্য করিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এমন শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষার এরূপ মধুময় পরিণাম সদা সম্মুখে থাকিলে শিক্ষার কাঠিন্য, পরাধীনতার ক্লেশ ও দাসত্বের হীনতা কোথায়? কুমার ও সানন্দহৃদয়ে শিক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রতি কার্য্যে উভয় পক্ষে সরল অন্তর, সতৃষ্ণ দৃষ্টি, সুমিষ্ট বাক্য, সুধাপূর্ণ হাস্য, কৃতজ্ঞতা, স্নেহ, সম্মান, দাক্ষিণ্য ও অভিন্নতার প্রকাশ পাইতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন নিঃস্বার্থ প্রেমের জ্যোতিঃ আত্মায় আত্মায় নিরন্তর প্রতিভাত হইতে লাগিল। ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণ, হৃদয় প্রীতিপূর্ণ, জগৎ সুধাপূর্ণ, দেহ স্বাস্থ্যসম্পন্ন, চিত্ত সরল ও সুবুদ্ধির অনুগত, যৌবন ধর্ম্মের শরণ্য—এইরূপে দুইটী প্রিয়তম আত্মার ক্রমশঃ শুভ সম্মিলন, সংযোজন, পরিণয় ও একতা সংস্থাপন হইতে লাগিল।

হিঙ্গনা প্রভাতে গাভীগণ লইয়া পর্ব্বতদেশে গমন করিলে, কুমার কোন কোন দিন গৃহে থাকিয়া হিঙ্গনার কার্য্য সমাপ্ত করেন, কোন দিন বা তাহার সহিত পর্ব্বতদেশে যাইয়া কাষ্ঠ আহরণ করেন। কুমার রাজপুত হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না, তাহা হিঙ্গনার পিতা মাতা বিশেষ জানিতেন, সুতরাং তাঁহার সহিত একত্র পর্ব্বতদেশে যাইতে তাঁহারা কুমারকে কোন বাধা দিতেন না। সন্ধ্যা হইলে তিনি হিঙ্গনার নিকট হইতে ধনুর্ব্বাণ লইয়া আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন।

হিঙ্গনার পিতা মাতা কুমারের আবাস কোথায়ও কিরূপ কিছু জানিতেন না, জানিবার বিশেষ আবশ্যকতা ছিল না; যেহেতু তাঁহারা যদিও প্রথমে কুমারের সুকুমার বয়স ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন, তথাচ উদয়গিরি বাটীতে আসিয়া বস্ত্র, অলঙ্কারাদি হিঙ্গনাকে দেখাইলে তিনি নিশ্চয় তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। হিঙ্গনাও কুমারের আবাস কোথায় জানিতে বা দেখিতে বিশেষ উৎসুক হয়েন নাই, কেননা তিনি কুমারের রূপ ও গুণের পক্ষপাতিনী, তাঁহার আবাস জীর্ণকুটীর হইলেও তিনি প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহার সহিত তথায় অবস্থিতি করিতে প্রস্তুত।

দুই সপ্তাহ অতীত হইল। কুমার প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দাসের কার্য্য করেন। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে, তিনি আপনি পাক করিয়া সামান্য আহার করেন। এইরূপ পরিশ্রম ও সামান্য আহারে তাঁহার

দেহের লাবণ্য হত না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। হিঙ্গনাও সতত প্রিয়তম সঙ্গে থাকিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিলেন।

অরুণা প্রায় প্রতিদিনই হিঙ্গনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন ও প্রসঙ্গ ক্রমে উভয়ের হৃদয়ের ভাব পরীক্ষা করিয়া যান, তথাপি হিঙ্গনার ক্রমশঃ যৌবন বিকাশ ও দেহের অনুপম লাবণ্যের দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া, তিনি বিশেষ ঈর্ষান্বিতা হইতে লাগিলেন। এই ঈর্ষা তাঁহার হৃদয়ে যত প্রকাশ হইতে লাগিল, ততই তিনি শুষ্কদেহী ও মলিন-মুখী হইতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন, যখন কোন আত্মীয় ব্যক্তি তাঁহাকে অসুখী বা রুগ্ন দেখিতেছেন বলিতেন, তখন তাঁহার কষ্টের আর সীমা থাকিত না; বিশেষ এরূপ কথা হিঙ্গনার নিকট শুনিলে তাঁহার আহার ও নিদ্রা হইত না। তিনি ক্রমশঃ হিঙ্গনাকে বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন;—তাঁহাকে চির-রুগ্ন বা এককালে ধ্বংশ করিতে পারিলে সুস্থ হয়েন। কিরূপে ধ্বংশ করিতে পারেন এই তাঁহার নিরন্তর চিন্তার বিষয় হইল।

একদা হিঙ্গনা অরুণার সহিত বসিয়া কুমার সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে একজন ভাটিয়া আসিয়া একখানি পত্র ও একটী কাঠের বাক্স তাঁহাদের সম্মুখে রাখিয়া কহিল,"এই পত্রখানি ও এই বাক্সটী উদয়গিরি পাঠাইয়া দিয়াছেন।" হিঙ্গনা পত্র সহিত বাক্স লইয়া পিতার নিকট গেলেন, অরুণা ও শীঘ্র উঠিয়া দেখিতে গেলেন বাক্সে কি আছে। হিঙ্গনার পিতা পত্র পড়িয়া তাঁহাকে বিশেষ যত্নের সহিত আহারাদি করাইবার জন্য তাঁহার পত্নীদিগকে ডাকিলেন, এবং ঐ বাক্সটী তুলিয়া আপন সিন্দুকের মধ্যে রাখিলেন। অরুণা হতাশ হইয়া পুনর্ব্বার হিঙ্গনার নিকট আসিলেন। তাঁহার হৃদয়ের ঈর্ষানল দ্বিগুণতর প্রজ্জ্বলিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অরুণার মনস্তাপ।

বাক্সের ভিতর কি আছে দেখিবার জন্য অরুণা উঠিয়া আসিলেন, দেখিতে পাইলেন না; যেহেতু হিঙ্গনার পিতা শীঘ্র বাক্সটী আপন সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া চাবি দিলেন। হিঙ্গনার বাক্স সম্বন্ধে কোন কৌতূহল ছিল না, সুতরাং তিনি তাঁহার পিতাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। হিঙ্গনার মাতা ও বিমাতারা বুঝিলেন যে বাক্সটী গুপ্তভাবে রাখিবার অবশ্য কিছু কারণ আছে, অতএব তৎক্ষণাৎ কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সময়ান্তরে জানিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলেন।

বাহক, হিঙ্গনা ও অরুণার দিকে পুনঃ পুনঃ ও দূরে এক একবার কুমারের দিকে চাহিতে লাগিল, অরুণা তাহা লক্ষ্য করিল।

এদিকে অরুণার মনে কতই কল্পনা আসিতে লাগিল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে "ঐ বাক্সটী উদয়গিরি পাঠাইয়া দিয়াছেন; উহাতে অবশ্য অনেক গহনা আছে, ও গহনা সকল অবশ্য রূপার হইবে, কে বলিতে পারে দুই তিন খানি সোনারও থাকিতে পারে, তাহা হইলে, উঃ--কত দাম হবে? হিঙ্গনা এই সকল দেখ্‌লে কি কুমারকে বিয়ে করবে? পোড়ারমুখি! আমি সঙ্গে আছি বলে বাকসের কথা একবারও বাপ্‌কে জিজ্ঞাসা কর্‌লে না;—করবে কেন? মনেতে জান্‌ছে আমারই আছে। হয়ত এই গহনা গুলি লয়ে ফাঁকি দিয়ে কুমারকে বিয়ে কর্‌বে; তা করুক, তাহলে আমি ত উদয়কে পাব, সে না হয় আমাকে আবার দেবে; কিন্তু এই যদি তার সব জিনিস হয়, তা হলে উদয় ও আমি দুজনেই ঠক্‌বো। তাই বা কেমন করে হবে? হিঙ্গনা যদি কুমারকে বিয়ে করে, তাহলে উদয়ের মা কি উদয়ের গহনা দিতে দেবে? তাহলে ওরাই ঠক্‌বে! যদি উদয় এর মধ্যে এসে গহনাগুলি হিঙ্গনাকে দেয়, আর হিঙ্গনা পালিয়ে গিয়ে কুমারকে বিয়ে করে, তাহলে কি হবে? রোসো, এই লোকটা এখনি স্নান করতে যাবে, আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে আস্তে আস্তে সব কথা বলে দিব, ও গিয়ে উদয়কে বল্‌বে, আর উদয় এসে সব কেড়ে নেবে!

অরুণা এইরূপ মনে কর্‌ছিলেন, এমন সময় বাহক নদীজলে স্নান করিবার জন্য উঠিল। অরুণা অল্প বিলম্বে বিদায় লইয়া বাহকের কিছু দূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া অবশেষে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাকে কি উদয়গিরি এখানে পাঠিয়েছেন?"

বাহক। হাঁ।

অরুণা। বাক্‌সে কি আছে?

বাহক। কি জিনিস আছে?

অরুণা। কি জিনিস?

বাহক। আমি বাহক বৈত নয়, আমি কেমন করে বল্‌বো?

অরুণা। উদয়গিরি ভাল আছেন?

বাহক। হাঁ, আপনার নাম কি?

অরুণা। অরুণা।

বাহক। কি নাম?

অরুণা পুনর্ব্বার আপনার নাম বলিলেন।

বাহক। তবে আপনার নাম হিঙ্গনা নয়?

অরুণা। না!

বাহক। আমি তাই মনে করেছিলুম।

অরুণা। (কুদ্ধা হইয়া সঔৎসুক্যে) কেন?

বাহক। ও লোকটী কে? যিনি বসে কাজ কর্‌ছিলেন।

অরুণা। ও লোকটীকে হিঙ্গনা বিয়ে কর্‌বে।

বাহক। কি বল্লেন?

অরুণা। ও হিঙ্গনাকে বিয়ে করবে।

বাহক। আপনি তামাসা কর্‌ছেন।

অরুণা। না, সত্য বল্‌চি, সূর্য্যদেবকে সাক্ষী করে বল্‌চি; তুমি কিন্তু ওদের কাছে বা কারো কাছে বলনা;—সাবধান।

বাহক এই কথা শুনিয়া নীরবে স্নান করিতে গেল। অরুণা আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে হর্ষ, ভয়, বিষাদ তিনই এককালে উদয় হইল। তিনি যে বাহককে মনের কথা বলিতে সুযোগ পাইয়াছেন, এই জন্য বিশেষ সুখী হইলেন, কিন্তু তাহার মনে ভয় হইল যে বাহক এই কথা উদয়গিরিকে বলিলে, পাছে তিনি শীঘ্র বাটী আসিয়া বলিয়া দেন যে অরুণা কুমারের সহিত হিঙ্গনার বিবাহের কথা বাহককে বলিয়াছে।

অরুণা অবশেষে ভীতা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "উদয় নিশ্চয়ই হিঙ্গনাকে ভাল বাসিবেন? উদয় কেন? বাহক ও এই মাত্র আমাকে মুখের উপর বলিল 'তুমি যে হিঙ্গনা নহ তা আমি মনে করেছিলুম'। হায়! সুন্দরী না হওয়া কি দুঃখ? যত দিন যাচ্চে হিঙ্গনার রূপ উপ্‌চে উঠ্‌চে, আর আমি যতই ভাল দেখাতে চেষ্টা কর্‌ছি, ততই দিন দিন শুখাইয়া যাচ্চি। ও পোড়ারমুখী বেঁচে থাক্‌তে আমার আর নিস্তার নাই। (বিকট হাসিয়া) যদি কোন রকমে ওকে ডাইন বলে ধরিয়ে দি, তা হলেই আমার নিস্তার—হি-হি-হি;—তা হলে ওকে আর কে বিয়ে কর্‌বে, ওর রূপ আর কোথায় থাক্‌বে?—হি-হি-হি-রোসো-যোগাড় দেখ্‌চি, পোড়ারমুখী! পোড়ার-মুখী! তখন বল্‌বো বিয়ে করো—হি হি-হি——"

এদিকে বাহক স্নান হেতু চলিয়া গেলে, হিঙ্গনা ছল ছল নয়নে কুমারের নিকট আসিয়া বসিলেন। কুমার তাঁহাকে ব্যথিত হৃদয় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হিঙ্গনে! সহসা এরূপ ভাবান্তর কেন?" হিঙ্গনা মৃদু বচনে কহিলেন "উদয় আবার কি জিনিস পাঠিয়ে দিয়েছে—"

কুমার। কি জিনিস?

হিঙ্গনা। তা—আমি জানি না।

কুমার। দেখে এস না।

হিঙ্গনা। কি দরকার?

কুমার। তোমাকে দিয়েছেন, তুমি দেখ্‌বে না?

হিঙ্গনা। আমার ইচ্ছা নাই।

কুমার। কেন?

হিঙ্গনা। (ঈষৎ হাসিয়া) বেইমান্! এখন জিজ্ঞাসা কর্‌চো "কেন"?

কুমার। (সহাস্য বদনে) ওতে যদি সোনার গহনা থাকে?

হিঙ্গনা। বেইমান্! আবার?

কুমার। তিনি যে তোমায় দিয়াছেন নেবে না?

হিঙ্গনা। না বেইমান্। না নেবো না—শুন্‌লে?

কুমার। আমি তোমাকে কি দিব, আমার কি আছে?

হিঙ্গনা। তুমি রোজ সকালে ফল তুলে নিয়ে আস্‌বে।

কুমার। (হাসিয়া) আন্‌বো, তারপর?

হিঙ্গনা। আমি যেমন বল্‌বো, তেমনি গহনা তৈয়ার করে দেবে?—

কুমার। আগে শিখান্।

হিঙ্গনা। কাল সকালে শিখাব।

কুমার। উদয়গিরি বাড়ী আস্‌বেন কবে?

হিঙ্গনা। এখনও ত শুনি নি।

কুমার। তিনি বাড়ী এলে আমার অন্ন যাবে।

হিঙ্গনা। (ছল ছল নয়নে কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া) কিসে জান্‌লে?

কুমার। এর আর জানতে অধিক বুদ্ধি আবশ্যক করে না।

হিঙ্গনা। তাঁর টাকা আছে বলে, আমার বাপ কি আমাকে বেচবেন?

কুমার। যাতে তুমি সুখে থাক ওরা তাই চেষ্টা কর্‌বেন।

হিঙ্গনা। আমিত উদয়কে ভালবাসি না।

কুমার। ক্রমে তিনি যত তোমার প্রতি যত্ন কর্‌বেন, তুমিও তাঁকে সেইরূপ ভাল বাস্‌বে—

হিঙ্গনা। তোমার কথা আমি আর শুন্‌বো না, আমি উঠে যাব—

কুমার। আজ না শুন দুদিন পরে শুনবে, আমি দুঃখী মানুষ, আমার অদৃষ্টে কাঠ কাটা, কাঠ বহাই সার হ'লো—

হিঙ্গনা। না—হবে—না, আমি যার কাছে যাই।

কুমার। শুন হিঙ্গনা শুন, এখন যেও না।

হিঙ্গনা। কেন?

কুমার। কিছুদিন যা'ক্, একদিন সকালে আমার বাড়ী গিয়ে আমার অবস্থা দেখে এসো—দেখে শুনে যদি মন হয়, তখন মাকে বোলো।

হিঙ্গনা। বাড়ী কেমন? একদিন আমি দেখ্‌বো—

কুমার। দেখ্‌বে বইকি, আরও কিছুদিন যা'ক্, এখন তোমার বাপ মা একলা আমার সঙ্গে যেতে দিবেন কেন?

হিঙ্গনা। সকালে যাব।

কুমার। সকালেই যেও। আমি যেমন মানুষ, আমার তেমনি বাড়ী।

হিঙ্গনা। কেমন আমাদের মত?

কুমার। (হাসিয়া) কিছু ভাল।

হিঙ্গনা। তবে কেন গরিব বল্‌চো।

কুমার। তোমার প্রণয়ের কাছে আমি, আমার বাড়ী, আমার সম্পত্তি—সবসব-ই গরিব।

হিঙ্গনা। কি বল্‌চো।

কুমার। কিছু বিশেষ বলিনি, কাল সকালে আমাকে গহনা গাঁথিতে শিখাবে?

হিঙ্গনা। শিখাব। আমি তোমার বাড়ী যাব। কত দূর?

কুমার। ঐ পাহাড়ের উপর দিয়ে গেলে শীঘ্র যাওয়া যায়, ঘুরে গেলে একদিনের পথ।

হিঙ্গনা। আমি পাহাড়ে উঠ্‌তে পার্‌বো। শুনেছি ওদিকে নাকি একটী রাজার বাড়ী আছে। লোকে তাঁকে দস্যুরাজ বলে, রাজা এখন নেই; তাঁর একটী

ছেলে আছেন, তাঁর নাম বীরকেশর। শুনিছি তিনি বড় বীরপুরুষ। একবার একটী বাঘ একলা ছোরা দিয়ে মেরে-ছিলেন—সত্যি কি ?

কুমার। (হাসিয়া) লোকে বলে—

হিঙ্গনা। আসবার সময় আমাকে রাজার বাড়ী দেখিয়ে আন্‌বে।

কুমার। (পূর্ব্ববৎ হাসিয়া) আন্‌বো। দস্যু-রাজার বাড়ীর কাছ দিয়ে আস্‌তে তোমার ভয় হবে না ?

হিঙ্গনা। কিসের ভয় ?

কুমার। রূপের ?

হিঙ্গনা (হাসিয়া) বেইমান্! তুমি কি আমায় ছেড়ে পালাবে ?

কুমার। (হাসিয়া) না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কয়েকদিন গত হইল, একদা প্রভাতে কুমার হিঙ্গনার সহিত গাভিগণ লইয়া পর্ব্বতদেশে গমন করিয়াছেন। বেলা এক-প্রহর অতীত। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমনের উদ্‌যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে হিঙ্গনা ঊর্দ্ধে চাইয়া দেখিলেন, শিখরদেশে কতক-গুলি বৃক্ষ কদম্ব অভ্যন্তরে একটী নবীন লকুচ-তরু ফলফুলে বিশোভিত হইয়া সেই নির্জ্জন-স্থান অলঙ্কৃত করিতেছে। হিঙ্গনা সুদৃশ্য লকুচ ফলের অতিশয় পক্ষপাতিনী। তিনি দেখিবামাত্র কুমারকে মৃদু কুহক হাস্যে ঊর্দ্ধে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। কুমার হিঙ্গনাকে পার্শ্বে লইয়া উঠিতে লাগিলেন। সূর্য্য তীক্ষ, পর্ব্বতদেশ বন্ধুর. হিঙ্গনার কোমল পদদ্বয় ক্রমশঃ শ্রমভারে ক্লিষ্ট। কুমার তাঁহাকে প্রতিপদবিক্ষেপে সহা-য়তা করিতেছেন। তাঁহারা এইরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে, কুমার হাসিয়া হিঙ্গনাকে কহিলেন, "হিঙ্গনে ? যদি এক অল্পদূর উঠিতে তোমার এত ক্লেশ বোধ হইল, তবে তুমি আমার সহিত কিরূপে দুশ্চর গিরি অতিক্রম করিয়া আমার বাটী দেখিতে যাইবে ?" হিঙ্গনা যৌবনসুলভ চিন্তা ও বুদ্ধিশূন্যা হইয়া আহ্লাদ ভরে কহিলেন, "আমি যাব, আমি উঠিতে পারবো, তুমি ছেড়ে দেও দিখিন্ আমি কেমন না আরও উঠ্‌তে পারি !" কুমার হাসিয়া কহিলেন "তবে আমারই জন্যে উঠিতে ক্লেশ হচ্ছিল।" হিঙ্গনাও হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ।"

তাঁহারা ক্রমে বৃক্ষমণ্ডলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন ; নবীন লকুচতরু আর অধিক দূর নাই, দশ বার হাত অন্তর মাত্র। হিঙ্গনা নব উৎসাহে উৎসাহিনী, কুমার তাঁহার প্রীতি সম্পাদনে সমধিক উদ্‌যোগী। বৃক্ষাভ্যন্তর অতি নির্ম্মল, স্নিগ্ধ ও পবিত্র স্থান। হিঙ্গনা কুমারের হস্ত ধরিয়া সুখে হাসিতে হাসিতে তরুমূলে আসিয়া ইপ্সিত

নয়নে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। কুমার ফুল সকল পাড়িয়া একে একে স্নেহভরে হিঙ্গনার হস্তে দিতে লাগিলেন। হিঙ্গনা ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না, তিনি নিজহস্তে ফুল তুলিবেন, নিজহস্তে ফল পাড়িবেন—তাঁহার এই সাধ হইল। তিনি কুমারের সহিত কখন এদিকে, কখন ওদিকে, যেখানে যে ফলটী যে ফুলটী ভাল, ব্যগ্র হইয়া, কুমার পাড়িবার অগ্রে, আপনি পাড়িতে লাগিলেন, সাধ্যাতীত হইলে সুহাস্য বদনে, সতৃষ্ণ নয়নে কুমারের দিকে চাহিতেন, কুমারও মন বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পাড়িয়া দিতেন। ক্রমে দুই জনে বৃক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, হিঙ্গনা একটী শাখায় চারিটী সুন্দর সুপক্ক ফল রহিয়াছে দেখিয়া আপনি সাধ্যমত চেষ্টা করতঃ বিফল হইয়া পূর্ব্ববৎ কুমারের প্রতি চাহিলেন, কুমার হাসিয়া বামহস্তে শাখাটী নত করিয়া দিলেন। হিঙ্গনা উন্নতমুখে ফল চারিটী পাড়িতে লাগিলেন। কুমার অনিমিষ ও সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার অনুপম মুখছবির প্রতি চাহিয়া আছেন, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প, করে করস্পর্শ হইতেছে, হৃদয়ে হৃদয়ে মুখে মুখে ব্যবধান ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কুমার দক্ষিণ হস্তে কয়েকটী নবফুল্ল ফুলগুচ্ছ পাড়িয়া সস্নেহে হিঙ্গনার কবরীবন্ধনে সংলগ্ন করিয়া দিলেন, কবরী স্পর্শে হিঙ্গনার দেহ অভিনব অলস আবেশে শিথিল হইল, তিনি ফল ছাড়িয়া কুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া নতবদন হইলেন, কুমার বামহস্তে আরক্ত নত বদনখানি ধরিয়া বিশুদ্ধ প্রেমভরে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিলেন।

আজ অবধি কুমার হিঙ্গনারই।

তাঁহারা ফুল ফল লইয়া ক্রমে পর্ব্বতদেশ হইতে নামিয়া গাভিগণ লইয়া গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, এমন সময়ে দুইজন সশস্ত্র পুরুষ কুমারকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া যোড় হস্তে কহিল "কুমার! আপনার ভগিনী সহসা পীড়িত হইয়াছেন, আপনি শীঘ্র আসুন।" কুমার এই সংবাদ শুনিবামাত্র বজ্রাহত সদৃশ হইয়া ছল ছল নয়নে হিঙ্গনার মুখের দিকে চাহিয়া বিদায় চাহিলেন। হিঙ্গনাও সজল নয়নে কুমারকে যাইতে বলিয়া শূন্যনয়নে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাভীগণ স্বেচ্ছাক্রমে বাটী প্রবেশ করিল। হিঙ্গনা পূর্ব্ববৎ ছল ছল নয়নে কুমারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

এ সংসারে সুখ তুমি ছায়া মাত্র! দুঃখ তুমি শরিরী!!

কুমার নয়নপথের অন্তর্হিত হইলেও তিনি যে পথে গিয়াছেন, সেইদিকেই চাহিয়া চাহিয়া করপল্লবে বিগলিত নয়নযুগল আচ্ছাদিত করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি কুমারের ভগিনীর পীড়ার কথা শুনিলেন কিন্তু তাঁহার কি পীড়া হইয়াছে জানিতে পারিলেন না। কবে তিনি আরোগ্য হইবেন, কবে পুনরায় কুমার ফিরিয়া আসিবেন তিনি অনেকক্ষণ সেই ভাবনায় নিমগ্ন

রহিলেন। এদিকে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইল, হিঙ্গনার মাতা কুমারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, হিঙ্গনা মলিন অবনত মুখে বলিলেন, "তাঁহার ভগিনী হঠাৎ পীড়িত হইয়াছেন সংবাদ পাইয়া বাটী গিয়াছেন"—তিনি ইহা বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার মাতার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার মাতা কুমারের প্রতি তাঁহার এতাদৃশ ভালবাসা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন উদয়-গিরি আসিলে যদি কুমারকে তাড়াইতে হয়, তাহা হইলে হিঙ্গনা হয়ত অত্যন্ত রুগ্ন হইবে, না হয় কোনরূপ অনিষ্ট করিবে।

হিঙ্গনা একাকিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন ঐ দুইজন সশস্ত্র পুরুষ যাহারা কুমারকে সংবাদ দিতে আসিয়াছিল, উহারা কে? উহাদের সহিত কুমারের সম্বন্ধ কি? উহারা কুমারের বয়স্য নহে, উহারা যেরূপ সম্মানের সহিত কুমারকে অভিবাদন করিল তাহাতে বোধ হয়, কুমারের সহিত উহাদিগের প্রভু ও ভৃত্য সম্বন্ধ। কিন্তু কুমার দরিদ্র হইয়া তাঁহার এরূপ সশস্ত্র ভৃত্য কিরূপে সম্ভব? কুমারের প্রকৃত নাম কুমার হইলে, ভৃত্যরা কি প্রকারে "কুমার" বলিয়া সম্বোধন করিবে? বয়স্য হইলে অভিবাদনের প্রয়োজন কি? কুমার কি প্রকৃত রাজ-পুত্র হইয়া তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন? রূপ ও গুণে তিনি রাজপুত্রের কিছুই ন্যূন নহেন। কিন্তু রাজপুত্র হইয়া তিনি প্রতিদিন এরূপ কষ্ট কেন সহিবেন? যিনি একবার মাত্র আজ্ঞা করিলে আমার অপেক্ষাও শত শত সুন্দরী পাইতে পারেন, তিনি কি কখন দুই প্রহরকাল পর্যন্ত অনাহার থাকিয়া আপনি রন্ধন করিয়া আহার করেন? কুমার দরিদ্রই হইবে, সশস্ত্র পুরুষ তাঁহার প্রতিবেশী হইতে পারে। কুমার উচ্চকুলোদ্ভব বলিয়া তাহারা অভি-বাদন করিতে পারে, তিনি এইরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন বটে, কিন্তু মনোমত হইল না। তিনি চঞ্চল পদে উঠিয়া মাতার নিকট আসিয়া কহিলেন "হ্যাঁ মা! কুমারকে যখন দুজন সশস্ত্র পুরুষ ডাকতে এসেছিল তারা যোড় হাত করে তাঁকে বল্লে "কুমার আপ-নার ভগিনী হঠাৎ পীড়িত হয়েছেন"—তারা কে মা?" তাঁহার মাতা সহসা তাঁহার কথা কিরূপে বুঝিবেন, তিনি বলিলেন "তারা কে বাছা আমি ত দেখিনি, দেখলে বল্‌তে পার্‌তুম"।

হিঙ্গনা। মা, কুমার কি রাজপুত্র?

মাতা। ও কথা কারও কাছে বলিস্‌নে, সকলে হাস্‌বে। রাজপুত্র কি রন্ধুরে কাঠ কাট্‌তে যায়?"

হিঙ্গনা। "আমিও তাই ভাব্‌ছিলুম মা। তবে ওরা কে ডাক্‌তে এসেছিল?

মাতা। তা আমি কেমন করে বল্‌বো কুমার এলে জিজ্ঞাসা করিস্‌; কেন বাছা আজ একথা জিজ্ঞাসা কর্‌লি।

হিঙ্গনা। জিজ্ঞাসা কর্‌লুম কেন মা, বলি শুন, যদি কুমারের নাম যথার্থ কুমারই হতো,

তাহলে যারা চাকরের মত এসে প্রণাম করে, যোড় হাত করে কথা কয়, তারা কি কখন নাম ধর্‌তে পারে?

মাতা। তারা কি বল্লে?

হঙ্গনা। ঐ যে বল্লুম ত।

মাতা। নে মিছে আশা করিস্‌নে,—আর কারও কাছে বলিস্‌নে;—সে আসুক আগে তাকে জিজ্ঞাসা কর।

হিঙ্গনা। মা আমি তোমারই কাছে বল্‌চি, আমি কি আর কাকেও বল্‌তে যাচ্চি। কুমার রাজপুত্রই হউক, আর গরিবই হউক, দুই সমান; আমিত রাজপুত্র ভেবে তাকে এখানে নিয়ে আসি নি।

মাতা। আবার ঐ কথা, দেখ্‌ একেবারে রাজপুত্র বলিস্‌নি। লোকে যদি একটু শুন্‌তে পায়, অমনি সাত কাণ হবে, আর সকলে তোকে ক্ষেপাবে।

হিঙ্গনা। না মা আমি কি পাগল—

মাতা। যা তবে আপনার কাজ কর্ম্ম কর্‌গে, মিথ্যা ভাবিস্‌নি, আর অরুণা এলে যেন অরুণাকে একথা বল্‌তে যাস্‌নে।

হিঙ্গনা। না।

মাতা। আর দেখ্‌ বিয়ের সম্পর্কে কোন কথা অরুণার কাছে বলিস্‌নে। তুই যা বল্‌বি ও তাই গিয়ে সকলের কাছে বলে বেড়ায়। এর মধ্যে ও বলেছে যে হিঙ্গনা কুমাকেই বিয়ে করবে, উদয় এলে তার সঙ্গে কথা কবে না।

হিঙ্গনা। আমি এমন কথা বলিনি, যে উদয় এলে তার সঙ্গে কথা কব না, কেন মা কথা কব না? সে ত আমার পর নয়, তবে মা উদয় কেমন এক রকম নিষ্ঠুর লোক, মনে মনে সব থাকে, অমন লোকের সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না।

মাতা। তোর কপালে যা আছে তাই হবে।

হিঙ্গনা তোমরা যা করবে আমার তাই কপাল।

মাতা। কুমার যদি ভগিনীর ব্যামো হয়েছে বলে অম্‌নি অম্‌নি পালায়?

হিঙ্গনা। (শিহরিয়া) কি বল্লে মা, কুমার ছুত করে পালবে? কেন?

মাতা। দেখ্‌ছে উদয় শিগ্‌গির আসবে—।

হিঙ্গনা। না মা ও কথা বলো না, কুমার উদয়ের মত নয়।

মাতা। বেস্‌ সে তোকে কত গহনা কাপড় পাঠিয়া দিয়েছে, আরো নিয়ে আসবে—শুন্‌চি শিগ্‌গির আসবে, সে তোকে কত ভালবাসে, সে হলো মন্দ লোক!

হিঙ্গনা। বাবা যে কথা বলেন, তুমিও সেই কথা বল, আমি উদয়কে বিয়ে করবো না।

মাতা। তুই সুখে থাক্‌বি, আমরা চোকে দেখবো বইত না।

হিঙ্গনা। আমি কাপড় গহনা চাইনে।

মাতা। না চাস্‌ত চিরকাল দুঃখে থাকিস।

হিঙ্গনা। তাই থাক্‌ব।

নবম পরিচ্ছেদ।

একদিন, দুই দিন, তিনদিন গত হইল, কুমার আসিলেন না, চতুর্থ দিবসেরও সূর্য্য অস্তগত হইল, হিঙ্গনা একাকিনী পর্ব্বতদেশে যাইয়া ভাবিতেছেন "কৈ কুমার" "কৈ কুমার"; পার্ব্বতীয় সান্ধ্য বায়ু শন্ শন্ শব্দে বহিয়া যেন তাঁহারই মনের কথা বলিতেছে "কৈ কুমার" কৈ কুমার"। বিষাদ-বিনত, ম্লান বদনখানি এক্ষণে অব্যক্ত নয়ন বারিতে ধৌত হইতেছে, কাতর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাসে প্রকাশ পাইতেছে—তিনি একাকিনী পর্ব্বতদেশে দাঁড়াইয়া কুমার বাটীর দিকে চাহিয়া আছেন।

কুমার আজও আসিলেন না, কোন সংবাদ ও পাঠাইলেন না; তিনি কি অবলা জনকে ছলনা করিলেন? তিনি অবশেষে ইহাও ভাবিতেছেন,—ভাবিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় সে ভাব গ্রহণ করিতেছে না।"

এমন সময় দূরে এক অস্পষ্ট পুরুষ-মূর্ত্তি লক্ষ্য হইল। তাঁহার হৃদয় আশা ও ঔৎসুক্যে উদ্বেলিত হইল। প্রতি মুহূর্ত্ত যুগ সদৃশ বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে সেই মূর্ত্তি যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, আশা পুনঃ পুনঃ যেন বলিতে লাগিল, "হিঙ্গনে" ঐ তোমার কুমার আসিতেছেন"

কুমারও দ্রুত পদে মুক্তকেশা বিগলিত-নয়না হিঙ্গনার নিকটবর্ত্তী হইয়া সস্নেহে তাঁহার অধরটী পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হিঙ্গনে! আমি এই তিন দিন আসিতে পারি নাই বলিয়া তুমি অবশ্য অত্যন্ত চিন্তিত আছ? আমার ভগিনী এখন অত্যন্ত পীড়িত, আমি আর অধিকক্ষণ বিলম্ব করিব না, শীঘ্রই যাইব।" হিঙ্গনা বলিলেন আমি তোমার সঙ্গে যাব, আমি আর এরূপ কষ্ট সহিতে পারিনা, আমি কেন তোমাকে ভালবাসিলাম, তা নাহলে এত দুঃখ হইত না।"

কুমার। হিঙ্গনে! আজ না, অন্য এক দিন লইয়া যাইব, একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে পর্ব্বত দেশ অতি উচ্চ।

হিঙ্গনা। তুমি বলিলে না, তোমার ভগিনীরে কি অসুখ হয়েছে?

কুমার। সেদিন জ্বর হইবার পূর্ব্বে তিনি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়েন, তার পর জ্বর হয়, সেই জ্বর অবিশ্রান্ত ভোগ করিতেছে, আমি বলিতে পারি না, হিঙ্গনে পরিণাম কি হবে?

হিঙ্গনা। ঘনশ্যাম দেবকে আরাধনা কর, তিনি অবশ্য আরোগ্য করিয়া দিবেন।

কুমার। ঘনশ্যামদেবের আরাধনা নিত্যই

করিতেছি, মাতাদেবীর ও পূজা পাঠাইয়া দিয়াছি, কৈ জ্বরের কিছুই হ্রাস দেখিতে পাচ্চি না।

হিঙ্গনা। আমার মা জ্বরের ভাল ঔষধ জানেন, যদি আবশ্যক হয়, চল, ঔষধ দিবেন।

কুমার। কি ঔষধ?

হিঙ্গনা। তা আমি জানি না, তিনি অনেক লোককে দিয়া থাকেন, তুমি বলিলে, অবশ্যই দেবেন।

কুমার। আজ থাক, যে বৈদ্য আমার ভগিনীকে দেখিতেছেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি বলেন? যদি দিতে বলেন, তাহ'লে কাল আসিব, না হয় লোক পাঠাইব।

হিঙ্গনা। আসিবে বল?

কুমার। তা আমি বলিতে পারিনে, যদি রোগ ক্রমে বৃদ্ধি হয়, তাহলে আসিতে পারিব না।

হিঙ্গনা। তিনি কেমন থাকেন সংবাদ পাঠাইবে।

কুমার। তা পাঠাইতে পারি।

হিঙ্গনা। আমি তোমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করবো, তা আজ তুমি শীঘ্র যাচ্চ, ভগিনী ভাল থাকুন, পরে বলবো।

কুমার। (সস্নেহ) তবে আজ বিদায় হই।

হিঙ্গনা কাঁদিতে লাগিলেন, কুমার পুনরায় মুখচুম্বন করিয়া বিদায় লইলেন।

কুমার চলিয়া গেলে, হিঙ্গনা আস্তে আস্তে পর্ব্বতদেশ হইতে নামিয়া গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া দেখেন অরুণা তাঁহার জন্যে বসিয়া আছেন। তিনি অরুণাকে দেখিয়া মৃদুম্লানহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণা কেমন আছ, কদিন আইস নাই যে?"

অরুণা। আমি যেমন থাকি না কেন, তোমার কুমার কেমন আছে?

হিঙ্গনা। কেন, অরুণা তুমি অমন কথা বল্লে, আমি কি তোমাকে ভালবাসিনি?

অরুণা। আগে কুমার—তারপর আমরা। তোমার কুমার নাকি পালিয়েছে?

হিঙ্গনা। না তাঁর ভগিনীর বড় অসুখ হয়েছে।

অরুণা। কি অসুখ?

হিঙ্গনা জ্বর।

অরুণা। কি এমন জ্বর যে, সে আর আসে না।

হিঙ্গনা। ব্যাম শক্ত বলেই আসতে পারে নি? কুমার আসেন নাই, তা তোমাকে কে বল্লে?

অরুণা। আমি শুনতে পাই, তুই কুমারকে পেয়ে সব ভুলে গিয়েচিস্, আমাদের বাড়ী টাড়ী সব—ভুলে গিয়েচিস্।

হিঙ্গনা। তা যা বল, আমার মনেও যা বাহিরেও তা, আমি যে কুমারকে ভাল বাসি তা সে জানে, তা তুইও জানিস্, আর আমার মা বাপ সকলেই জানে।

অরুণা। সে যদি পালিয়ে যায় (হাসিয়া) তখনত উদয়কে বিয়ে করতে হবে?

হিঙ্গনা। (ছল ছল নয়নে) কেন ও কথা বল্‌চ কুমার পালাবে না।

অরুণা। তুই কি খাঁটী জানিস্‌?

হিঙ্গনা। হাঁ—

অরুণা। উদয় শীঘ্রই আস্‌বে দুচার দিনের ভিতর আস্‌বে শুন্‌ছি?

হিঙ্গনা। আসে ত—তুই নিস্‌—

অরুণা। (বিষাদে) সে তোকে চায়, আমাকে চায় না। তা, তুই যদি ছেড়ে দিস্‌ তাহলে হয়। তা কি পার্‌বি?

হিঙ্গনা। (ম্লান হাসি হাসিয়া) পার্‌বো।

দশম পরিচ্ছেদ।

বাহক হিঙ্গনার পিতৃভবনে একদিন মাত্র অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে আসিয়া অরুণার কথা সকল উদয়গিরিকে বলিলে, তিনি অতিশয় উদ্বিগ্নচিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; এবং এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে কর্ম্মস্থল হইতে অবকাশ লইয়া বাটী যাত্রা করিলেন।

তিনি বাটী যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাহককে পুনরায় ডাকিয়া কুমারের রূপ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; বাহকও পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিল যে তিনি দেখিতে অতিশয় সুশ্রী ও তাঁহার বয়সও নবীন, এবং হিঙ্গনা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। বাহকের কথায় তাঁহার পূর্ব্বাবধি ভয় হইয়াছিল, এক্ষণে সেই ভয় বলবৎ হইল। উদয়গিরি দেখিলেন যে তাঁহাকে রূপের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তিনি এ যুদ্ধে, বাহক যেরূপ কহিতেছে, অপ্রস্তুত; তথাচ ভাবিলেন বেশভূষাদিতে তিনি অবশ্যই ভালই দেখাইবেন, কিন্তু তাঁহার সাহস হইল না যে তিনি বাহককে জিজ্ঞাসা করেন যে কুমার তাঁহার অপেক্ষাও সুশ্রী কি না; কেননা এরূপ প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার আত্মাভিমানের খর্ব্বতা হইতে পারে। বাহক চলিয়া গেলে তিনি পুনঃ পুনঃ দর্পণে আপন মুখছবি দেখিতে লাগিলেন, দেখিয়া একবার বা সন্তুষ্ট একবার বা অসন্তুষ্ট, একবার বা আশ্বাসিত একবার বা হতাশ হইতে লাগিলেন। ভবিষ্যৎ-ফল দূর রহিলে আশা মনুষ্য হৃদয় একবারে পরিত্যাগ করেনা, উদয় সেই আশার উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার আয়োজন কুমারের ন্যায় নহে। সুমধুর বংশি-ধ্বনি, স্বীয় দীনতা প্রকাশ, সুমিষ্ট স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ, সরলতা দাক্ষিণ্য প্রভৃতি তাঁহাতে কিছুই নাই, তিনি আপন বেশভূষা, উত্তমোত্তম সামগ্রী ও যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত একত্র করিয়া পুনঃপুনঃ যতই দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে ততই বিশ্বাস হইতে লাগিল যে তিনি অবশ্য জয়ী হইবেন।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন—বালিকা-হৃদয়দুর্গ অতি কঠিন নহে, তবে শত্রু শুনিতেছি প্রবল। সম্মুখ সমরে তিনি পরাস্ত হইতে পারেন,কিন্তু সমরের আবশ্যকতা কি? কুমার একজন দুঃখী লোক। অর্থ ও কৌশলে সুহৃদ-ভেদ ও সন্ধি স্থাপন হইতে পারে। হতবুদ্ধি উদয়! তিনিও অপরাপর ধনী-জনের ন্যায় ভাবিলেন প্রণয় নিতান্ত অর্থ-সাধ্য, যদি সংসারে তাহাই হইত, তাহা হইলে নির্ম্মল দাম্পত্য-প্রেম স্বর্ণ-অট্টালিকা অত্যুচ্চ প্রাসাদ সকল সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরে স্বীয় স্বর্গীয় বিভা বিস্তার করিত না। কমলিনী বৃহৎ হ্রদ ও প্রশস্ত জলাশয় সকল পরিত্যাগ করিয়া সামান্য সরোবর অলঙ্কৃত করিত না।

উদয়গিরি বস্ত্র, অলঙ্কার, ও নানা প্রকার তৈজসাদি সংগ্রহ করিয়া বাটী যাত্রা করিলেন।

ওদিকে মান্দালা প্রদেশে এ বৎসর সুবৃষ্টি না হওয়ায় ভালরূপ শস্য উৎপন্ন হয় নাই। তত্রস্থ লোক সকলেই হা হা করিতেছে। পথঘাটে দুই তিন জন একত্র হইলেই শস্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের কথা কহে না। যে শস্য জন্মাইয়াছে বৃষ্টি অভাবে তাহাও নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এখনও বৃষ্টি হইলে অনেক রক্ষা হয়। সকলেই কাতর, সকলেই ভাবী অন্ন-কষ্ট-ভয়ে ব্যাকুল-চিত্ত। ঘনশ্যাম দেবের আচার্য্য সকলকেই পূজার জন্য উপদেশ দিতেছেন, দেশের প্রধান লোক তাঁহারই মতের অনুগত হইতেছেন। এমন সময়ে কুমার যে চলিয়া গিয়াছেন, ইহাতে হিঙ্গনার পিতা ও মাতা পরম সুখী হইয়াছেন; বিশেষতঃ উদয়গিরির বাটী ফিরিয়া আসিবার সময় নিকটবর্ত্তী।

কুমারের ভগিনীর পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছেন না। হিঙ্গনা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। কোন দিন বা কুমারের লোক আসিয়া যথাবিহিত সম্মান সহকারে তাঁহার ভগিনীর পীড়ার সংবাদ দিয়া যায়, কোন দিন বা কেহ আসে না, না আসিলে হিঙ্গনা সেইদিন ক্ষুন্নমনে আস্তে আস্তে বাটী ফিরিয়া আসেন।

হিঙ্গনা কুমারের জন্য প্রতিদিন পর্ব্বত দেশে একাকিনী দণ্ডায়মানা হইয়া সজল নয়নে যোড়-করে অস্তগামী সূর্য্যদেব ও ঘনশ্যামদেবের নিকট একান্ত হৃদয়ে কুমারের ভগিনীর পীড়া উপশমের জন্য প্রার্থনা করেন। অরুণা ইহা গোপনে দুই এক দিন দেখিয়াছিলেন। মিষ্টুরা এক্ষণে বিবেচনা করিল হিঙ্গনাকে ডাইন বলিয়া পরিচয় দিবার ও শস্য হানি তাহারই কর্ত্তৃক হইতেছে ইহা ব্যক্ত করিবার এই উপযুক্ত সময়। তিনি এই ভাবিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন কাহার নিকট গিয়া গোপনে এ বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব করিবেন এবং কাহার সহায়তা সাপেক্ষ করিয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া

স্থির করিলেন যে ঘনশ্যাম দেবের আচার্য্যকে প্রথমে প্রতীত করিতে পারিলে, তিনি এই অভিসন্ধিতে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারেন। তিনি এইরূপ স্থিরসংকল্প হইয়া একদা সন্ধ্যা অতীত হইলে গোপনে ঘনশ্যাম দেবের আচার্য্যের নিকট যাইলেন। আচার্য্যের বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎসর, তিনি দেখিতে কুশ্রী নহেন, তাঁহার বর্ণ গৌর, মুখের লাবণ্য আছে। তাঁহার নাসিকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ বক্র, চক্ষু দুটী বিশাল নহে, নিতান্ত ক্ষুদ্রও নহে, অবয়ব কিছু স্থূল। আচার্য্যগণ বিনা পরিশ্রমে নিত্য প্রচুর আহার পায়েন বলিয়া প্রায়ই ইন্দ্রিয়-সেবক হইয়া থাকেন, ইনি বা অন্যরূপ হইবেন কেন? সন্ধ্যার পর অরুণা তাঁহার নিকট সভয়ে যাইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে, তিনি হাস্য মুখে সুমিষ্ট বচনে তাঁহাকে নিকটে বসিতে বলিলেন ও ভাবিতে লাগিলেন অল্পবয়স্কা অরুণা এরূপ সময়ে তাঁহার নিকট কিহেতু আসিয়াছেন, হয়ত উত্তম স্বামীর জন্য দেবতার নিকট কামনা জানাইতে আসিয়াছেন। তিনি ইন্দ্রিয়-সেবক-জনোচিত লোভ দৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ অরুণার নবীন দেহের প্রতি চাহিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অরুণে! কি কামনা করিয়া আসিয়াছ?"

অরুণা। দেশে এ বৎসর শস্য হয় নাই, সকলেই হা—হা—করিতেছে, আপনি কি জানেন কি হেতু হইতেছে?

আচার্য্য। (সবিস্ময়ে) না, কি কারণে হচ্চে?

অরুণা। সে অতি গুপ্ত কথা—

আচার্য্য। বল না।

অরুণা। আপনি শপথ করুন্ আমি যাহা বলিব তাহা কাহারও নিকট বলিবেন না, যদি বলেন, আমার নাম করিবেন না।

আচার্য্য। অরুণে! আমি তোমারই শপথ করে বল্‌চি তোমার নাম করিব না।

অরুণা। হি—হিঙ্গনা ডাইন; তা—রই হইতে এই বৃষ্টি হচ্চে না, সে——প্র—প্রতিদিন পর্ব্বতে উঠে মন্ত্র পড়ে।

আচার্য্য হিঙ্গনাকে জানেন। তাঁহার রূপের প্রশংসা তিনি প্রতিদিন মনে মনে শত শতবার করিয়া থাকেন। তিনি যে ডাইন হয়েছেন, একথা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "অরুণে! তুমি আমাকে দেখাতে পার?"

অরুনা। হাঁ—আমি না দেখিয়া কি বল্‌চি।

আচার্য্য। আমি শুনিয়াছিলাম কুমার নামে একজন অল্পবয়স্ক সুশ্রী পুরুষ তাঁহাকে বিবাহ করিবে বলিয়া তাঁহার বাটীতে কাজ কর্ম্ম করিতেছে, এক্ষণে সে কোথায়?

অরুণা। (হাসিয়া) সেইত হিঙ্গনাকে মন্ত্র শিখিয়ে এখন সরে দাঁড়িয়েছে।

আচার্য্য। কি বল্লে?

অরুণা। এখন ভগিনীর বাম হয়েছে বলে পালিয়েছে। আমি শুনেছি ও মন্ত্র একবার শিখ্‌লে আর থাক্‌তে পারে না, তাই সন্ধ্যাবেলা পর্ব্বতের উপর গিয়ে

হিঙ্গনা দেশের অমঙ্গল করে,জিজ্ঞাসা করলে বলে "কুমারের জন্য দাঁড়িয়ে থাকি যদি আসে," কিন্তু আমি ত কাহাকেও দেখিনি।

আচার্য্য। তাও ত হতে পারে?

অরুণা। তা—হতে পারে, কিন্তু বিজ্ বিজ্ করে আপনার মনে কি বলে?

আচার্য্য। তা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর না?

অরুণা। করেছিলুম' কিছু বলে না, হেঁসে পালিয়ে যায়।

আচার্য্য। আমি যদি ডাইন বলে হিঙ্গনাকে ধরিয়ে দি তা হলে তোমার দুঃখ হবে না?

অরুণা। দুঃখ—দুখঃ কেন? তা হলেইত ভাল হয়, কেন মন্দ সকলকার কর্‌বে?

আচার্য্য। তবে তোমার দুঃখ হবে না!

অরুণা। না—পোড়ারমুখীর জন্য আমার আবার দুঃখ হবে!

আচার্য্য ভাবিলেন যে হয়ত অরুণার কোন স্বার্থসাধনের ইচ্ছা আছে, না হইলে সুন্দরী হিঙ্গনাকে কেন এরূপ অপবাদ দিবে? বা সে যথার্থই ডাইন হইয়া থাকিবে; যাহা হউক, অরুণার যদি ইহাতে স্বার্থ সাধন হয়, তাহা হইলে আমিই বা কেন নিজ স্বার্থ-ত্যাগ করি? যদি অপবাদ প্রকৃত অপবাদই, তা হলে হিঙ্গনাও কোন না আমাকে বশে রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইবে, অন্ততঃ উপস্থিত বা অকারণ ত্যাগ করি কেন? তিনি এই ভাবিয়া কহিলেন, "অরুণে! যদি হিঙ্গণা প্রকৃত ডাইন হয়ে থাকে, তাহ'লে আমি সকলকে বলিব, কিন্তু আমি যে এই কাজ কর্‌বো, তুমি আমাকে কি দিবে?"

অরুণা। কি দিব?

আচার্য্য। (হাসিয়া) আমি অন্য কিছু চাহি না।

অরুণা। তবে কি?

আচার্য্য। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে দিতে পার্‌বে।

অরুণা। কি জিনিস বলুন না?

আচার্য্য। জিনিস না।

অরুণা। বলুন না?

আচার্য্য। তোমার মত সুন্দরীর কাছে আর কি প্রার্থনা কর্‌বো?

অরুণা। (সভয়ে) বলুন না?

আচার্য্য। প্রত্যহ এই সময়ে আসিয়া তোমার ঐ সুন্দর মুখের একটী চুম্বন আমাকে দিতে হবে; না দিলে আমি এ কাজ কর্‌তে পার্‌ব না, আর আমি হিঙ্গনাকে বলে দিব।

অরুণা বিপদে পড়িলেন। প্রার্থনায় সম্মতি না দিলে দুই দিকেই বিপদ, অগত্যা ভাবিলেন গোপনে নিত্য একটী চুম্বন মাত্র চাহিতেছে, তাহাতে দোষ কি? অবশেষে নত বদন হইয়া কহিলেন "দিব।" আচার্য্য সম্মতি পাইয়া সংস্নাহে একটী স্থানে শত চুম্বন স্থাপন করিলেন।

—

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সেদিন সন্ধ্যাকালে অরুণা আচার্য্যকে চুম্বন দান করিয়া চলিয়া গেলেন; কিন্তু গ্রহিতার আকাঙ্ক্ষা যে কোনমতে পরিতৃপ্ত হইল না একথা বলা বাহুল্য মাত্র। প্রণয়ের কিয়দংশ প্রাপ্তে কেহই সন্তুষ্ট হয় না, সুতরাং আচার্য্য অন্য রূপ কেন হইবেন? পর দিন সন্ধ্যাকালে অরুণা শঙ্কিত ভাবে আচার্য্যের নিকট দণ্ডায়মান হইলে, তিনি অতি স্নেহ ভরে তাঁহাকে নিকটে বসাইয়া আপনার প্রাপ্য যথোচিত মতে লইয়া, তাঁহার সহিত হিঙ্গনাকে দেখিতে পর্ব্বতদেশে চলিলেন। পথে অরুণাকে পুনঃ পুনঃ সস্পৃহ নয়নে দেখিতে দেখিতে চলিলেন; পরে পর্ব্বত মূলে উপস্থিত হইয়া মুক্তকেশী হিঙ্গনাকে একাকিনী দণ্ডায়মানা দেখিয়া, অরুণার প্রতি তাঁহার আসক্তির অনেক হ্রাস হইল। হিঙ্গনার সম্মুখে তিনি তাঁহাকে কদর্য্যই দেখিতে লাগিলেন। এতাবৎকালে তিনি যেন নক্ষত্রালোকেই সন্তুষ্ট হইয়া ছিলেন, এক্ষণে পূর্ণ-চন্দ্রের বিমল দিধীতি দর্শনে তিনি তৃষিত চকোরের ন্যায় ঊর্দ্ধ মুখে তাঁহার কৌমুদীর লাবণ্য শত শত বার মনে মনে প্রশংসা করিয়া গোপনে সেই স্থানে অরুণার সহিত কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া ভাবিতে লাগিলেন তিনি কিরূপে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করা দূরে থাক্, এরূপ নিষ্ঠুর অপবাদ দিবেন। কিন্তু এ পৃথিবীতে স্বার্থ অতি প্রিয়তম বস্তু, উহার পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য! তিনি অরুণাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কৈ হিঙ্গনাকে ডাইন বলিয়াত বোধ হয় না"। অরুণা সাহসে নির্ভর করিয়া কহিলেন "প্রভু! ঐ দেখুন হিঙ্গনা এমন সময়ে একাকিনী পর্ব্বতে দাঁড়াইয়া আপন মনে কি বলিতেছে"? আবার দেখুন গলদেশে অঞ্চল দিয়া যোড় হস্তে আকাশের দিকে চাহিয়া প্রণাম করিতেছে। আচার্য্য তাঁহার কথায় কিছু মাত্র বিশ্বাস না করিয়া কহিলেন "অরুণে! হয়ত হিঙ্গনা কুমারের জন্য দেবতাদিগের নিকট কামনা সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। অরুণা দেখিলেন অগত্যা তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল হইল, তিনি তখন অন্তরে ক্ষুব্ধ হইয়া বাহ্যিক রাগ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন "প্রভু! যদি তাই আপনার বিশ্বাস হইয়া থাকে তবে আমি চলিলাম আমার আর কি প্রয়োজন আছে"? আচার্য্য ভাবিলেন হিঙ্গনার পক্ষ হইলে তিনি অরুণা হারাইবেন, তখন তিনি কি করেন তাহারই কথার অনুমোদন করিয়া কহিলেন "অরুণে! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্যই হইতে পারে, আমারও সেই মত বিশ্বাস, তবে যদি বল আমি হিঙ্গনাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি বলেন, তুমি ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরে যাইয়া অপেক্ষা কর, আমি হিঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া

তোমার নিকটে শীঘ্র যাইতেছি"। অরুণা সেই মত করিলেন। আচার্য্য এক্ষণে হিঙ্গনাকে আপন আয়ত্তে আনিবার জন্য পর্ব্বত দেশে উঠিতে লাগিলেন। হিঙ্গনা আপন দুঃখে অভিভূতা ছিলেন, তিনি আচার্য্যকে লক্ষ্য করেন নাই; পরে আচার্য্য যখন তাহার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই সন্ধ্যাকালে নির্জ্জন প্রদেশে একাকিনী কি করিতেছ?" তখন হিঙ্গনা চমকিত ও ভীত হইয়া কহিলেন "কেন প্রভু! কেন আপনি আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করচেন?" আচার্য্য ঈষৎ হাসা মুখে কহিলেন "হিঙ্গনে! প্রয়োজন আছে"। বালিকা কি বুঝিবেন তিনি বলিলেন আমি প্রতিদিন প্রভাত ও সন্ধ্যা কালে এখানে আসি, আজও আসিয়াছি। আচার্য্য কহিলেন, "তাহা নয় হিঙ্গনে! তুমি জানিতেছ না কিরূপ বিপদ তোমার নিকটবর্ত্তী, যদি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা কর, আমাকে সত্য বল, কেন তুমি এমন সময়ে একাকিনী এস্থানে দণ্ডায়মান আছ।" হিঙ্গনা সরল ভাবে কহিলেন "আমি কুমারের জন্য এখানে আসিয়াছি, তিনি যদি আসেন সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ বাটী ফিরিয়া যাইব, কিন্তু প্রভু! আপনি বলিলেন না কি বিপদ উপস্থিত, আপনি কি কুমারের বিষয় কিছু শুনিয়াছেন তাঁহার ভগিনীর পীড়া কি অত্যন্ত কঠিন হইয়াছে, কুমার কি আর আসিতে পারিবেন না, বলুন, আপনার পায়ে ধরচি, শীঘ্র বলুন। আচার্য্য কহিলেন "তা নয় হিঙ্গনে! আমি কুমারের কথা কিছুই জানি না তবে এই মাত্র শুনিয়াছি, সে ব্যক্তি নাকি তোমাকে ডাইনের মন্ত্র শিখায়েছে, তুমি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানে এসে সেই মন্ত্র পড়ে সকলের অমঙ্গল কর"। হিঙ্গনা সবিস্ময়ে কহিলেন "না প্রভু। আমি ডাইন নহি। আপনাকে এরূপ কথা কে বলিল"। আচার্য্য উত্তর দিলেন, "সে কথা আমি বলিব না তুমি সত্য ডাইন কি না আমি তাই দেখিতে আসিয়াছি। হিঙ্গনা কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "প্রভু! আমি ডাইন নহি"। আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন তবে তুমি গলবস্ত্র হইয়া, আকাশের প্রতি চাহিয়া মনে মনে কি বলিতেছিলে?" হিঙ্গনা বলিলেন "আমি তা বলিব না, কুমার আমাকে কোন মন্ত্র শিখান নাই, আপনি বলুন একথা আপনাকে কে বলিল?" আচার্য্য কহিলেন "তুমি যখন আমাকে বলিলে না তুমি মনে মনে কি বলিতেছ, তখন আমি অন্য জনের নাম তোমাকে কেন বলিব?" হিঙ্গনা উত্তর দিলেন "আপনি নাই বলুন"—

হিঙ্গনা এইরূপ বলিয়া দুঃখের সহিত প্রণাম করিয়া চলিয়া যায়েন, এমন সময়ে রূপমুগ্ধ ইন্দ্রিয়সেবক আচার্য্য হিঙ্গনার কর ধরিয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার মুখের প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া কহিলেন, "হিঙ্গনে! শত্রুহস্ত হইতে নিস্তার পাইবার এখন উপায় আছে, যদি আমার কথা শুন ত আমি পরামর্শ দি"। হিঙ্গনা আচার্য্যের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, "বলুন আমি শীঘ্র বাটী

যাইব''আচার্য্য কহিলেন''হিঙ্গনে! অতব্যস্ত হইলে চলিবে না তুমি কাল দুই প্রহরের সময়ে আমার কাছে যাইবে, যাইলে আমি তোমাকে সমস্ত বলিব।'' হিঙ্গনা কোন উত্তর না দিয়া শীঘ্র চলিয়া গেলেন।

হিঙ্গনা চলিয়া গেলে আচার্য্য ভগ্নাশ হইয়া কিয়ৎক্ষণ হিঙ্গনার দিকে চাহিয়া রহিলেন। হিঙ্গনার দর্শনপথের বাহির হইলে তিনি অল্পে অল্পে পর্ব্বতহইতে নামিতে লাগিলেন ও মনে মনে কহিতে লাগিলেন যদি হিঙ্গনা কাল দুপ্রহরে না আইসেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে ডাইন বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলে তাঁহাকে অবশ্যই শরণাগত হইতে হইবে।

তিনি এই রূপ মনে করিতে করিতে আপন আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। অরুণা তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্যকে দেখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, ''প্রভু! হিঙ্গনা কি বলিল?'' আচার্য্য দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন''কিছু হইল না, হিঙ্গনা কিছু উত্তর দিল না আমি তাকে জব্দ করিব''। অরুণা প্রীত হইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন ''দেখুন আমি যা বলিয়াছিলাম তা সত্য কিনা, যদি বলিবার কিছু থাকিত তা হলে অবশ্য বলিত।'' আচার্য্য কিয়ৎক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া কহিলেন ''দেখিব আরও এক দিন দেখিব যদি কোন উত্তর না দেয়, তাহলে উহাকে ডাইন বলিয়া প্রচার করিয়া দিব।'' তৎপরে ঈষৎ হাস্য করিয়া সতৃষ্ণনয়নে অরুণার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, ''কৈ অরুণে! কৈ আমার—'' অরুণা নত বদন হইলেন, আচার্য্য সেই নতবদন খানি ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। অরুণা অদ্য কোনমত বাধা দিলেন না, সুতরাং আচার্য্য ক্রমশঃ অধিক সাহসী হইতে লাগিলেন।

অরুণা কিয়ৎক্ষণ পরে আচার্য্যের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলে, অরুণার মনে ভয় হইল হিঙ্গনা কিছু জানিতে পারিয়াছেন কি না। তিনি বাটীতে অধিক বিলম্ব না করিয়া শীঘ্র হিঙ্গনার নিকট যাইলেন। হিঙ্গনা ক্ষুব্ধচিত্তে একাকিনী বসিয়া আপন অবস্থা ভাবিতেছেন, অরুণাকে দেখিয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। অরুণার আরও ভয় হইল, তিনি আস্তে আস্তে হিঙ্গনার নিকট বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ''কুমার কি আসিয়াছে?''

হিঙ্গনা। না

অরুণা। কোন সংবাদ দেয় নাই কি।

হিঙ্গনা। না।

অরুণা। তুই আজ ওমন করে আছিস কেন? কি ভাবছিস?

হিঙ্গনা। যা নিত্য ভেবে থাকি তাই ভাবছি।

অরুণা। মুখে আর হাসি নেই কোন কথা নেই, কেমন একরকম দেখ্‌চি।

হিঙ্গনা। আরও কতরকম দেখ্‌তে পাবে?

অরুণা। তোমার কথা আমি বুঝ্‌তে পারচিনি। কি হয়েছে ভেঙ্গে বল দিখিন্।

হিঙ্গনা। নিত্য নিত্য এক কথা আর

কি বল্‌বো উদয় আজ আস্‌বে তুই যা চুলটুল্‌ ভাল করে বেধে আয় গে।

অরুণা। আজ আস্‌বে সত্তি।

হিঙ্গনা। তুই যা না, আমি যা বল্‌চি তা কর্‌গে আমি তোর বিয়ের জোগাড় করে দেবো এখন।

অরুণা। আমি কুশ্রী বলে কি আমায় ঠাট্টা কর চিস্‌, তুই আপনি ত দেখ্‌তে ভাল সেই ভালই ভাল।

হিঙ্গনা। (ঈষৎ হাসিয়া) আমিত তাকে নিচ্চি নি।

অরুণা। সে তোর মুখের কথা।

হিঙ্গনা। মুখের কথা কি সত্য কথা, সে এলে টের পাবি।

অরুণা। তাত পাবই কি তুই; তাই ভাব্‌চিস্‌।

হিঙ্গনা। আমি আপনার ভাবনায় আছি। হিঙ্গনা একথা বলিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গৃহের কার্য্য করিতে গেলেন। অরুণা হৃদয়ের কোন কথাই পেলেম না, তিনি ভাবিতে ভাবিতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হিঙ্গনার কথা মত উদয়গিরি রাত্রি এক প্রহর গতে বাটী আসিলেন। উদয়গিরিকে দেখিতে পল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আসিল, কেননা সকলেই শুনিয়াছিল যে উদয় অনেকদিন বিদেশে চাকরি করিয়া অনেক অর্থ সংস্থান করিয়া হিঙ্গনাকে বিবাহ করিবার জন্য বাটী আসিয়াছেন। উদয় ধনবান্‌ হইয়া আসিছেন এই জন্য সকলেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছে, সকলেই তাঁহাকে মিষ্ট বচনে তুষিতেছে। উদয়ও সকলকে সুধীরভাবে সুমিষ্ট বচনে উত্তর দিয়া তুষিতেছেন। সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিতেছে ও কহিতেছে "এত দিনের পরে হিঙ্গনার যোগ্য পাত্র আসিয়াছেন।"

পল্লীস্থ লোক সকল চলিয়া গেলে উদয়গিরি উৎসুক্যের সহিত হিঙ্গনার পিতাকে কুমারের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, হিঙ্গনার পিতা অতি লজ্জিত ভাবে কহিলেন "আমি যে কুমারকে বাটীতে রাখিয়াছিলাম সে কেবল হিঙ্গনার অত্যন্ত অনুরোধে। আমার মনে মনে অভিলাষ ছিল তুমি ফিরিয়া আসিলেই উহাকে তাড়াইয়া দিব। এক্ষণে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন সে আপনা হইতেই চলিয়া গিয়াছে তোমার আর ভাবনা নাই, সে আপনিই মনে বুঝিয়াছিল, ভগিনীর পীড়া হইয়াছে বলিয়া সরিয়া গিয়াছে আর আসিবে না।" তিনি যে কুমারের নিকট হইতে বারটী মুদ্রা লইয়াছেন সে কথা উদয়কে কিছু বলিলেন না। উদয় তাঁহার কথা শুনিয়া কিছু সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু যে

পর্য্যন্ত না হিঙ্গনার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার কোন কথা হয় সে পর্য্যন্ত তাঁহার হৃদয়ে বিশেষ উদ্বেগ রহিল।

হিঙ্গনা পরদিন মধ্যাহ্নকালে আচার্য্যের আদেশমত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। আচার্য্য তাহাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও কুপিত হইয়াছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যা অতীত হইতে না হইতে "হিঙ্গনা ডাইন হইয়াছে তাহারই জন্য দেশের অমঙ্গল হইতেছে" তিনি এই কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

পরদিবস প্রভাতে ঐ কথা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইল, উদয়গিরি ও হিঙ্গনার পিতা মাতা উহা শুনিয়া বিস্মিত ও একান্ত কাতর হইয়া হিঙ্গনাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হিঙ্গনা কি বলিবেন? তিনি পূর্ব্বদিন সায়ংকালে আচার্য্যের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই সবিস্তারে কহিলেন ও আচার্য্য যে তাঁহাকে দুই প্রহরের সময়ে একাকিনী তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়াছিলেন তাহাও বলিলেন।

হিঙ্গনার পিতা মাতা হিঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি কিহেতু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে পর্ব্বতদেশে যান। হিঙ্গনা সরল হৃদয়ে উত্তর করিলেন তিনি কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় গিয়া থাকেন, তাঁহার আর অন্য কোন অভিসন্ধি নাই, তিনি ডাইন নহেন ও কুমার তাঁহাকে কোন মন্ত্র শিখান নাই। উদয়গিরি হিঙ্গনার এই কথা শুনিয়া হতাশ নাই হউন, নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু কি করিবেন? স্নেহ বলপূর্ব্বক লইবার নহে অর্থেও উপার্জ্জিত হয়না; তিনি ভাবিতে লাগিলেন হিঙ্গনা আপন হৃদয় কুমারকে দিয়াছেন, যদি কুমার সত্যই পলাইয়া থাকে ও হিঙ্গনার পিতা মাতা তাঁহার সহিত হিঙ্গনার বিবাহ দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার স্নেহ শূন্য হৃদয় মাত্র পাইবেন, ইহাতে তিনি কি সুখী হইবেন? এমন সময়ে স্বার্থ আসিয়া যেন তাঁহার কর্ণে বলিল "তাহাতে কি ক্ষতি আছে"? এরূপ অসামান্য রমণীকুসুম ত তোমারই হইবে, সকলেত তোমাকে সুখী বলিয়া জ্ঞান করিবে; পক্ষান্তরে হিঙ্গনা ত এখন কলিকা মাত্র, কোরকে কি স্নেহ রূপ মধু পরিশুষ্ক হয়?" উদয় এই রূপ আশ্বাসিত হইয়া হিঙ্গনাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার পিতা মাতার সহিত আচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। আচার্য্য হিঙ্গনাকে একাকিনী আসিতে বলিয়াছিলেন, যখন বলিয়াছিলেন তখন তাঁহার হৃদয়ে যে অভিসন্ধি ছিল তাহা পাঠকগণের বিদিত আছে, এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে উদয়গিরি ও হিঙ্গনার পিত মাতাকে দেখিয়া তিনি কোন মতে সন্তুষ্ট হইলেন না, অথচ তাঁহাদিগকে বলিতে পারিলেন না যে তিনি গোপনে হিঙ্গনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, কেননা মনোগত পাপেচ্ছা তাঁহার হৃদয়কে দুর্ব্বল করিল, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন যে তিনি অন্য কোন জন কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া একথা বলিতেছেন, এবং তিনি ও স্বয়ং যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহাতে স্পষ্টই তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে

যে হিঙ্গনা "ডাইন"। আচার্য্যের এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য তাঁহারা সকলেই বাক্‌শূন্য হইয়া শুনিলেন। পরে হিঙ্গনার মাতা গল-বস্ত্র হইয়া কহিলেন "প্রভু! ইহা অপবাদ-মাত্র, হিঙ্গনা কখনই ডাইন নহে; যদি অন্য কেহ আপনাকে এরূপ বলিয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, সে জনের হয়ত ভ্রম হইয়া থাকিবে, নতুবা হিঙ্গনা সম্পর্কে তাহার কোন দুরভিসন্ধি আছে।" আচার্য্য কি কহিবেন? তিনি মনে জানিতেছেন হিঙ্গনা ডাইন নহেন, কিন্তু কি করিবেন? অল্পবয়স্কা অরুণা তাঁহাকে সতীত্ব উপহার দিয়াছেন, তিনি কিরূপে অরুণার আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত আশা করিতে পারেন? তিনি কহিলেন "আমি যাহা কহিয়াছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য, এক্ষণে তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু দেশের লোক সকল হিঙ্গনাকে কোন মতে ছাড়িবে না"। হিঙ্গনা দেশের লোক সকল তাঁহাকে ডাইন বলিয়া অশেষ শাস্তি দিবে, হিঙ্গনার কুসুম-কোমল দেহ কি সেই সমস্ত শাস্তি সহ্য করিতে পারিবে? তাহার পিতা মাতা এই ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, উদয়গিরিও ছল ছল নয়নে নতবদন হইয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা কাল আসিবার উপক্রম হইল, আচার্য্য অরুণার আগমনে পাছে নিরাশ হয়েন, এই ভাবিয়া তাঁহাদিকে তাড়াইয়া দিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি হইল, অরুণা নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে আচার্য্যের নিকট আসিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল"? আচার্য্যও ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "অরুণে! আমি তোমার বিলম্ব দেখিয়া নিতান্ত অধীর হইয়াছিলাম, এক্ষণে আমার হৃদয়ে আইস, তোমার সুচারু বদনখানি একবার চুম্বন করি। অরুণা তথায় দণ্ডায়মানা থাকিয়া কহিলেন "প্রভু! উদয়গিরি ও হিঙ্গনার পিতা মাতা আপনার নিকট আসিয়াছিলেন, আপনি ত আমার নাম করেন নাই হিঙ্গনাকেত ডাইন বলিয়াছেন, বলুন, নতুবা আমি আর আপনার কাছে যাইব না। আচার্য্য কহিলেন "অরুণে! তোমার আদেশ আমি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপে পালন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার হৃদয়ে আইস।" অরুণা অল্পে অল্পে তাঁহার নিকটে যাইয়া বসিলেন প্রমত্ত আচার্য্য অনতিবিলম্বে তাঁহাকে স্বীয় বাহু পাশে বদ্ধ করিলেন।

এদিকে উদয়গিরিও হিঙ্গনার পিতা মাতা বাটী আসিয়া শোকে একান্ত কাতর হইলেন। দুই এক দিন পরে দেশের লোক সকল হিঙ্গনাকে ডাইন বলিয়া ধরিয়া লইয়া যাইবে ডাইনের কঠোর * শাস্তি সমস্ত তাঁহাকে দিবে,

---

* Considering the seclusion of the Gonds from civilized life, their gross ignorance, and the solitary jungles in which they live, it is perhaps not to be wondered at that the people invariably impute their misfortunes to witchcraft. If a man's bullock dies, he puts it down to witchcraft; if his crops fail, it is because the land has

তিনি কি সে সমস্ত সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন? তখন তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে উদয় চিত্রনাকে লইয়া পর দিন প্রভাতে পলাইয়া যাইবেন নতুবা অন্য কোন উপায় নাই। তাঁহারা তৎপরে একমত হইয়া চিত্রনাকে ডাকিয়া প্রভাতে উদয়ের সহিত পলাইয়া যাইতে কহিলেন। চিত্রনা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছল ছল নয়নে কহিলেন, যদি মারিতে হয় তিনি মরিবেন, কিন্তু কুমারকে না দেখিয়া তিনি গ্রামের এক পা বাহিরে যাইবেন না। তাঁহার এই কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা মাতা কপালে করাঘাত করিলেন, উদয়ের আশা কলিকায় এককালে তুহিনপাত হইল। চিত্রনা আর কিছু না বলিয়া অনাহারে কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যায় যাইয়া শয়ন করিলেন। সকলেই তাঁহাকে নানামতে বুঝাইতে লাগিলেন, তিনি কোন কথার উত্তর দিলেন না। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা সকলে পুনর্ব্বার তাঁহাকে পলাইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন না। ক্রমে বেলা হইল, তিনি গাভীগণ না লইয়া একাকিনী গুপ্ত ভাবে সেই পর্ব্বত দেশে যাইয়া কুমারের প্রতীক্ষায় রহিলেন। তাঁহার মনে যেন ইহাই হইতে লাগিল যে

---

been bewitched by some one who is at enmity with the owner &c..................

On the accused person being arrested, a fisherman's net is wound round his head to prevent his escaping or bewitching his guards, and he is at once subjected to the preparatory test. Two leaves of the Pipal tree—one representing him and the other his accusers—are thrown upon his outstretched hands; if the leaf in his name fall uppermost, he is supposed to be a suspecious character; if the leaf fall with the lower part upwards, it is possible that he may be innocent, and the popular feeling is in his favour. The following day the final test is applied; he is sewn into a sack, and in the presence of the heads of village, his accusers, and his friends, is carried into water waist-deep, and let cown to the bottom; if the unhappy man cannot struggle up or manage to get into a standing posture with his head above water, he he is said, after a short pause, to be innocent, and the assembled elders quickly direct him to be taken out; if he manages, however, in his struggles for life to raise himself above water, he is adjudged guilty, and brought out to be dealt with for witchcraft. He is then beaten by the crowd, his head is shaved, and his front teeth are knocked out with a stone to prevent him from muttering incantations. Women suspected of sorcery have to undergo the same ordeal. Gazetteer of the Central Provinces of India. 1870.

কুমার আসিলেই তাঁহার সমস্ত দুঃখ ও আশঙ্কা দূর হইবে। তিনি "কৈ কুমার, কৈ কুমার" বলিয়া পুনঃ পুনঃ চাহিতে লাগিলেন, ও এক দৃষ্টিতে বিগলিত নয়নে সূর্য্যদেব ও ঘনশ্যাম দেবের নিকট কুমারের সহিত একবার মাত্র সাক্ষাতের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। হায়! তাঁহার উত্তপ্ত কাতর হৃদয়ে এবার সুবৃষ্টি হইল না, কেন হইল না? দৈবইচ্ছা, মনুষ্য কি বুঝিতে পারে? পরিণামেই প্রকাশ হইবে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুই দিন যাইতে না যাইতে "হিঙ্গনা ডাইন হইয়াছে" এই সংবাদ গ্রামের সমস্ত ভাগে প্রচার হইয়া পড়িল। গ্রামের লোকেরা হিঙ্গনাকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটীর চতুঃপার্শ্বে দলে দলে আসিয়া নানা রূপ কটু, ব্যঙ্গ ও অশ্লীল বাক্য সকল বলিতে লাগিল। হিঙ্গনার আর বাটীর বাহির হইবার উপায় রহিল না। উদয়গিরির বিবাহের আশা প্রায় এক কালে উচ্ছেদ হইল। হিঙ্গনার স্বজন সকল ক্রমশঃ অধিকতর ভীত হইতে লাগিলেন। হিঙ্গনাও ভীত ও কাতর হইয়া আপন গৃহে লুক্কায়িত রহিলেন। কুমারের সহিত তাঁহার দর্শন আশাও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে লাগিল।

এ দিকে অরুণা প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আচার্য্যের নিকট যাইয়া হিঙ্গনা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র শাস্তি পায়েন, এ রূপ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অরুণা নবীন যৌবন-দানে আচার্য্যকে এক কালে আপন বশবর্ত্তী করিয়াছেন।

অরুণা হিঙ্গনাকে দেখিবার উদ্দেশ্য করিয়া দুই প্রহরের সময় তাঁহার বাটী যাইয়া উদয়গিরির সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, ও সুযোগ পাইলে স্বীয় যৌবনকান্তি ক্ষণে ক্ষণে বিকাশ করিতে ক্রটী করেন না। কিন্তু উদয়গিরি এক্ষণে আপন দুঃখে অভিভূত।

তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্ন কালে আচার্য্য অরুণা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া গ্রামের প্রধান প্রধান লোক সকলকে ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরে আহ্বান করিয়া হিঙ্গনার দোষ সাধারণ সমক্ষে প্রচার করিলেন ও প্রথমে তাঁহাকে কি রূপ শাস্তি দেওয়া আবশ্যক সে বিষয়ের পরামর্শ ও বিচার জন্য পর দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহাদিগকে আসিতে আদেশ করিলেন। এ সংবাদ অরুণা হিঙ্গনার বাটীতে লইয়া আসিলেন। হিঙ্গনা হতবুদ্ধি হইয়া শুনিলেন ও নতবদনে কাঁদিতে লাগিলেন। হিঙ্গনার পিতা মাতাও কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রেম, সত্য ও ধর্ম্মের জন্য লোক অনেক স্থলে উপস্থিত বিপদে অবসন্ন হয়েন না। হিঙ্গনার

অবস্থাও সেইরূপ। তিনি যে কুমারকে আর দেখিতে পাইবেন না, এই চিন্তাতেই কাতর হইয়াছেন; তবে লোকে যখন তাঁহাকে ডাইন বলিয়া ডাকিতেছে, তখনি তিনি নতবদনে ক্রন্দন করিতেছেন! এ রূপ ক্রন্দন সময়েও তিনি ভাবিতেছেন যে যদি এ সময়ে কুমার একবার দেখা দেন তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত দুঃখ ও দুর্ভাবনা দূর হয়; বলিতে কি, তাঁহার মনে এ রূপ বিশ্বাস আছে যে কুমার উপস্থিত হইলেই তাহার উদ্ধারের উপায় হইবে।

এ দিকে কুমার ভগিনীর পীড়ার উপশম হওয়াতে তিনি অদ্য সায়ংকালে হিঙ্গনার সহিত নির্জ্জনে সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে পর্ব্বতদেশে আসিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখিলেন, হিঙ্গনা আসিলেন না; তখন তিনি ক্ষুণ্ণ মনে পর্ব্বতদেশ হইতে নামিয়া তাহার বাটির অভিমুখে চলিলেন। অতি অল্প দূর যাইতে না যাইতে কতকগুলি ব্যক্তি একত্র হইয়া হিঙ্গনার নাম করিতেছে। তিনি হিঙ্গনার নাম শুনিবামাত্র সেই স্থানে যেন ক্ষণকালের জন্য বিদ্ধ হইয়া তাহাদিগের কথা শুনিতে লাগিলেন।

প্রথম ব্যক্তি। চলনা যাই শুনা যাক্ কি হয়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কোথায়?

প্রথম ব্যক্তি। কেন, তুমি কি শুননি আজ রাত্তিরে ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরে গ্রামের সব লোকে একত্র হয়ে পরামর্শ কর্‌বে কেমন করে হিঙ্গনাকে শাস্তি দিতে হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তা জানি।

তৃতীয় ব্যক্তি। তুমি কি মনে কর হিঙ্গনা সত্তিই ডাইন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। হতেও পারে, না হতেও পারে;—আহা! হিঙ্গনা কি সুশ্রী মেয়ে, ওর মুখ দেখ্‌লে ত বোধ হয় না সে ডাইন; ওকে কুমার বলে যে এক জন লোক ওর বাটীতে ছিল শুন্‌চি সেই নাকি ওকে এই মন্ত্র শিখিয়েছে।

চতুর্থ ব্যক্তি। তা যেন হলো, হিঙ্গনা ডাইন হয়েছে এ কথা তুল্‌লে কে?

প্রথম ব্যক্তি। ঐ আচার্য্য।

তৃতীয় ব্যক্তি। আচার্য্য দেব সেবা করে, সে এ খবর পাবে কোথায়? অবশ্য কেউ না কেউ তাকে বলেছে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমি কিন্তু এক জনাকে দেখেছি তা সে হউক আর না হউক—

সকলে। কে বল না, বল না—

দ্বিতীয় ব্যক্তি। না—না আমি কারো নাম কর্‌তে চাইনা—

সকলে। বল্‌না আমরা আর কাকে বল্‌তে যাচ্চি, আমরা আর পাঁচ জনকে বল্‌চি কি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তা জেনে কি হবে বল?

সকলে। বল না—

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তার নাম আমি কর্‌বো না, তবে এই মাত্র বল্‌চি সে একটী স্ত্রীলোক।

প্রথম ব্যক্তি। তার বয়স কত?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। অল্প, সে যা হোক—

তৃতীয়। তুমি কেমন করে দেখ্‌লে?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। কেমন করে ? হঠাৎ সন্ধ্যার পর আমি সেখান দিয়ে যাচ্ছিলুম সে ওড়ানা খানা মুখে দিয়ে আস্তে আস্তে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল, তার দুই দিন পরে শুনলুম আচার্য্য হিঙ্গনাকে ডাইন বলে রটিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় ব্যক্তি। তবে চল মন্দিরে যাওয়া যাক্।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। না আমি ওমন নিষ্ঠুর কাজের সম্পর্কে থাকতে চাইনি, তোমরা যাও।

প্রথম ব্যক্তি। চলনা কি হয় শুনা যাক্ না, তুমি ত হাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, আর আমিও ত পারবো না; অদৃষ্টে যার যা আছে তাই হবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ভালই হবে, কিন্তু এমন লক্ষ্মীকে যারা শাস্তি দেবে ঘনশ্যাম দেব তাদের শাস্তি দেবেন।

প্রথম ব্যক্তি। আচার্য্য ত এই কাজ করেচেন ?

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আচার্য্য হউন আর যিনিই হউন।

প্রথম ও তৃতীয় ব্যক্তি। তবে আমরা চল যাই। উনি বাড়ী যান। শাস্তির দিন দেখ ভাই যেন হিঙ্গনাকে বাঁচাতে পারো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আমি কি আর বাঁচাব ? ঘনশ্যাম দেব আছেন—

চতুর্থ ব্যক্তি। কবে হবে ?

প্রথম ব্যক্তি। কাল থেকে আরম্ভ হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। কদিন পর্য্যন্ত হবে ?

প্রথম ব্যক্তি। দু তিন দিন হবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। যদি দোষী হয় তা হলে কি হবে ?

প্রথম ব্যক্তি। চুল মুড়িয়ে, সম্মুখের দাঁত ভেঙ্গে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।

তৃতীয় ব্যক্তি। উঃ।

প্রথম ব্যক্তি। (ব্যঙ্গছলে) দেখুন উনি যদি বাঁচাতে পারেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠাট্টা কর কেন ভাই ?

প্রথম ব্যক্তি। ঠাট্টা কি করলুম। ভালই বলচি তোমার বল আছে, যদি সুন্দরীকে বাঁচাতে পার তা হলে তাকে বিয়ে করতে পারবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাই ত।

দ্বিতীয় ব্যক্তি এই কথা বলে বাটী চলিয়া গেল। অপর লোকেরা ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরের দিকে চলিল। কুমার, যিনি ইতি পূর্ব্বে, হিঙ্গনার নাম শুনিয়া সেই স্থানে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, ক্রমশঃ হিঙ্গনার অপবাদ ও শাস্তির বিষয় শুনিতে শুনিতে তিনি সেই স্থানে একটী তরুমূলে বসিয়া পড়িলেন। কুমার বীর পুরুষ হইয়াও সহসা এই নিদারুণ সংবাদে প্রতিহত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের শোণিত যেন এক কালে শুষ্ক হইয়া মস্তিষ্ক ঘুরিয়া আসিল, তিনি সেই স্থানে চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সায়ংকাল বলিয়া কেহ তাঁহাকে দেখিল না। প্রথম বিস্ময়ের অপগমে তিনি চিন্তা করিতে

লাগিলেন আজই কি তিনি হিঙ্গনাকে গুপ্তভাবে আপন বাটীতে লইয়া যাইবেন? তিনি একাকী তাঁহাকে লইয়া পালাইলে তাঁহার উদ্‌যোগ হত হইতে পারে, এবং তিনিও প্রাণে মারা যাইতে পারেন। তিনি আপন প্রাণ দিয়া হিঙ্গনাকে অত্যল্প মাত্র যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিতে অনুমাত্র পরাঙ্মুখ হওয়া দূরে থাকুক, বরং সর্ব্বদা প্রস্তুত; বিশেষ এই বিপদ সময়ে—তবে তিনি নিজে হত হইলে হিঙ্গনাকে কে রক্ষা করিবে? তিনি এইরূপে চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন অদ্য তাঁহাকে গুপ্তভাবে লইয়া যাইবার কোন চেষ্টা না করিয়া আপাততঃ বাটী ফিরিয়া যাইবেন। তথা হইতে দুই একটী সাহসী অনুচর সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে পুনরায় গ্রামের মধ্যে আসিয়া শাস্তি বিষয়ে কি পরামর্শ হয় গোপনে শুনিবেন, পরে কল্য যেরূপ সদুপায় স্থির হয় করিবেন। এই চিন্তার পর তিনি দ্রুতপদে বাটী যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে হৃদয়বান্ দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না কেনই বা হিঙ্গনার অপবাদ হইল? কোন্ অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক শিক্ষিত হইয়া আচার্য্য এ প্রকার অপবাদ ঘোষণা করিল? ইহাতে কি অভিসন্ধি সিদ্ধ হইল?—হিঙ্গনা এই অপবাদে না জানি কতই ভীত হইয়াছেন, কতই মনস্তাপ, কতই ক্লেশ পাইতেছেন?—তাঁহার সহিত অদ্য রাত্রে সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; কেন না মনোদুঃখে পাছে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। তিনি মনে মনে এই আন্দোলন করিতে করিতে অতি দ্রুতপদে বাটী ফিরিয়া আসিয়া শিকারীর বেশ পরিত্যাগ করত সন্ন্যাসী সাজিলেন ও তাঁহার সম সাহসী দুইজন অনুচরকে চেলা সাজাইয়া দ্রুতপদে ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, অনেকগুলি ব্যক্তি সমবেত হইয়া হিঙ্গনার দোষের বিষয় তর্ক বিতর্ক করিতেছে। তিনি সেই স্থানে উপবেশন না করিয়া সাষ্টাঙ্গে ঘনশ্যাম দেবকে প্রণাম পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া যোড়করে মুদিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ সেই অবস্থায় রহিলেন। তত্রস্থ লোক সকল তাঁহাকে জনৈক সন্ন্যাসী বিবেচনা করিল। তিনি এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া শুনিলেন যে কুমার নামে একজন যুবা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবলে হিঙ্গনাকে একান্ত বশবর্ত্তী করিয়া পশ্চাতে তাঁহাকে আপন বিদ্যা শিক্ষা দেয়। হিঙ্গনা তৎকর্ত্তৃক ডাইন হইয়াছেন। তিনি ঐ বিদ্যা সাধনের জন্য প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে পর্ব্বতদেশে যাইয়া মন্ত্রপাঠ করেন। সে মন্ত্র এরূপ অনিষ্টকর যে উহার উচ্চারণ মাত্রে দেশের অমঙ্গল হয়, সুতরাং যখন প্রতিদিন দুইবার ঐ মন্ত্র পাঠ হয়, তখন যে সংসার বিশেষ হানি হইবে তাহার আর সংশয় কি?

কুমার এই পর্য্যন্ত শুনিয়া জপ করিবার ছলে সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি স্থিরকর্ণে সকল কথা শুনিতে লাগিলেন।

তাঁহার অনুচর যবও তাঁহার ন্যায় বলিয়া জপ আরম্ভ করিল। আচার্য্য আহুত লোকদিগকে কহিলেন "তবে আগামী প্রভাতে হিরন্ময়ার পরীক্ষা আরম্ভ হইবে, কিন্তু তাঁহার পরীক্ষা অন্যান্য লোকের মত হইবে কি না তিনি ইহাই এইক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করেন।" তাহারা সকলেই কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া একস্বরে কহিল "পরীক্ষা যে রূপ হইয়া থাকে সেই মতই হইবে, নচেৎ দোষের পরিচয় কিরূপে পাওয়া যাইবে?" আচার্য্য সাধারণ মতের বিপক্ষে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না।

এইরূপ সিদ্ধান্তের পর লোক সকল চলিয়া গেলে আচার্য্য সন্ন্যাসীর নিকট আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সন্ন্যাসী কাল্লনিক উপাসনায় মগ্ন আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধ্যানভঙ্গ হইলে, আচার্য্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্য! আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী। ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এটী দেবস্থান, অতএব এ স্থলে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিলাম।

আচার্য্য। আপনার সন্ধ্যাদি কি সমাপন হইয়াছে?

সন্ন্যাসী হাঁ।

আচার্য্য। আপনি অদ্য রাত্রে কোথায় অবস্থিতি করিবেন?

সন্ন্যাসী। অরণ্যে।

আচার্য্য। অরণ্যে হিংস্র জন্তু সকল আছে।

সন্ন্যাসী। তাহারা আমাদিগের কোন অনিষ্ট করিবে না।

আচার্য্য। (বিস্মিত ভাবে) আপনি কি মন্ত্র বা যোগবলে উহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন?

সন্ন্যাসী। সে বিষয় আমি তোমাকে বলিতে ইচ্ছা করি না যেহেতু তোমার দেহ নিতান্ত অপবিত্র।

আচার্য্য এক কালে প্রতিহত ও ভীত হইয়া করযোড়ে কহিলেন "আর্য্য আ—আমি নিজে দোষী নহি"—

সন্ন্যাসী। (গম্ভীর স্বরে) স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছ।

আচার্য্য অধিকতর ভীত হইয়া সন্ন্যাসীর পাদস্পর্শ করিতে উদ্যত হয়েন, এমন সময়ে তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে কহিলেন "তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না।" আচার্য্য তখন অতি কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর্য্য! উপায় কি?"

সন্ন্যাসী। নির্দ্দোষ জনের উপায় ঈশ্বর স্থির করিবেন, তোমার উপায় ইহলোকে শাস্তি, পরকালে নরক।

সন্ন্যাসী এই বলিয়া তথা হইতে উঠিলেন। আচার্য্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি আচার্য্যকে অনুসরণ করিতে দেখিয়া কুপিত ভাবে কহিলেন "তুমি আমার সহিত থাকিলে প্রাণে নিহত হইবে।" আচার্য্য তখন ভগ্নাশ হইয়া পুনরায় মন্দিরে আসিয়া বসিলেন। সেই রাত্রে অরুণা আসিলেন না। তিনি একাকী বসিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

কুমার আচার্য্যকে বিদায় করিয়া হিঙ্গনাকে সান্ত্বনা করা শীঘ্র কর্ত্তব্য বোধে তাঁহার বাটীর দিকে চলিলেন। রাত্রি ছয় সাত দণ্ড অতীত। হিঙ্গনার পিতা মাতা ও উদয়গিরি বাহির বাটীতে বিষণ্ণভাবে বসিয়া হিঙ্গনাকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছেন, এমন সময়ে সন্ন্যাসীবেশে কুমার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সুন্দর কান্তি ভস্মাচ্ছাদিত, নবীন মুখছবি ঘন শ্মশ্রু রাশিতে আবৃত, মস্তকে জটাভার, হস্তে ত্রিশূল, কটিদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তিনি স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমি ইতিপূর্ব্বে ঘনশ্যামদেবের মন্দিরে বসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেছিলাম, তথায় বহুলোকের সমাবেশ হইয়াছিল; শুনিলাম, হিঙ্গনা নাম্নী একটী কুমারী পৈশাচিক মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশের মহা অমঙ্গল করিতেছেন, এক্ষণে আমি দেখিতে আসিয়াছি তিনি প্রকৃত দোষী কি না, যদি প্রকৃত নির্দ্দোষ হয়েন, তাহা হইলে তিনি যাহাতে রক্ষা পায়েন এরূপ উপায় স্থির করিয়া যাইব।" সন্ন্যাসীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে সসম্ভ্রমে সকাতরে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। হিঙ্গনার মাতা হিঙ্গনাকে তথায় আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে তাঁহার পিতা ও উদয়গিরি সন্ন্যাসীকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু! আমার কন্যা নির্দ্দোষ হইলে আপনি কিরূপে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন?" সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিলেন "সে কথা আমি আপাততঃ বলিতে ইচ্ছা করি না, আমি অদ্য রাত্রি চলিয়া যাইতেছি, কল্য সকালে শাস্তির সময় দেখিবে তিনি রক্ষা পাইবেন।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া উভয়ে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হিঙ্গনা অতি দীনবেশে তাঁহার সমীপে আসিয়া প্রণাম পূর্ব্বক যোড় করে দণ্ডায়মান হইলে, সন্ন্যাসী তাঁহাকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিয়া নিকটে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। হিঙ্গনা তাঁহার ইঙ্গিত মত নিকটে উপবেশন করিলেন, তিনি তাঁহার পিতা মাতা ও উদয়গিরিকে দূরে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন; তাঁহারা সেইমত করিলেন। তিনি তখন হিঙ্গনার প্রতি চাহিয়া অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাকে এরূপ অপবাদ কে দিল?" সন্ন্যাসীর স্বর সংযোগে হিঙ্গনা কিয়ৎক্ষণ ছল ছল নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কুমার দেখিলেন প্রিয়জনের নিকট কপটতা রক্ষা করা অতি দুরূহ, অথচ এ স্থলে না করিলে সর্ব্বদিক্ রক্ষা হয় না, তিনি এই ভাবিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কৈ আমার কথায় উত্তর দিলে না"?

হিঙ্গনা। (অতি মৃদু বচনে) প্রভু! জানি না।

সন্ন্যাসী। তুমি কি বিবেচনা কর তোমার সমবয়স্কা কোন সঙ্গিনী তোমার প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেছে?

হিঙ্গনা। প্রভু! জানি না।

সন্ন্যাসী। কুমার নামে কোন যুবা কি তোমাকে কোন পৈশাচিক মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছে?

হিঙ্গনা। (রোদনোন্মুখে)প্রভু! তিনিও আমার ন্যায় নির্দ্দোষ—

সন্ন্যাসী। তুমি কি কুমারকে স্নেহ কর?

হিঙ্গনা। (নতবদনে কাঁদিতে লাগিলেন)

সন্ন্যাসী। (গম্ভীর স্বরে) তোমার বাম হস্ত দেখি।

হিঙ্গনা। বামহস্ত প্রসারিত করিলেন।

সন্ন্যাসী হস্ত সযত্নে আপন করে রাখিয়া কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন "কৈ আমি ত তোমাকে দোষী দেখিতেছি না"।

তিনি তৎপরে হিঙ্গনাকে কিঞ্চিৎ কর্পূর আনিতে বলিলেন। হিঙ্গনা কর্পূর আনিলেন।

সন্ন্যাসী কর্পূর একটী মৃত্তিকাপাত্রে রাখিয়া দীপ সংস্পর্শে জ্বালাইয়া হিঙ্গনাকে হস্তদ্বারা উহার তাপ গ্রহণ করিতে বলিলেন। হিঙ্গনা তাহাই করিলেন, সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। মন্ত্র পাঠ শেষ হইলে, তিনি হিঙ্গনার করপল্লব দুটী আপন হস্তে রাখিয়া দীপালোকে ক্ষণেক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "হিঙ্গনে! তুমি নির্দ্দোষ, কল্য যখন তোমাকে পরীক্ষা করিতে লইয়া প্রভাতে যাইবে, তখন তুমি কোনমতে ভীত হইও না।"

সন্ন্যাসী হিঙ্গনাকে নির্দ্দোষ বলিলে, হিঙ্গনা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মৃদু কাতর স্বরে কহিলেন, "প্রভু! আমি যে নির্দ্দোষ তাহা আমি জানি, কিন্তু আপনি যে আমাকে নির্দ্দোষী বলিলেন, লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? এবং আপনার কথা মত কি আমার পরীক্ষা রহিত হইবে?"

সন্ন্যাসী। আচার্য্য বিশ্বাস করিবে—

হিঙ্গনা। আচার্য্যই ত আমাকে অপবাদ দিয়াছে।

সন্ন্যাসী। আমি তা জানি—

হিঙ্গনা। আপনি কিরূপে জানিলেন?

সন্ন্যাসী। অদ্য আমি বলিতে ইচ্ছা করি না।

হিঙ্গনা। কল্য বলিলে কি ফল হইবে? আমি মার নিকট শুনিলাম আপনি যোগবলে সমস্তই বলিতে পারেন; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন কুমারের ভগিনী সুস্থ হইয়াছে কি না?

সন্ন্যাসী। (কিয়ৎক্ষণ অবনতমুখে রহিয়া) তিনি সংপ্রতি সুস্থ হইয়াছেন।

হিঙ্গনা। কুমার কবে আসিবেন?

সন্ন্যাসী। কেন?

হিঙ্গনা। আমি ত মরিতে প্রস্তুত, যদি এমন সময়ে, (বিগলিত নয়নে) তাঁহাকে দেখিয়া মরিতে পারি—

সন্ন্যাসী। (অবনত বদনে) আমি অদ্য রাত্রে স্বপ্নে তাঁহাকে তোমার কথা বলিব—তুমি ভীত হইও না—আমি কল্য তোমার পরীক্ষার সময় উপস্থিত হইব।—

সন্ন্যাসী এই বলিয়া শীঘ্র উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সেই স্থলে থাকিতে তাঁহার আর

ক্ষমতা বা সাহস হইল না, পাছে তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতা সহসা প্রকাশ পায়। তিনি চলিয়া গেলে, হিঙ্গনার পিতা, মাতা ও উদয়গিরি, সন্ন্যাসী কি বলিলেন আগ্রহ-সহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হিঙ্গনা যতদূর পারিলে বলিলেন। সন্ন্যাসী কল্য প্রভাতে যে পরীক্ষা কালীন উপস্থিত থাকিবেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল। বেলা অল্প হইতে না হইতেই গ্রামের লোক সকল হিঙ্গনার পরীক্ষা দেখিবার জন্য দলে দলে আসিয়া ঘনশ্যাম দেবের মন্দিরের সম্মুখের প্রশস্ত সমতল ভূমি খণ্ডে উপস্থিত হইল। সকলেই একরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তী। অধিকাংশ কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছে, এই কৌতূহল সকলের মনে দ্বিগুণতর উত্তেজিত হইয়াছে, যেহেতু পরীক্ষার পাত্রী সর্ব্ববাদী-সম্মত অতীব সুন্দরী তরুণী কুমারী! প্রভাত সম্পূর্ণ প্রস্ফুট হইতে না হইতে উক্ত স্থান বহুজনাকীর্ণ হইল। মন্দিরের দ্বার এখনও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আচার্য্য এখনও বাহিরে আসেন নাই। তিনি অনুমতি না দিলে হিঙ্গনাকে আনিতে লোক যাইবে না, পরীক্ষাও আরম্ভ হইবে না। ক্রমে দুই দণ্ড বেলা হইল, গ্রামের প্রধান প্রধান লোক সকল একে একে আসিতে আরম্ভ করিলেন। আচার্য্য মন্দিরাভ্যন্তরে থাকিয়া গত রাত্রে সন্ন্যাসীর কঠোর বাক্য সকল স্মরণ করিয়া কাতর ভাবে বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কি করিবেন? হিঙ্গনাকে অপবাদ দিয়া এক্ষণে উহা মিথ্যা এরূপ বলিতে পারেন না, বলিলে দেশের লোক সকল তাহারই মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবে। পরীক্ষার দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছে, গ্রামের প্রধান লোকেরা একে একে আসিতেছেন, তিনি আর বিলম্ব করিতে পারেন না, তাঁহাকে মন্দিরের বাহিরে আসিতেই হইবে, হিঙ্গনাকে আনিতে অনুমতি দিতেই হইবে;—পরলোক ভয়ে ইহলোকে সুখভোগ, যশঃ, মান, পদমর্য্যাদা সমস্ত নষ্ট করিতে কয়জন সাহসী হয়? আচার্য্য ইন্দ্রিয়সেবক সর্ব্বদা দুষ্টাভিলাষে তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল, সুতরাং এরূপ সাহস সহসা একত্র করা অসম্ভব। তিনি বাহিরে আসিলেন, লোক সকল অভ্যর্থনা করিল, তিনি ধার্ম্মিক-মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ধার্ম্মিকাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাহারা হিঙ্গনাকে আনিবার অনুমতি চাহিলে, তিনি অনুমতি দিলেন। দর্শকবৃন্দের মধ্যে আট জন লোক হিঙ্গনাকে আনিবার জন্য গেল। অপবাদে অবসন্না—অনাহারে ক্ষীণা অনিদ্রা ও কুমারের অদর্শনে মলিনা—

অবলা নির্দ্দোষা কুমারীকে আনিতে আটজন সবলকায় পুরুষ ধাবিত হইল কর্ত্তৃপক্ষেরা তৎপরে বসিয়া অন্যান্য বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিলেন, যেন গুরুতর কোন নিষ্ঠুর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, যেন সকলে আনন্দমিলনে মিলিত হইয়াছেন! প্রায় দুই দণ্ডকাল অতীত হইল, হিঙ্গনা দীন-বেশে মুক্তকেশে রোদনমুখ মূর্ত্তিতে তাঁহার পিতার বাহুমূলের উপর ভর দিয়া, অল্পে অল্পে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়া, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন কুমার আসিয়াছেন কি না, পুনরায় এক বার চাহিলেন গত রাত্রের সন্ন্যাসী তথায় উপস্থিত আছেন কি না। যখন কাহাকেও দেখিলেন না, তখন অবনত মুখে অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, চারিদিকে রব উঠিল "ঐ ডাইন আসিয়াছে,"—সকলেই ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতে লাগিলেন, অনেকরূপ বলিতেও লাগিলেন। হিঙ্গনা অধিকতর অবনত মুখে রহিলেন। ইতিমধ্যে দুইজন লোক একটী মৎস্য ধরিবার জাল হিঙ্গনার মস্তকের উপর দিয়া তাঁহার দেহের উপর ফেলিয়া তাঁহার পিতার নিকট হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইল; কেন না এরূপ না করিলে তাঁহাকে স্পর্শ করিতে কেহ সাহসী হইতে পারেনা, পাছে তিনি মন্ত্র-বলে তাহাদিগকে নষ্ট করেন। হিঙ্গনা জালে আবৃতা হইলে, গ্রামের প্রধান ব্যক্তি সকল একস্বরে কহিলেন, "ঠিক হইয়াছে" হিঙ্গনা জাল দ্বারা আবৃত হইলে তিনি সহসা স্ত্রী-সুলভ-লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক আরক্ত নয়নে আচার্য্য ও গ্রামের লোকদিগের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল, দেহ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। অরুণা কিঞ্চিত দূরে থাকিয়া এতাবৎ কাল তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইতেছিলেন, সহসা তাহার বিকৃত বিদ্রোহ ভাব দর্শন করিয়া তিনি ভীত ও চঞ্চলা হইলেন। দর্শকেরা, কর্ত্তৃপক্ষেরা ও আচার্য্য চমকিত, ভীত ও চিন্তিত হইলেন। আচার্য্য ও অরুণা নিজ নিজ আত্মগ্লানি ও পাপের স্বভাবসিদ্ধ পরিণাম ভয়ে ভত ও চঞ্চল হইয়াছিল, অপর ব্যক্তিগণ তাহাকে প্রকৃত ডাইন ভাবিয়া ভীত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। হিঙ্গনা সেই অবস্থায় রহিলেন। কিয়ৎকাল গেলে। ক্রমে সকলের মনে সাহসের সঞ্চার হইতে লাগিল, কেন না হিঙ্গনা জালদ্বারা আবৃত রহিয়া ছেন, এরূপ অবস্থায় তিনি কোন অনিষ্ট করিতে পারেন না। ভয়ের অপগমে, সাহসের আবির্ভাবে গ্রামের প্রধান লোকেরা পরীক্ষা দর্শনের জন্য উৎসুক হইলেন। তাঁহারা আচার্য্যের অনুমতি চাহিলেন, আচার্য্য অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন। তখন দুই জন লোক দুইটী পিপুল পত্র আনিয়া হিঙ্গনাকে হাত পাতিয়া লইতে বলিল, তিনি পূর্ব্ববৎভাবে অস্বীকার করিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন তিনি "ডাইন নহেন"; এবং বলপূর্ব্বক

জাল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতি মধ্যে সহসা দূরে বিস্তর অশ্বপদশব্দ এককালে শ্রুতিগোচর হইল। দর্শকবৃন্দ হিঙ্গনার প্রতি লক্ষ্যত্যাগ করিয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণ মধ্যে তীরবেগে অগ্রগামী অশ্বারোহী সকলে আসিয়া ঘনশ্যামদেবের মন্দির ও সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ড নিমেষ মধ্যে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। প্রত্যেক অশ্বারোহীর কটীদেশে তরবারী ও হস্তে সুদীর্ঘ কিরীচি। তাহারা নিজ নিজ কিরীচি অগ্রসর করিয়া তত্রস্থ লোকদিগের গতি একবারে রোধ করিল। লোক সকল চমকিত, স্তব্ধ ও ভীত হইয়া পরস্পর মুখের প্রতি চাহিতে লাগিল ও ভাবিতে লাগিল ইহারা কে? কি হেতু এস্থলে আসিল? হিঙ্গনা কি কুহক বলে এই সকল অশ্বারোহীর সৃষ্টি করিল? তাহারা বাক্‌শক্তিহীন হইয়া চাহিয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরে একটী সুন্দর সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া এক অতীব সুশ্রী যুবা পুরুষ মন্দ মন্দ গতিতে সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাহার গলদেশে গজমতি-হার কটীদেশে উলঙ্গ তরবারি, মস্তকে রাজমুকুট, কর্ণে হিরকাদি খচিত স্বর্ণ কুণ্ডল। তাঁহার পশ্চাতে আর ছয়জন অশ্বারোহী। তাঁহার নবীন বয়স, সুন্দর মুখশ্রী, রাজপরিচ্ছেদ মহামূল্য রাজ মুকুট দর্শনে সকলে বিস্মিত নয়নে হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া চাহিয়া রহিল। হিঙ্গনা দৃষ্টি মাত্রে কুমারকে চিনিতে পারিয়া প্রফুল্ল মুখে, অনিমেষ লোচনে তাঁহার স্নেহপূর্ণ মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন কুমার যথার্থই রাজপুত্র ও তাঁহার মুক্তির হেতু আসিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শরীর এইক্ষণে জালে আবৃত থাকাতে, তিনি চলিতে অক্ষম এই জন্যই তিনি স্থির ভাবে থাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কুমার অশ্ব হইতে নামিলেন আর ছয় জন ও নামিল। তিনি শীঘ্র হিঙ্গনার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া সস্নেহে তাঁহাকে জাল হইতে মুক্ত করিয়া সেই স্থলে জানু পাতিয়া মস্তক হইতে রাজ-মুকুট খুলিয়া তাহার পদতলে রাখিলেন, ও তৎপরে সেই মুকুট তুলিয়া আপন হস্তে তাহার মস্তকে পরাইয়া তাঁহাকে আপন অশ্বোপরি বসাইলেন। দর্শকবৃন্দ কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় বাক্‌শক্তিহীন হইয়া চাহিয়া রহিল। কুমার হিঙ্গনাকে অশ্ব উপরি বসাইয়া স্বীয় গলদেশ হইতে গজমতি হার খুলিয়া তাঁহার গলে পরাইয়া উৎসুক নয়নে তাহার প্রতি কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ও ছয়জন অনুচরকে আচার্য্য ও গ্রামের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বাঁধিয়া তাহার সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা মাত্র তাহারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনিল। কুমার তরবারি খুলিয়া আচার্য্যকে সরোষে জিজ্ঞাসা করিলেন "মিথ্যাবাদিন্ ভণ্ড যাজক! শীঘ্র বল্ কোন লোক কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তুই এরূপ অপবাদ ঘোষণা করিলি? ও এই অপবাদ ঘোষণা করিয়া তোর কি মনোরথ বা স্বার্থ

সিদ্ধি হইল? "আচার্য্য সাক্ষাৎ মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া প্রাণ ভয়ে কম্পিত ভাবে যোড়হস্ত করিয়া অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে কহিল—"আ—আমি কি—কিছুই জানি—না, অ—অ—অরুণা না এ—এই সমস্ত আ—আমাকে করিতে ব—বলিয়াছিল—আ—মি তা—ই করিয়াছি।" কুমার আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া বিস্মিত ভাবে হিঙ্গনার দিকে চাহিলেন, তিনিও বিস্মত ভাবে বাক্‌শক্তিহীন হইয়া কুমারের প্রতি চাহিয়া অবনত মুখে রহিলেন। কুমার তৎপরে অরুণার প্রতি চাহিলেন। অরুণা বিকৃতশ্রী হইয়া অধোমুখে রহিল। কুমার তাহাকে সম্মুখে আনিতে আদেশ করিলেন। জনৈক অনুচর তৎক্ষণাৎ তাহাকে লইয়া আসিল। অরুণা আসিবার সময় দুইবার কাতর ভাবে আচার্য্যের প্রতি চাহিলেন। আচার্য্য আত্মনির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। অরুণার কাতর দৃষ্টির কোন ফল এইক্ষণে দর্শিল না। আচার্য্য করযোড়ে অরুণার সমস্ত কথাই বলিয়া দিল। কুমার শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ অবনত মুখে থাকিয়া হিঙ্গনার নিকট যাইয়া মৃদুস্বরে তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সরল হৃদয়া ক্ষমাশীলা হিঙ্গনা সকলকেই ক্ষমা করিতে বলিলেন। কুমার তখন উচ্চকণ্ঠে অরুণাও আচার্য্যের দোষ প্রকাশ করিয়া ও সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া হিঙ্গনার ক্ষমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। দর্শক সকল শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হিঙ্গনার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। তৎপরে কুমার আপন সৈন্যদিগকে শিবিরে ফিরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করাতে তাহারা সকলেই সেইস্থল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কেবল ছয় জন সমভিব্যাহারী অশ্বারোহী তাঁহার নিকট উপস্থিত রহিল। কুমার প্রিয়তমাকে আপন পার্শ্বে অশ্বপৃষ্ঠে বসাইয়া তাঁহার বাটী চলিলেন।

কুমার হিঙ্গনাকে লইয়া যখন গ্রামের ভিতর দিয়া যান, তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই হিঙ্গনার রূপ, বুদ্ধি, প্রণয় ও অদৃষ্টের প্রশংসা করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাহারা তাঁহাকে ডাইন বলিয়া ভয় পাইয়াছিল, ডাইন বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারাই আবার নবীনা রাজরাণীর শ্রীমুখ মণ্ডল দেখিতে পিপাসু হইয়া তাঁহার অশ্বের পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। মনুষ্যের সাধুবাদ, প্রশংসা ও নিন্দা সমস্তই শুভাশুভ ফলের অনুগত। একদিন পরে যাঁহার মস্তকমুণ্ডন হইত, এক্ষণে সেই মস্তকের কেশরাশি স্পর্শ করিবার সাধ্য কাহার আছে? যে গলদেশে একদিন পরে রজ্জুর ব্যবস্থা হইত, সেই গলদেশ এইক্ষণে গজমতিহারে শোভিত।

গ্রামের লোকেরা হিঙ্গনা সম্পর্কে নানা কথা কহিতে লাগিল, নানারূপ অপূর্ব্ব গল্প সৃষ্টি করিতে লাগিল। কেহ বলিল "হিঙ্গনা পূর্ব্বাবধি জানিত যে কুমার যথার্থই রাজপুত্র তাই ওরূপ নির্ভয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়াছিল," কেহ বলিল "তা—নয় তা'হলে তাহাকে কি কাট কাটিতে, গরুর সেবা করিতে দিত?

কেহ বলিল সে জানিত—জানিত, কিন্তু গুপ্ত কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করেনি, শুধু কি প্রণয়ের জন্যে নিত্য পর্ব্বতে গিয়ে কুমারের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত ?" একজন বলিল "তাই বটে আমি এক দিন হিঙ্গনাকে ফুলের মুকুট মাথায় দিয়ে আসিতে দেখিয়াছিলাম, তখনও ত আশা ছিল, তা না হলে ফুলেরই মুকুট মাথায় দিবে কেন ?" এক জন বলিল আমি ভাই কোন বিশ্বাসী লোকের কাছে থেকে শুনেছিলুম যে উদয় যখন বাড়ী আসে তখন স্বপ্ন দেখেছিল যেন একজন সন্ন্যাসী তাহার মাথার কাছে এসে বল্লেন "যে তুই হিঙ্গনাকে পাবার জন্যে এত চেষ্টা কর্‌চিস্, এত জিনিস্ পত্র কিন্‌লি কিন্তু তুই তাকে পাবি নি"—এই কথা বলে সন্ন্যাসী অন্তর্দ্ধান হলেন—তার—পর-উদয়, ঘোড়া,উট,হাতী,বড় বড় বাড়ী, বাগান, কত সোনা, রূপা স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে জেগে উঠ্‌লো—তা ত ভাই সত্য হল ? আর দেখচিস্ সেই জন্য উদয় এসে পর্য্যন্ত কাহারও সঙ্গে ভাল করে কথা কয় নি। যা হউক ভাই মেয়েটীর খুব কপাল ? আর এক জন উত্তর দিল "তা আর বল্‌তে, যেমন সুন্দরী মেয়ে, বর ও তেমনি সুন্দর,—হ্যাঁরে কবে বিয়ে হবে—না ঐ মুক্তার মালা গলায় দিতেই বিয়ে হয়ে গেল ?"

হিঙ্গনার দুঃখের অবসান হইতেই অরুণার দুঃখের আরম্ভ হইল। হিঙ্গনা অপমানিত ও দেশ হইতে বহিষ্কৃত না হইয়া, অরুণা তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বজনপরিত্যক্ত হইয়া আত্মঘাতিনী হইবার কল্পনা করিতে লাগিল। দেশের লোক সকল যে রূপ আশ্চর্য্যের সহিত কুমারের সংক্ষিপ্ত প্রণয়-বৃত্তান্ত ও পরিচয় শ্রবণ করিয়াছিল, তাহারা আবার সেই রূপ আশ্চর্য্যের সহিত অরুণার দুশ্চরিত্রতার কথা আচার্য্যের মুখ হইতে শ্রবণ করিল। হিঙ্গনা ও অরুণা, দুইটী প্রকৃতি, দেশের দুইটী আদর্শস্থল হইল। একের জীবন এইক্ষণে নব নির্ম্মল প্রেম, সুখ সম্পদে পরিবেষ্টিত, অপরের ঘৃণা অনুতাপ ও হতাশে জর্জ্জরিত। যে "কালা-মুখীর" মরণের জন্য অরুণা এতাদৃশ চেষ্টিত হইয়াছিল, সেই কালামুখী না মরিয়া রাজ্ঞী হইল, ও তাহাকে মরিতে হইল। নির্দ্দোষ ব্যক্তি বিপদ বা মরণ কালে আকাশের প্রতি চাহিয়া বিধাতাকে আপন দুর্ভাগ্যের সাক্ষী করে, অরুণা এইক্ষণে তাহাও করিতে পারিল না, কেননা তাহার দুঃখ তাহার দুশ্চরিত্রতার ফল—সাক্ষী আচার্য্য ! তাহারও অবস্থা সমশোচনীয়।

দেশের প্রধান লোক সকল এক্ষণে হিঙ্গনার প্রীতিসম্পাদনার্থে ও রাজকুমারের অনুগত হইবার জন্য আচার্য্য ও অরুণার মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার আজ্ঞা দিল।

কুমার হিঙ্গনাকে সযত্নে আপন সঙ্গে লইয়া হিঙ্গনার বাটী গমন করিলেন। বাটী পৌঁছিতে মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি হইল। হিঙ্গনার পিতামাতা হিঙ্গনার মুখচুম্বন করিয়া আনন্দে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

উদয়গিরি হিঙ্গনার উদ্ধারে আনন্দিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু কি সৌন্দর্য্য কি সাহস, কি সম্পদ কিছুতেই তিনি কুমারের তুল্য নহেন এই বিবেচনা করিয়া, বহুদিনের প্রণয় সাধে হতাশ হইয়া দুঃখাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। কুমার হিঙ্গনার রক্ষার জন্য ছয় জন অশ্বারোহীকে তাঁহার বাটীতে রাখিয়া আপনি কিছু ক্ষণের জন্য বিদায় লইলেন। হিঙ্গনা এক্ষণে রাজ্ঞী হইয়াছেন দেখিয়া প্রতিবাসীরা নানারূপ উপহার দিতে লাগিল, গ্রামের ছোট বড় সকলেই অকরুণার ও আচর্য্যের নিন্দা করিয়া ও তাঁহার রূপ ও গুণের প্রশংসা করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। হিঙ্গনার পিতা অদ্যাবধি একজন গ্রামের উচ্চতম গণনীয় ও মাননীয় লোক হইলেন।

সায়ংকালে কুমার ধনুর্ব্বাণ হস্তে পূর্ব্বের ন্যায় বেশে হিঙ্গনার বাটী আসিয়া গাভীগণ সহিত হিঙ্গনাকে লইয়া পর্ব্বতদেশে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কেহই বাধা দিল না বরং সকলে এই যেন একটী নূতন কৌতুক বলিয়া দেখিতে আসিল। কুমার হিঙ্গনাকে পর্ব্বতদেশে লইয়া চলিলেন। অশ্বারোহীগণ তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল, কুমার ইঙ্গিত করাতে তাহারা ফিরিয়া গেল।

আবার সেই পর্ব্বত দেশ, সেই বৃক্ষতল, যে স্থলে কুমারের সহিত হিঙ্গনার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, যে স্থলে কুমার হিঙ্গনার সুমধুর বংশীধ্বনি শ্রবণে মোহিত হয়েন ও সুমিষ্ট বাক্যে হিঙ্গনাকে স্বীয় গুণের পক্ষপাতিনী করেন;—সেই বৃক্ষতল যে স্থলে কুমার স্বীয় উচ্চ পদ ও সম্পদ গোপন করিয়া দারিদ্রোর পরিচয় দিয়া হিঙ্গনার প্রেমের প্রথম পরীক্ষা করেন; ও তাঁহার নিঃস্বার্থ হৃদয়ের চিহ্ন স্বরূপ দ্বাদশ মুদ্রা প্রাপ্ত হয়েন—এই সেই বৃক্ষতল যে স্থলে কিছু দিন পূর্ব্বে হিঙ্গনা বিগলিত নয়নে একাকিনী দণ্ডয়মানা হইয়া "কৈ কুমার", "কৈ কুমার" বলিয়া বারম্বার দুঃখ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছিলেন, পুনরায় সেই বৃক্ষতল! এক্ষণে অবস্থার কিরূপ পরিবর্ত্তন!

"চিরদিন কখন সমান না যায়"।

সেই বৃক্ষতলে আসিয়া হিঙ্গনা সজল নয়নে কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুমার আপনি গত রাত্রে আমার দুরবস্থার কি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—কোন—সন্নাসী কি আপনাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন?

কুমার। (মৃদু হাসিয়া) হিঙ্গনে! আমি সেই সন্নাসী। আমি সেই দিন সন্ধ্যাকালে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষে পর্ব্বতদেশে আসিয়া অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে তোমার বাটী যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে তোমার অপবাদ ও শাস্তির কথা শুনিয়া তোমাকে সেই রাত্রে সান্ত্বনা করিবার জন্য সন্নাসীবেশে আসিয়া প্রবোধ দিয়া গিয়াছিলাম।

হিঙ্গনা। কুমার! আমি সেই রাত্রে যে কিরূপ দুঃখে অভিভূত হয়েছিলুম

তা আমি তখন বলতে পারিনি তুমিত আসিয়াছিলে, তুমিত আমার হৃদয়ের সমস্ত কথা শুনিয়াছিলে।

কুমার। (হাসিয়া) হিঙ্গনে! এখন ত তুমি আমার!

হিঙ্গনা। (মৃদু হাঁসিয়া) বেইমান্! এখনও কি প্রত্যয় হয়নি?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

হিঙ্গনার উদ্ধারের পরদিন অবধি কুমার প্রতি দিন সন্ধ্যাকালে আসিয়া হিঙ্গনাকে দেখিয়া যায়েন। বিবাহের দিন এখন স্থির হয় নাই। দুই সপ্তাহ এইরূপে অতিবাহিত হইল। এক দিন সায়ংকালে কুমার হিঙ্গনার পিতার নিকটে আসিয়া বহু মূল্যবান প্রস্তরাদি খচিত স্বর্ণ কারাজ (চুড়ী) হিঙ্গনাকে উপহার দিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। এ প্রস্তাবে অন্যমত কাহার আছে? বরং এত দিন যে পরিণয় সম্পর্কে তিনি কোন কথা কহেন নাই, গ্রামের লোকেরা ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় ভাবিয়াছিল।

সুখদ ফাল্গুন মাস উপস্থিত। পরিশুষ্ক বৃক্ষরাজি নবীন পত্রে সুশোভিত। সুগন্ধ মলয়ানিল সময়ে সময়ে প্রবাহিত। পক্ষীকুল মদকল! কুমারের ইচ্ছা এই মধুমাসের পূর্ণিমা রজনীতে হিঙ্গনার সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। হিঙ্গনাও কুমারের ইচ্ছায় সম্মতি দিলেন, গ্রামের উচ্চ লোক সকল রাত্রি দশ দণ্ডের পর পরিণয় কাল স্থির করিলেন।

অদ্য সেই শুভ দিন। হিঙ্গনার নিঃস্বার্থ প্রেমের পুরস্কার, তাঁহার বহুদিনের মনোরথ সিদ্ধির সময় নিকটবর্ত্তী। যে লকুচ বৃক্ষ কুঞ্জাভ্যন্তরে হিঙ্গনা ও কুমারের প্রাণের পরিণয় হইয়াছিল, সেই পবিত্র সুদৃশ্য স্থলে হিঙ্গনার অভিমতে তাঁহাদের সামাজিক পরিণয়ও সম্পন্ন হইবে। হিঙ্গনা প্রফুল্ল মুখী। তাঁহার গলদেশে কুমারদত্ত গজমতিহার, হস্তে সেই দীপ্তিমান স্বর্ণ কারাজ। তাঁহার ফুল্ল নয়নযুগল কজ্জলরাগে অতি মনোহর। পৃষ্ঠদেশে লম্বিত বেণী তাঁহার অসামান্য রূপের পরিবর্দ্ধন করিতেছে। তিনি সেই শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছেন যখন তিনি কুমারকে "প্রিয়তম স্বামিন্" বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিবেন।

হিঙ্গনা অদ্য যামিনীতে "রাজ্ঞী" হইবেন। দেশের নবীনা যুবতীসকল প্রচলিত প্রথা অনুসারে, বিশেষ শুভরাজ-পরিণয় অলঙ্কৃত করিবার অভিলাষে, অপরাহ্নে সুন্দর বেশ ও আভরণে সুসজ্জিতা হইয়া সূর্য্যাস্ত যাইবার পূর্ব্বে আনন্দিত মনে গান করিতে করিতে পুষ্পচয়নে যাইতেছেন:—

চল চল চল সখি! ফুল চয়নে।
বেলা থাকিতে থাকিতে চল যাই বনে।
আমরা দুখিনী জন, কোথা পাব আভরণ,
বনরতন তুলি মালা গাঁথবো যতনে।
গাঁথবো চুড়ি হার, মুকুট পাঁজর
গাঁথ্‌বো শিঁথী ঝুমকো বেণী দেখ্‌বে দেবগণে।
কুসুম শরাসন, কুসুম তাহে বাণ,
রচিব ফুলতূণ অতি নিপুণে।
কুমারী কুমার, সাজায়ে মনোহর,
বিমল ষোল কলা শশীকিরণে॥
চল চল চল সখী! ফুল চয়নে।
বেলা থাকিতে থাকিতে চল যাই বনে॥

উঁহারা এইরূপ আনন্দউচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে করিতে নিকটস্থ বনে প্রদোষ-বিকাশী পুষ্প সকল চয়ন করিতে চলিলেন। এদিকে দিবাবসান না হইতে হইতে কুমুদিনীনাথ সুনীল গগণে উদয় হইয়াছেন। মধুমাস সমাগমে পার্ব্বতীয় স্থান সকল সায়ংকালে অতি রমণীয় শ্রী ধারণ করে, অদ্য সেই এক মধুময় দিন। বর ও কন্যা উভয়েই রূপ ও গুণে তুল্য বিভূষিত। ঝিঙ্গনার নিঃস্বার্থ প্রেম, তাঁহার অনুরাগের ঐকান্তিকতা, কুমারের উদার স্বভাব, দয়া ও দাক্ষিণ্য, সঙ্গীতের মধুর আলাপন, নব যুবতীগণের ঐক্যতানিক গান, পরিণয়ের আয়োজন, প্রভৃতিতে এই মধুময় দিনের মধুরতার সমধিক পরিবর্দ্ধন করিয়া নিকট-বর্ত্তিনী মধুযামিনীর মধুরতার পুষ্টি সম্পাদন করিতেছে।

দিবাবসান হইতে না হইতে কুমারের সৈন্য সকল আসিয়া ঝিঙ্গনার বাটী হইতে পর্ব্বতদেশ পর্য্যন্ত দণ্ডায়মান হইল। গ্রামের লোকসকল তাহাদিগের যুদ্ধ পরিচ্ছদ ও যুদ্ধাস্ত্র সকল দেখিতে আসিল ও ঝিঙ্গনার শুভাদৃষ্টের প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহারা পূর্ব্বে একবার ঐ সকল সৈন্য-দিগকে দেখিয়াছিল, তখন উহাদিগের ভাব ভিন্ন রূপ ছিল; প্রবল ঝটিকায় উদ্বেলিত জলনিধির ভীষণভাব একরূপ দৃশ্য, উহার ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি অন্যরূপ।

দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্তগত হইলেন। ষোড়শকলাপূর্ণ নিশামণির বিমল কিরণ জগতে অমৃত বরিষণ করিলে, ক্রমশঃ বিবাহের উদ্‌যোগ আরম্ভ হইতে লাগিল। সুখসেব্য মলয়ানীল, নববিকাশী পুষ্প মাল্যের সুগন্ধ, কুমারের প্রণয়, হৃদয়ের আশা, নব যৌবনের উৎসাহ ঝিঙ্গনাকে এই সময়ে পরম সুখী করিলে তিনি আপন মনে গাহিলেন—

হৃদয়মাঝে প্রণয়কুমুদ এত দিনে ফুটিল আজি
শশী নিশী বায়ু ফুল, কত মোরে দুঃখ দিল,
তুষিছে এখন, যেন কত প্রিয়জন,
দেখে আমায় বিধি রাজি।

ক্রমশঃ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, নবীনা বামাগণ পুনরায় গান করিতে করিতে ফুল আভরণ সকল লইয়া ঝিঙ্গনার বাটীতে আসিলেন, পরিণয়ের মাঙ্গলিক কার্য্য সমস্ত আরম্ভ হইল। ক্রমে সেই মধুযামিনীর মধুময় সময় নিকটবর্ত্তী। কুমার অতি সুন্দর একটী রণ-পরিচ্ছদ পরিয়া অশ্বপৃষ্ঠে

হিঙ্গনার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরিণয়বাদ্য আরম্ভ হইল। কুমারের রণ-পরিচ্ছদ তাঁহার হস্তে ধনুর্বাণ ও কটী-দেশে তরবারি তাঁহার স্বাভাবিক অসামান্য সৌন্দর্য্যের সমধিক পরিবর্দ্ধন করিয়াছে। হিঙ্গনার পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, সম্মুখের আকুঞ্চিত আলুলায়িত কেশরাশি, মস্তকের মণিময় মুকুট, দেহের ফুলাভরণ সমস্ত তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী বনদেবীর স্বর্গীয় শোভা দান করিয়াছে। পরিণয়ের সময় আর অধিক দূর নাই, কুমার হিঙ্গনাকে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া মন্দ গতিতে পর্ব্বতোপরি চলিলেন, নবীনা বামাগণ, আত্মীয় জন ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তি সকল পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। চন্দ্রমার সুস্নিগ্ধ রজত কিরণে পৃথিবী আলোকিত। সৈন্যগণের রণবাদ্য যন্ত্রের সুমিষ্ট ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত। বর ও কন্যা লকুচবৃক্ষকুঞ্জাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বামাগণ তাঁহাদিগকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া ফুলাভরণে উভয়কে সুন্দর রূপে সাজাইলেন। হিঙ্গনার পিতা, সজল নয়নে কুমারকে হিঙ্গনা দান করিতে অগ্রসর হইলেন। সম্প্রদান ও পরিণয় ক্ষত্রীয় রাজকুলপদ্ধতিমতে সুসম্পন্ন হইল। কুমার তরবারি চুম্বন করিয়া হিঙ্গনার সহিত মালা বদল করিলেন। উভয়েই সস্পৃহ নয়নে উভয়ের প্রতি চাহিলেন। নভোমণ্ডলে শুভ্র মেঘদল সহিত চন্দ্রমা পরিক্রম করিতেছিলেন এই সুখের সময়ে মেঘদল সরিয়া গেল, এবং তিনিও যেন সাক্ষী স্বরূপ হইয়া সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। উভয়ের পূর্ব্বাবধি সুমার্জ্জিত দেহ মন এক্ষণে উভয়ে লীন হইল পুনরায় শঙ্খধ্বনি হইল, বামাগণ সুমিষ্ট স্বরে আনন্দে গান করিতে করিতে পুষ্পবৃষ্টি করিলেন।

পরিশিষ্ট।

সুন্দরী, সরলা হিঙ্গনার প্রেমের ঐকান্তিকতার পুরস্কার হইল? উদয়গিরি কিছু দিন পরে ক্ষুণ্ণমনে পুনরায় কর্ম্মস্থলে প্রস্থান করিলেন; আচার্য্য ও অরুণা গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর, দুর্ব্বল-হৃদয় আচার্য্য পদ, মান, অর্থ, সমস্ত হারাইয়া ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। অরুণা যৎপরোনাস্তি লজ্জিতা হইয়া প্রথমতঃ আত্মঘাতিনী হইবার উদ্যোগ করিয়াছিল, পরে একাকিনী নদী তটে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল—

"জীবন সুখের মূল কি হইবে ত্যজিলে।"

অরুণা হিঙ্গনার বিবাহ দেখিতে রহিল না। ভৈরবীর বেশ পরিধান করিয়া তীর্থস্থান সকল পর্য্যটনে গমন করিল।

কুমার হিঙ্গনাকে বাটীতে লইয়া আসিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য ও অট্টালিকা প্রভৃতি দেখাইয়া ঈষৎ হাস্যমুখে প্রেম ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হিঙ্গনে। যদি আমি রাজপুত্র না হইয়া দুঃখী হইতাম, তা হলে তুমি কি আমার সহিত চিরদিন সুখে থাকিতে?" হিঙ্গনা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বেইমান! তুমি বেইমান—তুমি বেইমান! কুমার অনুরাগ-ভরে তাহার ক্ষুদ্র অধরটী চুম্বন করিলেন।

বা

কলিকাতা শতাব্দী পূর্বে

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১১৯৭ সালে চৈত্র মাসের সংক্রান্তি। অপরাহ্ণ। প্রভাতে হরমোহন বাবু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া মহা সমারোহের সহিত ভাগীরথী তীরে আসিয়া সন্দেশ দিয়া মাথা ঘ'সয়াছিলেন, তাহাতে বিস্তর দুঃখী লোক অতি উত্তম বিশ মণ কাঁচা গোল্লা বিনা মূল্যে পাইয়া বাবুর যথেষ্ট গুণানুবাদ, এবং বাবুকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিল। অপরাহ্নে বাবুর বাটীর সম্মুখে এক প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে চড়ক উপলক্ষে বুলবুলির লড়াই হইবে, এই সংবাদ কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে নগরের চারিদিকে প্রচার হওয়াতে, আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চড়কগাছ নিকটস্থ পুষ্করিণীর পাড় হইতে তোলা হইতেছে, গাজনের সন্ন্যাসী সকল নানা প্রকার সং সাজিয়া দর্শকদিগকে হাসাইতেছে; তাহাতে সকলেরই মনে সুখ হইতেছে বটে, তথাপি অনেক ব্যক্তি উৎসুকহৃদয়ে বুলবুলির লড়াই দেখিবার অভিলাষে দাড়াইয়া আছে। ইতিমধ্যে দর্শকগণের মধ্যে সহসা কোলাহল উঠিল,সে কোলাহলধ্বনি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইলে বুঝিতে পারা গেল,"ঐ জয়রাম সর্দ্দার আসিতেছে—ঐ আসিতেছে ঐ যে—ঐ।" পুনর্ব্বার কোলাহল উঠিল,এবার প্রথম হইতেই বুঝা গেল "ঐ ভোলানাথ তিয়রও আসিতেছে—এইবার—"বস্তুতঃ আন্দাজ এক রশি তফাতে জয়রাম সর্দ্দার ও তাহার পিছনে আন্দাজ আধ রশি তফাতে ভোলা তিয়র আসিতেছে। পৃথিবীতে কাহারও "দিন চিরদিন রহে না" যে সকল গাজনের লোক কেহ বা নাপতিনী, কেহ বা গোয়ালিনী কেহ বা "সিপুই" কেহ বা ভূত কেহ বা হর পার্ব্বতী প্রভৃতি সাজিয়া দর্শকদিগের নিকট হইতে দুই এক পয়সা পাইতেছিল, তাহারা জানিল তাহাদিগের সময় ফুরাইয়াছে, সুতরাং ভঙ্গ দিয়া চড়কগাছের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল, কেবল সোমত্ত নাপ্তিনী মাত্র রহিল; কেন না সে আপন পদমর্য্যাদা ও পুরুষহৃদয়ের দুর্ব্বলতা অবগত আছে, সুতরাং তাহার আল

তার চুপড়ী পূর্ব্বেও যেমন জোরে পয়সা টানিতেছিল, এখনও সেই মত টানিতে লাগিল।

জয়রাম সর্দ্দার পূর্ব্বে বড়ই জাঁহাবাজ লোক ছিল। ইছামতীর পাড়ে সে এক সময় যমরাজের প্রধান তহশিলদারী কর্ম্ম করিত, এখন তাহার আর সে কর্ম্ম নাই; সুতরাং কি করে, মেড়া বুলবুলির লড়াই দেখাইয়া ও আপনার পূর্ব্বের কাহিনী সকল বাবুদের নিকট বলিয়া কিছু কিছু পাইয়া থাকে, তাহাতেই কোন প্রকারে উদরান্নের সংস্থান হয়। আজ তাহার এক দিন। চড়কভূমি-রূপ নাট্যশালায় অদ্য জয়রাম অন্যতর নায়ক। জয়রাম নিকটে আসিলে দেখা গেল, তাহার বয়স ৫৬। ৬০ বৎসরের ভিতর। আকৃতি খর্ব্ব, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ, মাথায় ঝাকড়া চুল, বাম হাতে বুলবুলি, বুলবুলির রং আর জয়রামের রঙ্গের কিছুই প্রভেদ নাই। জয়রামের কাঁধে রংকরা একখানি গামছা। কাঁকালে গোট। দুই হাতে রূপার তাবিজ। জয়রাম অদ্যকার রঙ্গভূমিতে আসিবা মাত্র জয়ধ্বনি উঠিল। জয়রাম সেই সম্মানসূচক ধ্বনিতে উৎসাহিত ও প্রফুল্ল হইয়া বুলবুলি হস্তে ঢাকের তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সে নৃত্য যে কি চমৎকার তাহা বর্ত্তমান সময়ের লেখনীতে বর্ণিত হওয়া দুষ্কর। জয়রাম কখন গালে অঙ্গুলী দিয়া, কখন বা কাঁকালে হাত দিয়া, কখন বা লৌহ বিনিন্দিত কোমল কর পল্লব মুষ্টিযোগ করিয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া, নৃত্য করিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না, সে আনন্দ-উচ্ছ্বাস এক একবার হরিধ্বনিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইত্যবসরে বুলবুলি হস্তে অন্যতর নায়ক ভোলানাথ তিয়র আসিয়া উপস্থিত হইল। ভোলানাথ জয়রামের সদৃশ সুশ্রী পুরুষ নহে, ও তাহার তুল্য সুরসিকও নহে। ভোলানাথ নিঃশব্দে আসিয়া বুলবুলিটি একজন আত্মীয়ের হাতে দিয়া এক ছিলিম চরস সাজিয়া টানিতে লাগিল। ভোলানাথ জয়রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, কিন্তু জয়রাম নাচিতে নাচিতে এক একবার ভোলানাথের প্রতি ব্যঙ্গসূচক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ভোলানাথ অটলভাবে বসিয়া আত্মীয়ের সহিত হাস্য পরিহাস ও নাপিতিনীর প্রতি চাহিয়া আহ্লাদে বিকশিত হইয়া বলিল, "হ্যাদে আমার পায়ে আলতা দেয় না, বেটার বেটা বিটিন্ কি সাজেছে"। রঙ্গভূমিতে পূর্ব্বোক্তরূপ অভিনয় হইতেছে এমন সময়ে "খোদ বাবু আস্‌চেন কর্ত্তা আস্‌চেন"—এই শব্দ চারিদিকে উঠিল। দর্শকগণ রঙ্গভূমি ছাড়িয়া বাবুর বাড়ীর প্রতি দৃষ্টি করিল; দেখিল প্রকৃতই কর্ত্তা বাবু আসচেন, সকলেই শশব্যস্তে কেহ বা প্রণাম, কেহ বা নমস্কার, কেহ বা আশীর্ব্বাদ করিতে, এবং কেহ বা প্রিয় বচন কহিতে উৎসুক হইল। কর্ত্তাবাবুর বয়স আন্দাজ ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের উপর, কিন্তু উত্তম ভোগে থাকাতে বয়স তত অধিক বলিয়া বোধ হয় না। বাবুর

বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, মুখটির ভাব আদিরস-প্রিয়, ভ্রূটি জোড়া, অধরটি স্থূল, চক্ষু দুটি গোল ও ক্ষুদ্র, নাসিকাটি বাঁশীর মত, মস্তকের অংশ সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাতের ভাগ কিছু বেশী। চুলটি বাবরী কাটা, দাঁতগুলি মিসির রঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ। বাবুর গায়ে ফুল কাটা ঢাকাই চাদর, পরিধান কালাপেড়ে ঢাকাই, পায়ে লপেটা জরির জুতা। হাতে পদ্ম ফুল কাটা ঢাকাই রুমাল। বাবুর দুই পার্শ্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, পশ্চাতে পোষা আত্মীয়বর্গ, এক ধারে গামছা কাঁধে রূপার চাবি শিকলী ঝুলান রূপো চাকর। তখনকার বাবুরা কিছু অধিক বয়স হইলে গোঁফ রাখিতেন না, গোফওয়ালা চাকর রাখিতেন না, সুতরাং কর্ত্তাবাবু ও রূপো চাকরের গোফ ছিল না।

চৈত্র বৈশাখ মাস। সূর্য্য সমস্ত দিন প্রখর কিরণ দেওয়ায় অপরাহ্নের বায়ু অতিশয় উষ্ণ। বাবু ঘর্ম্মাক্ত কলেবর ও অল্প চলিয়া পরিশ্রমে ক্লান্ত। সমভিব্যাহারী আত্মীয় ও ব্রাহ্মণগণ পুনঃ পুনঃ দেব-নিন্দা করিতেছে এবং বাবুর ক্লান্তি প্রসঙ্গে তাঁহার সুকোমল সুন্দর দেহের বারংবার প্রশংসা করিতেছে। বাবু অল্প দূর মাত্র চলিয়া পুষ্করিণীর ঘাটের নিকট একটী অশ্বথ বৃক্ষের নীচে সুসজ্জিত বেদীতে আসিয়া বসিলেন। রূপো খানসামা গোলাপপাস নাড়িয়া বাবুর শরীরে সুগন্ধ গোলাপ-বিন্দু বর্ষণ করিলে, ও অপর এক খানসামা আড়ানী পাখার বাতাস আরম্ভ করিলে, বাবু কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু তথাচ বারংবার বলিতে লাগিলেন, "কি গ্রীষ্ম! কি গ্রীষ্ম!!" বাবু বসিলে প্রথমে তাঁহার সম্মুখে আর কে আসিবে? তিলক নাকে নাপ্তে বউ আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছড়া আরম্ভ করিল:—

আমি নাপ্তে বউ, কর্ত্তা, সব জায়গায় যাই;
ভাল মন্দ জিনিস বাবু সব দেখ্‌তে পাই,
পয়সা পেলে কুলের কুসুম অকুলে ফুটাই,
লুচির ভিতর চিঠি রেখে দুয়ের মন যোগাই।
কেউ চাইলে আলতা পাত বেধে দি মোহর রেখে ভিতরে,
বলি এমন সরস আলতা দিদি নাইকো কারু ঘরে।
যদি মন হয় খরচ কর, নইলে ফিরে দিও,
দেখ দিদি ভাল জিনিস নষ্ট নাহি কোরো।
যদি মুচ্‌কে হেসে বলে 'বউ' না ফিরিবে আর,
মনে বলি টোপ গিলেচে যাবে কোথা আর।

ছড়া শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল। বাবু পরমাহ্লাদিত হইয়া রূপোকে আঁখি ঠেরে ইসারা করিলেন, খানসামা অমনি টেঁক থেকে একটী টাকা খুলে নাপ্তে বউর চুপড়িতে দিল। নাপ্তে বউ প্রণাম করিয়া মেয়েলী কথায় বলিল, 'কর্ত্তা বাবু তবে আমি আসি।' কর্ত্তা বাবু মুচকে হাসিলেন, রুমাল খানি তুলিয়া একবার কাসিলেন, নাপ্তিনী চলিয়া গেলে, তার পরে আর আর সং সকল আসিয়া নৃত্য গীত করিতে লাগিল। কর্ত্তা পুনর্ব্বার ইসারা করাতে রূপো তাহাদিগকেও কিছু দিয়া বিদায় করিল। সর্ব্ব-

শেষে জয়রাম সর্দার ও ভোলানাথ তিওর আসিয়া প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। কর্ত্তা ইঙ্গিত করাতে দুই জন আপনাপন বুলবুলী ছাড়িয়া দিল। কিঞ্চিৎপরে লড়াই সুরু হইল। পক্ষী দুটী ঝুটি ফুলাইয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ যুদ্ধ ঘোরতর হইতে লাগিল। উভয়েই তুল্য যোদ্ধা কেহই কাহাকে শীঘ্র পর্য্যস্ত করিতে পারিতেছে না। মুহুর্মুহুঃ চঞ্চ্বাঘাত হইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে নখাঘাত হইতেছে, রণক্ষেত্র রক্তে প্লাবিত হইতেছে, তথাপি ক্ষান্তি নাই। বীর প্রসবিনী ভারতভূমি। জীবন থাকিতে ক্ষান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। ভারতের জয়লক্ষ্মী পতাকা হস্তে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মানা, কোন দিক্ অবলম্বন করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। হায় এই উৎসাহের সময় যদি ইদানীন্তন কোন সুকবি উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই উচ্চ কণ্ঠে গাহিতেন—

'জাগ জাগ প্রিয় ভারতবাসীগণ,

অথবা—

'কেঁদোনা ভারত মাতঃ দুখনিশা পোহাইল।'

এইরূপে দুই প্রবল যোদ্ধা দ্বিলক্ষ ষড়্বিংশ সহস্র বিপল স্থায়ী যুদ্ধ করিলে জয়রামের বুলবুলী হতপ্রাণ হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ভোলানাথের পক্ষী রণক্ষেত্র হইতে উড়িয়া তাহার বাহুমূলে আসিয়া বসিল। ভোলানাথ সস্নেহে উহাকে উপর্য্যুপরি চুম্বন করিল। জয়রাম মৃত পরাজিত পক্ষীর প্রতি চাহিয়া হতাশে কপালে করাঘাত করিল। জয়লক্ষ্মী ভোলানাথের বুলবুলীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, দর্শক মাত্রেই পক্ষীটির প্রতি উৎসুকনেত্রে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ঢাক বাজিয়া উঠিল, চড়ক আরম্ভ হইল। লোক সকল এক্ষণে চড়ক দেখিতে চলিল। কর্ত্তাবাবু ইঙ্গিত করিলেন, রূপো চাকর অমনি ভোলানাথের হস্তে পাঁচ মুদ্রা গণিয়া দিল। ভোলানাথ প্রণাম করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে উঠিল। জয়রাম দুটী মুদ্রা পাইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। এদিকে বেলা অবসান। হরমোহন বাবুর সরসীকমলে কমলিনীগণ বিরহের কাল উপস্থিত দেখিয়া দুঃখে মুদিত হইতেছে। বায়ু ক্রমশঃ স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে। গৃহস্থের গাভীগণ উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। গৃহস্থগণের বধূসকল ঘোমটা দিয়া দুই চারিজন একত্র হইয়া পুকুরের গা ধুইতে যাইতেছেন, এমন সময় দুইজন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোক্ত রঙ্গভূমি হইতে ফিরিয়া যাইতেছেন। ইহাঁদেরর মধ্যে একজনের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। ইহাঁর আকৃতি খর্ব্ব, বর্ণ ঈষৎ কৃষ্ণ মস্তক কেশহীন, মুখের ভাব কুটিল, পরিধান একখানি কোরা ধুতি স্কন্ধদেশেও একখানি ধুতি পাট করা, হস্তে তাল পাতার ছাতা, পদদ্বয় পাদুকাহীন। অপরটির বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক। আকৃতি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, বর্ণ গৌর। ইহার মুখ খানির গঠন অতি সুমিষ্ট, ভাব সরল। পরিধান ধুতি ও চাদর, পায়ে এক-জোড়া কটকের জুতা। উভয়ে কিয়দ্দূর

নিস্তব্ধে আসিবার পর বৃদ্ধ কহিলেন, সাহেবকে কি সে কথা বলেছিলে বাবা ?

যুবা—আজ্ঞে হাঁ।

বৃদ্ধ—সাহেব কি কিছু পথখরচ দিবেন বলেছেন ?

যুবা—একমাসের পনর টাকা বেতন ছাড়া চল্লিশ টাকা দিবেন।

বৃদ্ধ—ভাল, ভাল, সাহেব তোমাকে বড় ভালবাসেন। তোমার মাতামহের বন্ধু যে লোকটিকে পাঠিয়েছেন, সে লোক আর দুই এক দিন এখানে থাকবেন। আমি বলি কি, দেশ অনেক দূর, একলা না গিয়া তাঁর সঙ্গে যাত্রা কর। বিষয় সব এই বেলা হস্তগত করে বিক্রয় কর্‌তে হবে ; তা না হলে, কি জানি যদি তাঁর কিছু হয়, তাহলে বিষম বিভ্রাটে পড়্‌তে হবে। বিষয় ত অল্প নয়, নৈলে কি অন্যে· বল আমি কুল ভেঙ্গে বিয়ে করেছিলুম।

যুবা—যাওয়াই যদি নিতান্ত কর্ত্তব্য হয়, তাহলে ঐ লোকটির সঙ্গে যাওয়াই উচিত ; কিন্তু যেতে মন সর্‌চে না ; পথ অতিশয় দুর্গম।

বৃদ্ধ—"সাহসে বসতে লক্ষ্মীঃ" বাবা, সাহস না কর্‌লে কি অর্থ হয় ? এই দেখ সাহস করে সাহেবকে বলেছিলে, তাই চল্লিশটি টাকা পেলে।

যুবা—(বিমর্ষ বদনে) আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন।

পিতা ও পুত্র এইরূপ কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে পথের উত্তর পার্শ্বে একটি পর্ণকুটীরের দ্বারে পঞ্চদশ বর্ষবয়স্কা একটি কুমারী দণ্ডায়মানা ছিলেন, তিনি দূর হইতে যুবককে দেখিয়া লুক্কায়িত ভাবে তাঁহার নিকট আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যুবা যখন তাঁহার কুটীরের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন ঐ কুমারী সলজ্জনয়নে বৃদ্ধের অলক্ষ্যভাবে যুবার প্রতি চাহিয়া স্বীয় করপল্লব হৃদয়ে সংস্থাপিত করিলেন। যুবকও কৃতজ্ঞতা-প্রফুল্লনেত্রে কুমারীর প্রতি চাহিয়া তাঁহারই ভাব অনুকরণ করিয়া উরুদেশে হস্ত সংস্থাপিত করিলেন ; এবং কিয়দ্দূর যাইয়া অলক্ষ্যভাবে ফিরিয়া চাহিলেন। উভয়েই এক মুহূর্ত্ত মধ্যে কত বৈদ্যুতিক বার্ত্তা পাঠাইলেন, তাহা উভয়েই মাত্র জানিলেন।

এদিকে পশ্চিমাকাশ ঘনমেঘে আবৃত হইতেছে। বিদ্যুন্মালার আগ্নিক লাবণ্য মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ পাইতেছে। পিতা ও পুত্র দ্রুতপদে কিয়দ্দূর চলিয়া বাটী আসিলেন। যুবক বাটী আসিয়া অধিক ক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিলেন না, মাধ্যাকর্ষণ আধারহীন পদার্থকে যেরূপ প্রবল শক্তিতে পৃথিবীকক্ষে আকর্ষণ করে, তাঁহার পদদ্বয় সেইরূপ আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তিনি দ্রুতপদে চলিলেন—চলিলেন কোথায় ?

"মন বাঁধা যার কাছে হেরিতে তাঁর বয়ান।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবা দ্রুতপদে প্রিয়জন সমীপে উপনীত হইলে, সুন্দরী কৃষ্ণা তাঁহাকে মৃদু তিরস্কার-চ্ছলে কহিলেন "এই ঝড়ের সময়ে কেন এলে ?"

যুবা। তুমি যখন ডাকিলে, তখন আমি বাড়ী থাকলে কি সুখী হতুম্।

কৃষ্ণা। (হেটমুখে) আমি কি তোমায় ডেকেছিলুম ?

যুবা। তবে হৃদয়ে কেন হাত দিয়ে ছিলে ?

কৃষ্ণা। আমি দিয়েছিলুম—দিয়েছিলুম, তাতে কি বুঝেছ ?

যুবা। আমি মনে করেছিলুম কোন মনের কথা আছে, তাই আমি পায়ে হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলেছিলুম এক্ষণি আসছি।

কৃষ্ণা। (অনন্যমনে) মনের কথা ?

যুবা। তুমি কি ভাবছ ?

কৃষ্ণা। আমি কি ভাবছি ?

যুবা। বেস্ আমি তা কি করে বল্‌বো ?

কৃষ্ণা। বাবার না নবমীতে মৃত্যু হয় ?

যুবা। হাঁ ?

কৃষ্ণা। (সজল-নয়নে) আজ না সপ্তমী ?

যুবা। হাঁ ?

কৃষ্ণা। এই এক বৎসর হলো ?

যুবা। শ্রাদ্ধের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছো ?

কৃষ্ণা। কি রকম হবে ?

যুবা। (দুঃখিত স্বরে) সঙ্গতিমত যেমন অবস্থা সেই মত করা উচিত।

কৃষ্ণা। মা তোমাকে ডেকেছেন ?

যুবা। মা কোথায় ?

কৃষ্ণা। ওদিকে বসে জপ করছেন।

যুবা। (কৃষ্ণার হস্তের প্রতি চাহিয়া) এমন সুন্দর শাঁখা কোথায় পেলে ?

কৃষ্ণা। দুই বৎসর পূর্ব্বে হরমোহন বাবুর স্ত্রী মাকে দিয়েছিলেন। মা পরেন নি, রেখে দিয়েছিলেন—আজ একটা নূতন কলসী পাড়্‌তে গিয়ে দেখ্‌লেন যে তার ভিতর রয়েছে—আমাকে দিলেন, আমি পরিষ্কার করে পরেছি।

যুবা। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আমাকে কি বধিবার জন্যে ?

কৃষ্ণা। (মৃদু বচনে) পাঁটা উৎসর্গের সময় ব্রাহ্মণ তার কাণে কাণে কি বলে ?

যুবা। কি বলে ?

কৃষ্ণা। তুমি কি জান না ?

যুবা। (হাসিয়া) না।

কৃষ্ণা। তুমি আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করো।

যুবা। তোমার কথা আর কাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বো ?

কৃষ্ণা। (অবনত মুখে) তুমি জিজ্ঞাসা কোরো।

যুবা। (হাঁসিয়া) তোমাকে একথা কে শিখালে?

কৃষ্ণা। ছেলে বেলা শুনেছিলুম। এস মার কাছে যাই—না তুমি বস, আমি তাঁকে ডেকে আন্‌ছি।

কৃষ্ণা চলিয়া গেলে যুবা বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন কিরূপে—কিছু দিনের জন্যে হইলেও কিরূপে—এই স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া বিদেশে যাইবেন—না যাইলে বস্তুতঃ বিষয় পরহস্তগত হইবার সম্ভাবনা, এবং এই সুযোগ ভিন্ন কৃষ্ণার সংস্থান করিয়া দিবার উপস্থিত কোন আশা নাই। কৃষ্ণার কিছু সংস্থান থাকিলে তিনি পিতার আজ্ঞা লইয়া বিবাহ করিতে পারেন। তিনি জানিতেন তাঁহার পিতার নিকট অর্থই পুজ্য—অর্থ না থাকিলে কৃষ্ণার সহিত বিবাহ হওয়া দুরাশা। তিনি এই সমস্ত চিন্তা করিয়া যাইতে স্থির-সঙ্কল্প হইলেন। পাটনায় যাইতে হইবে, উক্ত নগরীতে যাওয়া তৎকালে বিশেষ সাহস ও কষ্টের কাজ। নৌকায় যাইতে হইবে। পথ দস্যুসংকুল। আপনি কখন কলিকাতার বাহিরে যান নাই। কৃষ্ণার জন্য তিনি কষ্ট সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ নহেন—তাঁহাতে সাহসেরও অপ্রতুলতা কিছু ছিল না, তবে হৃদয় রাখিয়া দেহ মাত্র লইয়া যাওয়াই বিশেষ কষ্টের বিষয়। যাইতে হইবে—কৃষ্ণাকে সমস্ত বলিতে হইবে—বিদায় লইতে হইবে—কিছু কালের জন্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ যাতনা সহিতে হইবে—তিনি এই সমস্ত ভাবিতেছিলেন, এমন সময়ে কৃষ্ণার মাতা আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিলেন। তিনি জপ সমাপন ও ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন "চন্দ্রশেখর এই দেখ এক বৎসর হইল তোমার গুরুর কাল হইয়াছে, আমি রোগে ও শোকে এই কয়েক মাসের মধ্যেই জীর্ণ হইয়াছি;—আমি যে অধিক কাল কৃষ্ণার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারিব এরূপ আশা করি না। আমি থাকিতে থাকিতে কৃষ্ণার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তুমি লও, এই দেখিয়া যাইতে পারিলেই আমি সুস্থ হই। তুমি তোমার গুরুর প্রধান ছাত্র। তিনি সর্ব্বদা তোমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, ও তোমার গুণের ও বুদ্ধির প্রশংসা করিতেন—তোমাকে আর অধিক কি বলিব, যাহাতে তুমি পিতার মত লইয়া কৃষ্ণাকে বিবাহ করিতে পার সেই মত চেষ্টা কর।"

চন্দ্রশেখর গুরুপত্নীর পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথা শুনিয়া, কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, আপনি ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা চিন্তা করিতেছিলেন, তাহা সমস্তই অকপটে গুরুপত্নীর নিকট কহিলেন। তাঁহার গুরুপত্নী কহিলেন "চন্দ্রশেখর তুমি যাহা বলিলে সকলই সত্য; কিন্তু তোমাকে বিদেশে যাইতে অনুমতি দিতে আমার মন সরিতেছে না। চন্দ্রশেখর, যদি তোমার মাতা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনিও এইরূপ বলিতেন। বিদেশে না গিয়া কি এই কার্য্য উদ্ধার হইতে পারে না?" চন্দ্রশেখর ছল ছল নয়নে কহিলেন "আমি স্বয়ং পাট-

নায় না যাইলে বিষয় সমস্ত বিক্রয় হইতে পারে না, এবং অন্য কাহার উপর ভার দিলে কৃষ্ণার জন্য কোনরূপ সংস্থান করিবারও উপায় দেখিতেছি না। আমি এই বিষয় অনেক চিন্তা করিয়া যাওয়া স্থির করিয়াছি। সংপ্রতি শ্রাদ্ধের জন্য আটটি টাকা দিতেছি, আমি যাইবার পূর্ব্বে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। চন্দ্রশেখর এই কথা বলিয়া প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরিচয়।

এই বিপুল বাণিজ্যশালী, অট্টালিকাপূর্ণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতা, ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কয়েকটি কৃষক পরিবারের বাসস্থান একটি অস্বাস্থ্যকর পল্লীগ্রাম মাত্র ছিল। বর্ত্তমান চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণে একটি ঘন বন ছিল। দক্ষিণে খিদিরপুর, ও উত্তরে এই বনের মধ্যস্থলে, দুইটি গ্রাম ছিল। এই দুই গ্রামস্থ অধিবাসীরা প্রাচীন শীল বংশীয় ধনাঢ্য ব্যবসায়ীদিগের অভিমতে এই স্থলে আসিয়া বসতি করে, এবং তাঁহাদিগের প্রসাদে কলিকাতা প্রথমে নগরী শ্রেণীভুক্ত হয়। যে স্থল এক্ষণে চৌরঙ্গী নামে খ্যাত, যথায় মনোহর অট্টালিকা সকল বিরাজমান, তৎকালে উহা জলা-ভূমি মাত্র ছিল। কলিকাতার সীমা তৎকালে চীৎপুর পর্য্যন্ত ছিল বটে, কিন্তু উহার মধ্যস্থল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব নিবারণের জন্য কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে একটি নালা খনন করা হয়, উহা অদ্যাপিও মহারাষ্ট্রীয় নালা বলিয়া খ্যাত। ভাগীরথী জোয়ারকালে সেই সময়ে অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত ছিল, এবং ভাটার সময় রামকৃষ্ণপুর প্রভৃতি স্থলে বালুকাপূর্ণ ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে জুন তারিখে পলাশী যুদ্ধের কিছুদিন পরে, ক্লাইব সাহেব কলিকাতার দুর্গ প্রস্তুত করিয়া উক্ত রাজধানীর প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন।

ইংরেজদিগের রাজ্য বাঙ্গলা দেশে ক্রমশঃ সুসংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইলে, এবং মহারাজ নবকৃষ্ণ কলিকাতার অধিকাংশের ভূম্যধিকারিত্ব প্রাপ্ত হইলে, এবং তিনি শ্রাদ্ধ পূজাদি ধর্ম্ম কার্য্য সকলে বিস্তর ব্যয় করিতে লাগিলে, উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বিস্তর লোক কলিকাতায় ক্রমশঃ আসিয়া বসতি আরম্ভ করিল। যশোহর নিবাসী জয়রাম তর্কালঙ্কার (বন্দ্যোপাধ্যায়) এইরূপ সময়ে সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। তিনি একজন প্রগাঢ় দার্শনিক ছিলেন। তিনি দেখিতে যেরূপ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার

প্রকৃতিও সেইরূপ নির্ম্মল ও উদার ছিল। তিনি সতত দানশীল ছিলেন, এবং পরোপকারে স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি যখন পরিবার সহিত কলিকাতায় আগমন করেন, তখন তাঁহার কন্যা কৃষ্ণার বয়স তিন বৎসর। তাঁহার কলিকাতায় আসিবার প্রায় দুই বৎসর পরে কেশবচন্দ্র বিদ্যানিধি (মুখোপাধ্যায়) খাঁটুরাগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসিয়া জয়রাম তর্কালঙ্কারের বাটির অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে বাস করেন। জয়রাম তর্কালঙ্কার দুই বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া দার্শনিকদিগের সর্ব্বপ্রধান বিদায় পাইতেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে নয় দশ জন ছাত্র নিয়ত তাঁহার ব্যয়ে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হইত। কেশবচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া জয়রাম তর্কালঙ্কারের বিদ্যা ও দানশীলতার সুখ্যাতি শুনিয়া আপন পুত্র চন্দ্রশেখরকে তাঁহার ছাত্র করিয়া দিলেন, ও আপনি সর্ব্বদা তাঁহার তোষামোদ করিয়া ক্রমশঃ শ্রাদ্ধ পূজা বিবাহাদিতে নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্রের বিদ্যা অপেক্ষা চতুরতা অধিক ছিল, তিনি ধনদাস ছিলেন। অর্থই তাঁহার ঈশ্বর এবং উহার উপার্জ্জনই মোক্ষলাভ বিবেচনা করিতেন। চন্দ্রশেখর যখন জয়রাম তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া বিদ্যানুশীলন করিতেন, তখন তাঁহার বয়স আট নয় বৎসর। তিনি প্রায় ১০ বৎসর শিক্ষা করিয়া দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তর্কালঙ্কারের নিকট হইতে সপ্তাহে দুইটি টাকা লইয়া ইংরেজী শব্দ সকল লিখিয়া আনিয়া অভ্যাস করিতেন। তর্কালঙ্কার তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি কখন কখন হাসিতে হাসিতে বলিতেন "কৃষ্ণার বিবাহের জন্য আমার আর পাত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে না, যেহেতু চন্দ্রশেখরই কৃষ্ণার উপযুক্ত পাত্র।" কৃষ্ণার নবম বৎসর বয়ঃক্রমকালে যে প্রবল জ্বর হয়, সেই জ্বরে তাঁহার প্রাণের আশা কিছুমাত্র ছিল না। চন্দ্রশেখর সেই সময়ে যৎপরোনাস্তি সেবা শুশ্রূষা করেন; তাহাতে তিনি তর্কালঙ্কারের অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন। এই দারুণ রোগের অবসানে কৃষ্ণা এককালে স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই। প্রায় তিন বৎসর পরে, বয়সের পরিবর্ত্তনে, তাঁহার রোগের সম্যক্ শান্তি হয়, এবং তিনি শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তর্কালঙ্কার একদিন কেশবচন্দ্রকে কহিলেন যে তিনি কৃষ্ণার প্রাণের আশঙ্কা আর করেন না, যেহেতু কৃষ্ণা নীরোগ হইয়াছেন, এক্ষণে অভিমত হইলে তিনি শুভ দিন দেখিয়া চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কেশবচন্দ্র অতিশয় স্বার্থপর ব্যক্তি। তিনি জানিতেন, তর্কালঙ্কারের সংস্থান কিছুমাত্র নাই, কারণ তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, কখন কখন তাহা অপেক্ষায়ও অধিক ব্যয় করিতেন, সুতরাং এরূপ ঘরে তিনি পুত্রের

বিবাহ দিলে কিছুই পাইবেন না। তিনি সেই দিন নিশ্চিত কিছুই বলিলেন না, পর দিবস হইতে তাঁহাকে পল্লীস্থ তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে যাইতে নিষেধ করিলেন। চন্দ্রশেখর কৃষ্ণাকে ভালবাসিতেন কি না তাহা পূর্ব্বে চিন্তাও করেন নাই, কিন্তু যে দিন হইতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে তর্কালঙ্কারের বাটীতে যাইতে নিষেধ করিলেন, সেই দিন অবধি সহসা তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইতে লাগিল ও তিনি আপনাকে একাকী ও অসুখী বোধ করিতে লাগিলেন। এখন যত দিন যাইতে লাগিল, তাঁহার নির্জ্জনতা অতীব ক্লেশকর হইতে লাগিল। পাঠে কোন সুখ রহিল না;—কাব্যগ্রন্থ সকল রসহীন, দর্শন চিন্তাশূন্য ও উদ্দেশ্যশূন্য, সহপাঠীদিগের সঙ্গ ও তাঁহাদিগের সহিত আলাপ অসুখকর, জীবন দুর্ব্বহ বলিয়া প্রতিক্ষণই অনুমিত হইতে লাগিল। পিতার অনুমতি না পাইলে তিনি তর্কালঙ্কারের চতুষ্পাঠীতে যাইতে পারেন না, সুতরাং 'তাঁহার শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল না,' এই বলিয়া পিতৃ সমীপে পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ধনদাস কেশবচন্দ্র, চন্দ্রশেখরের অনুরাগের চিহ্ন সকল কিরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন? তিনি বিদ্যানুরাগী ভাবিয়া তাঁহাকে আবশ্যক মত যাইতে অনুমতি দিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় দীর্ঘকাল থাকিতে নিষেধ করিলেন। ধনদাস বুঝিলেন না যে, এই বাধাই প্রণয়াবর্ত্তের মূল কারণ হইল। তিনি চন্দ্রশেখরকে আবশ্যক মত যাইতে অনুমতি করিলেন, কিন্তু সেই আবশ্যকতা চন্দ্রশেখর নিত্যই বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে একাধিক বৎসর অতীত হইল। মধ্যে মধ্যে তর্কালঙ্কার বিবাহের প্রস্তাব করিলে চন্দ্রশেখর হেট মুখে নীরব থাকিতেন। তর্কালঙ্কার স্বভাবতঃ সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি কেশবচন্দ্রের হৃদয়ের কুটিল ভাব অণুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন, কেশবচন্দ্র অনুগত ও বাধ্য লোক, তাঁহার অনুরোধ অবশ্যই রক্ষা করিবেন। যাহা হউক, অতি অল্পকাল পরে তর্কালঙ্কার সহসা পক্ষাঘাত রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী ও কন্যা এককালে নিঃস্ব হইলেন। চন্দ্রশেখর তাঁহার গুরুর প্রসাদে যে সামান্য ইংরাজী শিখিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া ফোর্ট উইলিয়মস্থ জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সৈনিককে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। সাহেব তাঁহাকে ২০ টাকা বেতন দিতেন। এই বেতনের কিয়দংশ তিনি পিতাকে না জানাইয়া গুরুপত্নী ও কন্যার ভরণপোষণার্থ ব্যয় করিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

তিন দিন অতীত হইল। চন্দ্রশেখর অদ্য কৃষ্ণার নিকট হইতে বিদায় চাহিতে আসিয়াছেন। কৃষ্ণা প্রিয়জন-সমাগমে ঈষৎ হাস্যবদনা। তাঁহার সুকোমল শুভ্র কপোল যুগল সুরঞ্জিত; হিমাগমে মেরুস্থ নভোমণ্ডলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মনোহর বৈদ্যুতিক *আলোকে বিচিত্র। ক্ষণস্থায়ী আলোক, প্রতি নিমেষে বিলীয়মান। একটী শব্দমাত্র (নিদারুণ শব্দ) প্রণয়ীজনের শেল-সদৃশ-বিকাশোন্মুখ পুষ্পকলিকায় তুহিনপাতের ন্যায়—একটি শব্দমাত্র বা তদনুরূপ ভাব-প্রকাশ মাত্র, এবং সেই সুরঞ্জিত বৈদ্যুতিক বিভার বিলয় ও তৰ্বিসহ তুষারময়ী কৃষ্ণবর্ণা বিচ্ছেদরূপা নিশার সমাগম। একটি শব্দ-মাত্র—বিদায়—এবং এই নবীনা দ্রাক্ষালতা অনাশ্রিত, পরিশুষ্ক ও ভূতলশায়ী!

"প্রেম বিনা অবলার
সখি গো,
কি ধন আছে বল আর—"

প্রেম বিনা সরল হৃদয়া কৃষ্ণার আর কি আশা, কি আশ্রয় আছে? পিতা পরলোক গত—মাতা শোকে ও চিন্তায় জীর্ণা—অবস্থা পর-মুখ-সাপেক্ষ,—যাঁহারই সাপক্ষে তিনি অদ্য দূরদেশে যাইবার জন্য বিদায় লইতে আসিয়াছেন। দূরদেশ—পথ বিপদ্ সঙ্কুল অদৃষ্ট মন্দ! যদি সহসা কোন অমঙ্গল উপস্থিত হয়; যদি—যদি, না—না বিধাতঃ, তথাচ যদি—, তাহলে এ জীবন, এ আশা পূর্ণ সুধাময় হৃদয় কাহার জন্য? এই পৃথিবী, সুনীল সুচিত্র নভোমণ্ডল, পুষ্পদাম, দিবা, রজনী, সুগন্ধ সুমন্দ বায়ু কে সেবন করিবে? শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, প্রবলঝঞ্ঝাবাত হইতে কে রক্ষা করিবে? যৌবন-সুলভ কল্পনা বন্ধ্যা হইবে, আশা অন্ধ হইবে, আমুদ প্রজ্বলিত ও পরিশুষ্ক হইবে, বাসনা রুচিহীন হইবে; প্রাণ-বায়ু মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে পারে, যৌবন দুঃখযামিনীর ন্যায় অল্পে অল্পে মনো বেদনায় অবসিত হইতে পারে; কিন্তু তাহা হইলে নিদারুণ বিধাতার প্রতি অভাগিনী কৃষ্ণার এই করুণ প্রশ্ন অনুত্তর রহিয়া যাইবে "বিধাতঃ হে, এই কি মোর কপালের লিখন?"

চন্দ্রশেখর এক দিন কৃষ্ণার নিকট বিদায় লইতে আসিবেন, কৃষ্ণা তাহা শুনিয়াছেন কিন্তু অদ্যই কি সেই দিন? এই কি সেই সময়? নিশানাথ মলিনকান্তি হইলেও কুমুদিনী কি তাহার অস্তগমন প্রতীক্ষা করে? অদ্য সেই দিন না হইতে পারে, এখন দুই এক দিন বিলম্ব থাকিতে পারে; প্রণয়ী-

*Aurora

জনের পক্ষে এক মুহূর্ত্তই আশাপূর্ণ যুগশত! সেই আশাপূর্ণ মুহূর্ত্ত যুগশত বোধে কৃষ্ণা কি এক্ষণে সহাস্যবদনা ও রঞ্জিতকপোলা? না বাহ্য রাগ আন্তরিক অনুরাগে প্রতিভা মাত্র; দৃষ্টি মাত্রে, নাম উল্লেখ মাত্রেই সঞ্চার হয় এবং সোহাগে পরিবর্দ্ধিত ও হৃত অনুরাগে লয় হয়।

কৃষ্ণা নিকটবর্ত্তিনী হইলে, চন্দ্রশেখর তাঁহার সরল ও নির্ম্মল মুখ খানির প্রতি চাহিয়া ছল ছল নয়নে, অবনত মুখে দিক্‌ভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার চাহিলেন, দেখিলেন তাঁহার প্রফুল্ল মুখ খানি বর্ণান্তর ও মলিন হইতেছে। নয়নদুটি পূর্ব্ববৎ স্নেহপূর্ণ ও বিকশিত রহিয়া চিন্তার ভাব প্রকাশ করিতেছে। তিনি অবনত মুখে মৃদুস্বরে কহিলেন, "কৃষ্ণা আমি আজ যাইতেছি—তুমি বিদায় দিলে যাইতে পারি"। কৃষ্ণা সুসভ্য দেশের নায়িকা হইলে, বোধ হয়, মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন, এবং আমাদিগকে সুশীতল জল ও গন্ধ দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে হইত;—কিন্তু তিনি বিনতবদনে কিয়ৎক্ষণ নিঃস্তব্ধ থাকিয়া সুমৃদু বাক্যে একটি কথা-মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজই"?—যেন চন্দ্রশেখরের বাক্য সম্পূর্ণ শুনেন নাই, বা শুনিয়াও প্রতীত হয়েন নাই যে তিনি আজই যাইতেছেন। চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন, "আজই—তুমি বিদায় দিলে"। অনুরাগিণীর মুখ হইতে অনুরাগের কথা শুনিতে কাহার না ইচ্ছা হয়, বিশেষ বিদায় কালে? কিন্তু চন্দ্রশেখরের অতিরিক্ত স্বার্থপর কৌতূহলের আমরা এস্থলে নিন্দা না করিয়া থাকিতে পারি না। কৃষ্ণা কি বলিবেন? তিনি সম্পদহীন বালিকা, তাঁহার অভিজ্ঞতা কি আছে? তিনি কি কোন পরামর্শ দিতে সক্ষম? বা স্ত্রীসুলভ লজ্জা পরিহার করিয়া তাঁহাকে থাকিতে অনুরোধ করিতে পারেন? তাঁহার স্নেহপূর্ণ ছল ছল নয়ন দুটি যেন এই প্রতি মুহূর্ত্তেই বলিতেছে।

"ভালবাসি বলে,
তাতেই কি দুঃখ দিতে এলে?
যে তোমারি অনুগত,
তারে ছাড়া অনুচিত"—

কৃষ্ণার প্রণয় স্ফুট প্রণয় নহে। তাঁহার প্রণয় যদি অস্ফুট না হইত, যদি উহা গিরিনিঃসৃত সলিলের ন্যায় নির্ম্মল না হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতে পারিতেন

"যাবে যদি কবে আসিবে বলে যাও"—
"প্রাণনাথ নিদয় হয়ে বিদায় চেহ না"—
"যাবে যাওহে গুণমণি যাই যাই আর বলনা"

কৃষ্ণা যদি এরূপ বলিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে আমরাও এ ব্যবসা পরিত্যাগ করিতাম। যখন নিতান্তই জানিলেন চন্দ্রশেখর আজই যাইতেছেন, তখন তিনি নিস্তব্ধে হেটমুখে অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিলেন।

"নয়নের বারিধারা যদিও রাখিতে পারে।"

এস্থলে তাহাও সম্ভব নহে, যেহেতু চন্দ্রশেখর আপন ইচ্ছার বশবর্ত্তী নহেন। তদ্ব্যতিরিক্ত কৃষ্ণার জন্য সাধ্যমত সংস্থান করা

তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই অনুমিত হইতেছে। তিনি সেই কর্ত্তব্য-সাধনে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিতেছেন, তবে বিদায়-যাতনা, তাহা অপরিহার্য্য।

—"আগে না ভাল বসিতাম,
তাহলে কি দুঃখী হতাম;
ভালবাসি বলে এখন কাঁদালে আমায়।"

যাতনা উভয় পক্ষেই সমান। চন্দ্রশেখরও বিগলিতনয়ন, তাঁহার হৃদয় দুঃখ বেগে উচ্ছ্বলিত, কণ্ঠ বাক্শক্তি হীন। তিনি এই রূপ ভাবে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, কৃষ্ণার মস্তক স্পর্শ করত আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ফিরিয়া চাহিতে পারিলেন না। কয়েক মুহূর্ত্ত গত হইল। এইক্ষণে তাঁহার প্রাণের কৃষ্ণা হৃদয়-পটের ছবিমাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হরমোহন বাবুর বাটী।

সময়! তুমি কতই পরিবর্ত্তন দেখিতেছ। সেই সতত আদিরস-প্রিয় সুরসিক ধনাঢ্য হরমোহন বাবু আজ কোথায়, এবং তাঁহার তৎকালীন মনোহর অট্টালিকাই বা কোথায়? গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাগমে যে সুন্দর পুষ্করিণীর বাঁধা-ঘাটে তিনি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা প্রমদাগণকে জল লইয়া যাইতে দেখিয়া আনন্দে সহচরদিগকে কহিতেন, 'মেদিনী হইল মাটী,' অথবা 'শিহরে কদম্ব-ফুল' ইত্যাদি,

আজ সেই সুন্দর পুষ্করিণী, সেই রম্য বাঁধা ঘাট কোথায়? যে পোষ্য ভট্টাচার্য্যগণ কর্ত্তাবাবুর পরিতুষ্টির জন্য 'বাহু দ্বৌ চ মৃণালমালাকমলং' বা'ঝটিতি প্রবিশ গেহং' প্রভৃতি সুললিত কবিতা পাঠ করিয়া বাবুর হর্ষোৎপাদন ও আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেন, আজ তাঁহারা, ও সেই সতত সুক্তাপেক্ষ প্রভুভক্ত রূপো খানসামাইবা কোথায়?

সময়! তুমিই একমাত্র সাক্ষী। তুমি সেই গুণনিধির ক্রিয়াকলাপ সমস্তই দেখিয়াছ, তুমিই সহৃদয় পাঠকগণকে বলিতে পার যাহা লিখিত হইতেছে তাহা সকলই সত্য কি না।

আজ বৈশাখ মাসের ১২ দিন। এই ১২ দিন হইল কর্ত্তাবাবুর বাটীতে প্রতিদিন প্রভাতে ভারত পাঠ হইতেছে, ও অপরাহ্নে তৎসংক্রান্ত "কথা" হইতেছে। প্রভাতে ভারত-পাঠ শুনিবার সম্পূর্ণ ভার নারায়ণের উপর সমর্পিত হইয়াছে; সুতরাং শালগ্রাম শিলা প্রতিদিন প্রাতে স্নানাদি করিয়া শ্বেতচন্দন মাল্যাদিতে বিভূষিত হইয়া, কর্ত্তা

বাবুর প্রাঙ্গণে স্বর্ণময় সিংহাসনে বসিয়া বা শুইয়া নিস্তব্ধে পাঠের দোষগুণ বিবেচনা করেন। অপরাহ্ণে কর্ত্তাবাবু স্বয়ং আসিয়া বেদির পার্শ্বে বসিয়া কথকতা শ্রবণ করেন। কিন্তু কর্ত্তাবাবু সর্ব্বদা সুস্থির চিত্তে শুনিতে পারেন না, এই জন্য শালগ্রামশিলা তৎকালেও উপস্থিত থাকেন, বাবুর ইন্দ্রিয়াদির সহসা অসংযম হইলে, তিনি তাঁহার হইয়া শ্রবণ করেন।

পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তাবাবু আজও বেদির পার্শ্বে বসিয়া আছেন। কথক ঠাকুর বেদিতে বসিয়া আচমন ও শ্রীহরিনাম স্মরণ পূর্ব্বক সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে নানাবিধ ফুলাভরণ প্রস্তুত আছে। সমাধি অন্তে তাঁহার পবিত্র শরীরের যথাবিধ স্থানে নিহিত হইবে। বেদির তিন পার্শ্বে মনোহর সভা হইয়াছে। সম্মুখে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র আসন সংস্থাপিত আছে। এক পার্শ্বে কায়স্থদিগের বসিবার জন্য রক্তবর্ণ বনাত ও অপর পার্শ্বে নবশাখদিগের জন্য একখানি সুন্দর গালিচা পাতা হইয়াছে। আমরা যে সময়ের বিবরণ লিখিতেছি, সেই সময়ে ধনের গৌরব অপেক্ষা জাতি-মর্য্যাদা অধিক থাকাতে বসিবার স্থানের এইরূপ বিভিন্ন আয়োজন হইয়াছে। প্রাঙ্গণের সম্মুখে দালান; এই স্থানে পল্লীস্থ কুলমহিলাদিগের বসিবার জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ জাতিভেদে আসনের স্বতন্ত্রতা নির্দ্দেশ হইয়াছে। মুসলমানদিগের অনুগ্রহে তৎকালে অতি উত্তম চিক প্রস্তুত হইত, কর্ত্তামহাশয়ের ব্যয়ে অতি মূল্যবান সাতটি চিক্‌দ্বারা দালানের সম্মুখের আটটি থাম মোড়া হইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের অস্পষ্ট বা অলক্ষিত ভাবে আসিবার কোন আয়োজন হয় নাই; কেন হয় নাই, তাহা আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র শুনিয়াছিলাম যে এবিষয় রূপো খানসামা অবগত ছিল, কিন্তু যেহেতু সেই প্রভুভক্ত ভৃত্য মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এসম্পর্কে কোন কথা কহে নাই, এই জন্য উহার বিশেষ গবেষণার প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্ফল ভাবিয়া ক্ষান্ত রহিলাম। এস্থলে নব্য পাঠকদিগের মধ্যে এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে, যে, ভদ্রস্ত্রীলোকদিগের বসিবার স্থান অন্দরে নির্দ্দেশ না হইয়া কেন দালানে নির্দ্দেশ হইল, এ বিষয়েও কর্ত্তা মহাশয়ের সহৃদয়তার একটি স্পষ্ট লক্ষণ যে অনুভূত হইবে, তাহার আর অণুমাত্র সংশয় নাই। ইদানীন্তন বর্দ্ধিষ্ণু লোকের বাটির প্রাঙ্গণের তিনপার্শ্বে বারাণ্ডা প্রস্তুত হয়, তথায় স্ত্রীলোকেরা অলক্ষিতভাবে বসিয়া যাত্রা অভিনয়াদি দর্শন করেন। পূর্ব্বে বারাণ্ডা প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কার হয় নাই; অন্দরের দিকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানালা ছিল, তথায় পরিবারস্থ কুলকামিনীরা বা তাঁহাদিগের নিকটসম্পর্কীয়েরা মাত্র বসিয়া কথা শুনিতে পারেন, সুতরাং পল্লীস্থ কুলকামিনীদিগের জন্য আর কিরূপ উত্তম আয়োজন হইতে পারে? বিশেষ, কর্ত্তাবাবুর মতে কথকতা

স্ত্রীলোকদিগের মনস্তুষ্টির জন্য, সুতরাং তাঁহাদিগের বসিবার স্থান কথক ঠাকুরের সম্মুখে নির্দ্দেশ করাই আবশ্যক। অপিচ তাঁহাদিগের প্রকৃত মনস্তুষ্টি হইতেছে কি না, অর্থাৎ কথক ঠাকুর হাস্য, করুণ, বীর প্রভৃতি রস উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিতে পারিতেছেন কি না, তাহাও তিনি সম্মুখে থাকিয়া, স্পষ্ট না হউক, কথঞ্চিত উপলব্ধি করিতে পারিবেন, এই এক কারণেও তিনি তাঁহাদিগের বসিবার স্থান এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাহাহউক, সন্ধ্যার অন্তে যখন কথক-ঠাকুর মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে পার্শ্বস্থ রৌপ্যময় পাত্র সকল হইতে স্তূপাকার মূল্যাভরণ সকল একে একে লইয়া যাহা গলদেশের তাহা গলদেশে দিতেছেন, যাহা মস্তকের তাহা মস্তকে রাখিতেছেন, যাহা কণ্ঠের তাহা কণ্ঠে পুরিতেছেন;—যখন দুই একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক গামছাখানি লইয়া মুখটি মুছিয়া অঙ্গ (বা অনঙ্গ) বিন্যাস ও অভিনয়োচিত হাব ভাবাদি প্রকাশের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহার মাতা অতি দীনভাবে প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া দালানে যাইবার উপক্রম করিতেছেন। আদ্যাশক্তি ভগবতীর রূপ বর্ণনা কালে কবি যেরূপ তাঁহার মুখ বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণের সৌন্দর্য্য গান করিয়া আপনাকে সার্থক বোধ করিয়াছিলেন, আমরাও অদ্য কৃষ্ণার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে তাহারই বাক্য অনুসরণ করিয়া গাইতেছি—

'যাঁর চরণ নখেতে কোটি ইন্দু পরকাশ।'

কৃষ্ণা একখানি সামান্য পট্ট বস্ত্রে কৌমুদীর লাবণ্য আবরণ করিয়া যাইতেছেন। হরমোহন বাবু দেখিলেন, দেখিয়া সহসা বিস্মিত, চিন্তিত ও অস্থির হইলেন। বহুদিন—প্রায় চারিবৎসর হইল, তিনি কৃষ্ণাকে দেখিয়াছিলেন। কৃষ্ণা ও তাঁহার মাতা অবগুণ্ঠিতা ছিলেন, সুতরাং স্থির করিতে পারিলেন না কোন্ জন কর্ত্তৃক তাঁহার অট্টালিকা অদ্য অপরাহ্ণে অলঙ্কৃত ও পবিত্র হইল? হরমোহন বাবুর বুদ্ধির পরিমাণদণ্ড নিরন্তর হেলিতে দুলিতে লাগিল;—চিন্তারূপ পক্ষী মস্তিষ্কনীড় পরিত্যাগ করিয়া পল্লীস্থ প্রতি গৃহস্থের বাটী অনুসন্ধান করিতে লাগিল;—অনুরাগ মার্জ্জার 'মেও মেও' রবে বাবুর হৃদয়-পুরী আকুলিত করিয়া তুলিল! বাবু এইক্ষণে সুখহীন, সহায়হীন, বিবেকহীন। তিনি সস্পৃহ নয়নে এক একবার দ্বার দেশের দিকে চাহিতে লাগিলেন, প্রভুভক্ত রূপচাঁদ তথায় উপস্থিত নাই। সহসা তামাকের অভাব হইল; তিনি রূপচাঁদকে ডাকিলেন। নির্জ্জন পার্ব্বতীয় স্থানে শব্দ করিলে যেরূপ তাঁহার গুহায় উহা প্রতিধ্বনিত হইয়া ক্রমে শিখর দেশ পর্য্যন্ত ধাবিত হয়, বাবুর বাক্য মুখে মুখে সেইরূপ প্রতিধ্বনিত হইয়া দ্বারদেশ পর্য্যন্ত ছুটিল। নিকটস্থ দ্বারপাল রূপচাঁদকে খুজিবার জন্য অন্তঃপুরে একজন

দাসীকে পাঠাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে শশব্যস্তে সেই দিকের খানসামা আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। গুণনিধি তখন কথঞ্চিৎ মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন, অর্থাৎ তামাক পাল্‌টাইয়া দিতে বলিলেন। রূপচাঁদ তামাক লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিলে, গুণনিধি আঁখি ঠেরিয়া তাহাকে উপস্থিত থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। রূপচাঁদের বুদ্ধির পরিমাণ দণ্ড ফেলিতে ঢুলিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল কি জন্য অন্যান্য চাকর থাকিতে কর্ত্তাবাবু তাহাকেই ডাকিলেন;—যদি প্রকৃত তামাক পাল্‌টাইবার আবশ্যক হইত, তাহা হইলে অন্য কোন চাকর তাহা করিতে পারিত;—অনুপস্থিত থাকিবার জন্য তিনি কি মনে করিয়াছেন? তিনি কি রাগ করিয়াছেন? কৈ তা ত কিছু বোধ হয় না। রূপচাঁদের তীক্ষ্ণ চক্ষুতে শীঘ্রই লক্ষিত হইল বাবু মুহুর্মুহু একদিকেই চাহিয়া আছেন। রূপচাঁদ তখন কর্ত্তাবাবুর অনুরাগ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া সুস্থমনে তাঁহার নয়ন পথের পথিক হইল। ইত্যবসরে একটি পারাবত শিশু দালানের উপর হইতে সহসা ভূমিতে পতিত হওয়াতে রূপচাঁদ অতি করুণভাব অবলম্বন করিয়া শশব্যস্তে উহাকে লইয়া দালানে রাখিয়া আসিবার জন্য গিয়া দেখিল যেদিকে কর্ত্তাবাবু চাহিতেছেন, সেই দিকে কৃষ্ণা ও তাঁহার মাতা বসিয়া আছেন। রূপচাঁদ পারাবত-শিশুটি দালানে রাখিয়া আসিলে, কর্ত্তাবাবু সহাস্য মুখে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, 'কেমন?' রূপচাঁদ জোড়হস্ত করিয়া কহিল "আজ্ঞা হাঁ—এই যে—এই—ঐখানে রেখে এলুম" এদিকে কথা আরম্ভ হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে যখন কথকঠাকুর নারায়ণ, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বন্দনা করিয়া * সময়োচিত মূলতান রাগ আশ্রয়পূর্ব্বক যথাবিধি শ্রীকৃষ্ণের করুণা প্রার্থনা † ও 'আত্মসার' করিয়া কথকতার অবতারণ করিলেন; এমন সময়ে ক্ষণনির্ম্মল ক্ষণ-বাত্যাসঙ্কুল বৈশাখ গগনের উত্তর দিকস্থ নিবিড় মেঘরাশি হইতে ঝটিকা

---

* অনর্পিতচরং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥
তুলসীকাননং যত্রযত্র পদ্ম বনানি চ
পুরাণপঠনং যত্রতত্রসন্নিহিতো হরিঃ।
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্।

† কুরুদীনেময়ি করুণাবলেশং
বিবিধভবভাবিতচরণসরোরুহং হর মম ক্লেশমশেষং।
নন্দতনুজ মে যাচিতমেবং শমনপুরং প্রতিযানং।
শময় রামধনে বহুজনসঞ্চিতকলিকৃতদুরিতমশেষং॥

উঠিল। দেখিতে দেখিতে সেই নিবিড় মেঘরাশি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে, কেশ বেশ-অস্থিরা কৃষ্ণবর্ণা মুখরা রমণীর কন্দল সময়ে ক্ষণে ক্ষণে ব্যঙ্গসূচক হাস্যের ন্যায় বিদ্যুৎ আলোক প্রকাশ পাইতে লাগিল। তৎপরে নেত্রবিগলিত অশ্রুরাশির ন্যায় সহস্র বারিধারা পড়িতে লাগিল। কথক ঠাকুর আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কর্ত্তাবাবু ও শ্রোতৃবর্গ উঠিলেন। ইত্যবসরে রূপচাঁদ শীঘ্র আসিয়া কর্ত্তাবাবুর সম্মুখস্থ হইলে, তিনি তাহার সহিত কথক ইঙ্গিতে কথক বা মৃদুস্বরে কথা কহিলে, রূপচাঁদ আগন্তুকদিগকে বাবুর বৈঠকখানায় লইয়া চলিল। এদিকে সহৃদয় কর্ত্তা মহাশয় দালানে আসিয়া অবনত মুখে পল্লীস্থ কুলকামিনীদিগকে অন্তঃপুরে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা সকলেই অবগুণ্ঠিতা হইয়া অন্তঃপুরে যাইতে বাধ্য হইলেন। পরম দয়াবান কর্ত্তা মহাশয় ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি স্বয়ং অন্তঃপুরে যাইয়া কর্ত্রীমহোদয়াকে ডাকিয়া তাঁহাদিগের সকলকে সমাদর করিতে ও সন্ধ্যা অতীত হইলে সকলকেই পরিতুষ্টরূপে আহার করাইয়া বিদায় দিতে আজ্ঞা করিতেছেন, এমন সময়ে কৃষ্ণা ও তাঁহার মাতাকে নিকট দিয়া যাইতে দেখিয়া, তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত হইয়া কৃষ্ণার মাতাকে কহিলেন, 'মা আজ আমার বাড়ী পবিত্র হ'লো; আমি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হ'লুম যে আর কথা হইল না, কাল অনুগ্রহ করিয়া পদার্পণ করিবেন।' কৃষ্ণার মাতা অবগুণ্ঠিতা ছিলেন, (তৎকালে অতি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও অনাত্মীয়দিগের নিকট অবগুণ্ঠিতা থাকিতেন) সুতরাং তিনি কোন কথা কহিলেন না। কর্ত্তাবাবুরও উত্তর পাইবার কোন প্রত্যাশা ছিল না, তথাচ যতক্ষণ কৃষ্ণাকে সম্মুখে দেখিতে পায়েন, ততক্ষণই প্রীতির বিষয় সন্দেহ নাই। তাঁহারা নিকট হইতে চলিয়া গেলে, কর্ত্তা বাবু অল্পে অল্পে বহির্বাটীতে আসিতে আসিতে মনে মনে কৃষ্ণার রূপের প্রশংসা করিয়া কহিলেন, 'ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমম্বুজেন"। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না, সহচর ব্রাহ্মণদিগের মুখে যে সমস্ত আদিরস-ঘটিত শ্লোক সর্ব্বদা শুনিতেন, তাহাদিগের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ, আজ তাহাই প্রয়োগ করিলেন। আমরাও সম্প্রতি তাঁহাকে ধন্যবাদ দি যে, তিনি আর কিছু না বলিয়া উক্ত শ্লোকের কিয়দংশ মাত্র উল্লেখ করিলেন।

এ দিকে ঝড় বৃষ্টি থামিলে কর্ত্তাবাবু আগন্তুকদিগকে যথাবিধ সমাদরপূর্ব্বক বিদায় দিয়া, আপনি একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে একাকী থাকিতে ভালবাসিতেন না; আজ সহসা তাঁহার রুচির পরিবর্ত্তন হইল। তিনি একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কথক মহাশয় আহারাদি করিয়া, মন্দস্বরে গান করিতে করিতে বাবুর নিকট আসিয়া বসিলেন। কথক ঠাকুরকে দেখিয়া কর্ত্তা

বাবুর চিন্তার গতি ভিন্ন দিক অবলম্বন করিল। কর্ত্তাবাবু মৃদুহাস্য-বদনে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার সহিত আলাপ করিতেনিযুক্ত হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাটনা।

মাসাধিক নৌকাযাত্রার পর চন্দ্রশেখর নির্ব্বিঘ্নে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার মাতামহের বন্ধু শ্রীযুত রায় লোকনাথ চৌধুরী তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহের সহিত আপন আলয়ে রাখিতে যত্ন করাতে, চন্দ্রশেখর তাঁহারই আলয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। স্থাবর সম্পত্তি সমস্ত বিক্রীত হওয়া অল্প দিনের কার্য্য নহে, সুতরাং তাঁহাকে দীর্ঘকাল পাটনায় থাকিতে হইবে। অস্থাবর সম্পত্তি সকল তত্রস্থ ভদ্রলোকেরা একত্র হইয়া যেরূপ মূল্য স্থির করিলেন, চৌধুরী মহাশয় সেই মূল্য চন্দ্রশেখরকে দিয়া, তাঁহার সম্পত্তি সমস্ত আপনি রাখিলেন। উক্ত সম্পত্তি সকল বিক্রয়ে চন্দ্রশেখর প্রায় চারি সহস্র মুদ্রা পাইলেন। একদা চন্দ্রশেখর স্নানহেতু নদী-কূলে আসিয়া দণ্ডায়মান আছেন, তাঁহার নিকটে একটি ভগ্নমন্দির; তথায় একজন সাধু পুরুষ একাকী বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার অল্প বয়স ও সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে চন্দ্রশেখর সহসা আকৃষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ইনি অল্পবয়সে কি হেতু বিষয় বাসনা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক হইয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক তথায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল না। তিনি তখন স্থির করিলেন অপরাহ্ণ বা সায়ংকালে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবেন।

চন্দ্রশেখর পূর্ব্বোক্ত রূপ চিন্তা করিতে করিতে চলিতেছেন। তাঁহার স্বাভাবিক সুশ্রী মুখকান্তি মাসাধিক নৌকা যাত্রায় ও নির্ম্মল বায়ু সেবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া অতীব মোহন ভাব ধারণ করিয়াছে। একে সুন্দর ব্রাহ্মণদেহ, তাহাতে নির্ম্মলজীবনের জ্যোতিঃ, তাহাতে নীহারসিক্ত প্রফুল্লকুসুম সদৃশ নবপ্রেম-রঞ্জিত যৌবন, তাহাতে আবার সুশিক্ষার ভাতি, একাধারে এই সমস্ত শোভা একত্র হওয়াতে, চন্দ্রশেখর দর্শক-মাত্রেরই শ্রদ্ধা, অনুরাগ বা প্রীতির পাত্র হইয়া যাইতেছেন। পথিমধ্যে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর উচ্চ অট্টালিকা ও তদাশ্রিত বহুদূরব্যাপি এক সুরম্য উপবন। চন্দ্রশেখর যখন উহার নিকট দিয়া গমন করেন, তিনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে নয়নস্নিগ্ধকর এক নবীন রূপরাশি দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল।

ঐ রূপরাশি এক জন যবন কন্যার। ইনি বাতায়নে স্বীয় নবীন যৌবনের ভার দিয়া একটি পুষ্পগুচ্ছের প্রতি চাহিয়া আছেন; নিম্নস্থ পথগামী চন্দ্রশেখরের প্রতি সহসা দৃষ্টিনিক্ষেপ হওয়াতে কিঞ্চিৎ অস্থিরা হইলেন। চন্দ্রশেখর সেই মনোরমমূর্ত্তির প্রতি আর একবার চাহিলেন—বিধাতার সুকৌশল সম্পন্ন কোন পদার্থের প্রতি জনগণ-মাত্রই যেরূপ বিস্মিত-নয়নে চাহেন, তিনিও সেই ভাবে চাহিয়া চলিলেন; কিন্তু যবন-কন্যার তিনি তদবধি সম্পৃহ অনুরাগের পাত্র হইলেন।

সায়ংকাল হইলে, চন্দ্রশেখর যখন নদী-তটে পূর্ব্বোক্ত সাধুপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হেতু যাইতেছেন, দেখিলেন, সেই সুন্দরী অতি মূল্যবান্ পরিচ্ছদে শোভিতাহইয়া উপবনে বসিয়া সহচরীদিগের সহিত হাস্য আলাপন করিতেছেন! তিনি নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রশেখর নদীতটে উপনীত হইয়া দেখিলেন, ভগ্ন মন্দিরে সেই সাধু পুরুষ বসিয়া একমনে পাঠ করিতেছেন। তিনি মন্দিরের দ্বার দেশে আসিয়া, প্রণত হইয়া, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, সাধু পুরুষ তাঁহাকে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে. কি হেতু আমার ন্যায় সঙ্গিহীন, সম্পত্তিহীন জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন? তাঁহার বাক্য শুনিবামাত্র চন্দ্রশেখরের বোধ হইল যেন কোন মর্ম্মস্থ দুঃখ ও সাধারণ জনের প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁহার হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে নিহিত আছে। তিনি উপস্থিত কৌতূহল অপ্রকাশ রাখিয়া কহিলেন 'ভগবন্! পবিত্র সুখের প্রস্রবণ দয়াময় ঈশ্বর যাঁহার সতত সঙ্গী এবং ধর্ম্ম ও তদনুষ্ঠান যাঁহার সম্পত্তি, তিনি কি প্রকারে বন্ধুহীন হইতে পারেন?' চন্দ্রশেখরের সদুত্তর শুনিয়া তিনি প্রীত হইয়া তাঁহার মুখের প্রতি চাহিলেন, যেন সেই দৃষ্টিতে তাঁহার হৃদয় পরীক্ষা করিলেন, চন্দ্রশেখর অটল ভাবে পরীক্ষা দিলেন। তিনি তখন যত্নের সহিত চন্দ্রশেখরকে সম্মুখে বসিতে আদেশ করিলেন। চন্দ্র-শেখর বসিয়া ভাবিলেন, তিনি ইতি পূর্ব্বে যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় ভিত্তিশূন্য। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে-ছেন, এমন সময়ে সাধু পুরুষ তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ সহাস্য বদনে কহিলেন, আপনি আমার সম্পর্কে যাহা ভাবিতেছেন তাহা নিতান্ত অমূলক নহে। চন্দ্রশেখর তাঁহার এই বাক্য শুনিবামাত্র চমকিত হইয়া কহিলেন, 'ভগবন্! বস্তুতঃ আমি আপনকার সম্পর্কে কিছু চিন্তা করিতে-ছিলাম, কিন্তু আমি কি চিন্তা করিতেছিলাম, এবং আমার চিন্তার বিষয় যে নিতান্ত ভিত্তি শূন্য নহে তাহা আপনি কি প্রকারে জ্ঞাত বা অনুমান করিলেন?' সাধু পুরুষ তাঁহার এই কথায় সবিশেষ কোন উত্তর না করিয়া তাঁহার নাম, ধাম ও পাটনায় আসিবার উদ্দেশ্য বিষয়ে আলাপন করিয়া কহিলেন, এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত, আপনি যদি

কল্য আসিয়া অনুগৃহীত করেন,তাহা হইলে, অন্যান্য বিষয়ের আলাপ করিব।' চন্দ্রশেখর প্রণামান্তে উঠিয়া আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছেন, পথি মধ্যে পুনরায় সেই সুরম্য অট্টালিকার বাতায়নে সেই সুন্দরী যবন-কন্যাকে দেখিলেন। তাঁহার বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূর যাইতে না যাইতে, রাস্তার অপর দিক হইতে অবগুণ্ঠিতা একজন রমণী তাঁহার সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি এস্থানে অতি অল্প দিন আসিয়াছেন?' চন্দ্রশেখর উত্তর করিলেন 'হাঁ, আমি কলিকাতা হইতে অতি অল্প দিন আসিয়াছি'। সেই স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল 'আপনার পাটনায় আসিবার উদ্দেশ্য কি?' তিনি অকপটে কহিলেন তাঁহার স্বর্গীয় মাতামহের কিছু স্থাবর সম্পত্তি আছে, তাহা বিক্রীত হইলে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবেন। তৎপরে তিনি কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, এ বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে কহিলেন 'তুমি স্ত্রীলোক হই। তোমার এ সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি?' স্ত্রীলোকটি আর কোন কথা না কহিয়া অল্পে অল্পে সান্ধ্যতিমিরে বিলোপিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

উহা কি হইতে পারে?

চন্দ্রশেখর আবাসে আসিতে আসিতে ভাবিতে লাগিলেন এ স্ত্রীলোকটি কে? কি জন্য তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, এবং তাঁহার পাটনায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া উহারর কি মনোরথ সিদ্ধ হইল? তিনি তাঁহাকে অকপটে আত্মপরিচয় দিয়া কি ভাল বা মন্দ কার্য্য করিলেন? উহার জিজ্ঞাসা সকল কি সামান্য কৌতূহল চরিতার্থ মাত্র, বা কোন অভিসন্ধি সম্ভূত? প্রকৃত রূপবান্ বা গুণবান্ ব্যক্তি আপন রূপ বা গুণকে সামান্য বিবেচনা করে,—যদি তা না হইত, তাহা হইলে প্রকৃত গুণের বা সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী কয়জন হইত?—তিনি এরূপ চিন্তা করেন নাই যে, তাঁহার রূপের পক্ষপাতিনী হইয়া ঐ স্ত্রীলোকটি স্বয়ং বা অন্য কোন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিল। চন্দ্রশেখর সরল হৃদয়ে তাঁহার মাতামহের বন্ধুকে এই ঘটনা সবিস্তার বর্ণন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উহা কি হইতে পারে? তিনি চন্দ্রশেখরের মুখের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ সহাস্য বদনে কহিলেন "কি জানি বাপু সে বিষয় তুমি চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পার।" ইহাতেও চন্দ্রশেখরের চৈতন্য হইল না। তিনি তৎপরে সাধু পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি কহিলেন, "আমি লোকমুখে তাঁহার ক্ষমতার কথা অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু স্বয়ং

বলিতে পারি যে, তিনি একজন প্রকৃত পূণ্য ব্যক্তি''।

রাত্রি অবসান হইলে, প্রত্যূষে চন্দ্রশেখর নদীতীরে আসিয়া স্নান বন্দনাদি সমাপন করিয়া আবাসে ফিরিয়া আসিতেছেন, পথি মধ্যে পূর্ব্ব রাত্রে যে অবগুণ্ঠিতা স্ত্রীলোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, সে নিকটে আসিয়া বন্দনাদি করিয়া কহিল 'আপনি যে জমি বিক্রয়ের কথা গত রাত্রিতে কহিয়াছিলেন, আমি তাহার খরিদার জোগাড় করিতে পারি, আপনি বলুন শতকরা কিরূপ দালালি দিতে পারেন'। চন্দ্রশেখর স্ত্রীলোকের মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খরিদার কে'? সে উত্তর করিল 'শাহাজাদি সুরজিহান্'। তৎপরে কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব করিয়া কহিল 'আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি'। চন্দ্রশেখর কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিয়া কহিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ হইয়া যবনীর নিকট যাইতে পারিব না, আর জমি বিক্রয় সম্বন্ধে ভার শ্রীযুক্ত রায় লোকনাথ চৌধুরী মহাশয়ের উপর আমি সমস্ত দিয়াছি, তিনি যাহা করেন, তাহাই হইবে'। সুতরাং স্ত্রীলোকটি ভগ্ন চিত্তে চলিয়া গেল।

প্রায় দুই সপ্তাহকাল চন্দ্রশেখর প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকাল পূর্ব্বগত সেই পথ দিয়া গমনাগমন করেন। ক্রমশঃ সেই সাধু পুরুষের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রালোচনে, তাঁহার প্রতি চন্দ্রশেখরের ভক্তি অধিকতর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। চন্দ্রশেখরের পক্ষে এক্ষণে একমাত্র কৃষ্ণার বিরহ-তাপ ব্যতীত বিদেশে আর কিছুই কষ্ট নাই। যাঁহার বাটিতে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তিনি প্রতি দিন সাধু পুরুষের সহিত শাস্ত্রালাপন-সুখ উপভোগ করেন। তিনি লোকনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আত্মীয় বলিয়া, পরিচিত ব্যক্তিসকলের নিকট সম্মানিত, ও দুষ্ট জন কর্ত্তৃক পরিহার্য্য; তথাচ, দুরদৃষ্টের লক্ষ্য বস্তু। উহার অলক্ষ্য নিষ্ঠুর শরের শরব্য। সে শর পরিহার করা মনুষ্যের সাধ্য বা আয়ত্তাধীন নহে। উহা কি সদসৎকর্ম্মের ফলাফল? কি নিয়তি? কি যোজনান্তরিত গ্রহগণের ঐশিক, কি বৈদ্যুতিক, কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি? অস্ফুট মনুষ্য বুদ্ধি বা বিজ্ঞতায় তাহা নির্ণীত হয় নাই।

একদা সায়ংকাল সমাগমে চন্দ্রশেখর আবাসে ফিরিয়া আসিতেছেন, আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে। চন্দ্রশেখর অনন্যমনে দ্রুত পদে চলিয়া আসিতেছেন। পথে লোক জন নাই, অন্ধকার গাঢ়। পূর্ব্বোক্ত উপবনের কয়েকটি দ্বারে মধ্যে একটি দ্বার উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। উহার পার্শ্ব দিয়া একটি বক্র পথ, এই পথ দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইবে। তিনি ভ্রমক্রমে উপবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে যাইতে না যাইতে, তাহার ভ্রম অবসান হইতে না হইতে, দুই জন বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক

ধৃত হইলেন। তিনি বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে কেহই কিছুই বলিল না; তাঁহাকে লইয়া চলিল। তিনি ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, নির্জ্জন উপবনে তাঁহার করুণ আর্ত্তনাদ প্রতিধ্বনিত হইল মাত্র, সাহায্যার্থে কেহই আসিল না। পথ অন্ধকারময়। চতুর্দ্দিকে ক্ষুদ্র ও বিশাল তরুশ্রেণী। মনোহর কুঞ্জ ও লতাবিতান প্রভৃতি কোথায়? আপন অবস্থান্তরে প্রকৃতির যাহা অতি সুন্দর ও সুরম্য তাহা এক্ষণে কদর্য্য ও ভীষণ। তিনি বন্দী হইয়া চলিলেন; সহসা দূরে আলোকিত পুরী, তথায় দুইজন বলবান্ পুরুষ তাঁহাকে লইয়া চলিল। পুরীমধ্যে চন্দ্রশেখর আনীত হইলে, তিনি দেখিলেন যে দুই জন পুরুষ তাঁহাকে আনিয়াছে, তাঁহারা অল্পবয়স্ক, অজাত শ্মশ্রু, কিন্তু বিশেষ বলিষ্ঠ। তাহাদিগের মস্তকে উষ্ণীষ; পরিধান ধুতি। গৃহ সুসজ্জিত, জনশূন্য। চারি দিক্ বর্ত্তিকালোকে সমুজ্জ্বল। এক দিকে মূল্যবান সুবর্ণ মুক্তাদি খচিত সিংহাসন। তিনি সেই দুই জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি অপরাধে তাঁহাকে সেস্থলে লইয়া আসিয়াছে; ইহা কাহার বাটী এবং তাহারাই বা কে? তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন কি অপরাধে ধৃত হইয়াছেন, তাহারা গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল "রাজকুমার আসিলে সে বিষয়ের মীমাংসা হইবে।" প্রায় দুই দণ্ড অতীত হইল, তথাপি রাজকুমার আসিলেন না। চন্দ্রশেখর দণ্ডায়মান। পরে দূরে সুমিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের সুমধুর নিঃস্বন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া সহসা নিস্তব্ধ হইল। চন্দ্রশেখর স্থিরকর্ণে শুনিতেছিলেন, সহসা চমকিত হইলেন, পার্শ্বের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং অতীব মধুর রূপসম্পন্ন তরুণ বয়স্ক এক যুবা আসিয়া অবনতবদনে সেই স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কর্ম্মচারীদ্বয় যথাবিহিত অভিবাদন পূর্ব্বক করযোড়ে কহিল, "রাজকুমার! এই ব্যক্তি অদ্য অন্ধকারের উপলক্ষ করিয়া কোন দুষ্ট অভিপ্রায়ে আপনকার রাজপুরীতে প্রবেশ করিতেছিল, আমরা উহাকে ধরিয়া আপনসমীপে আনিয়াছি।" চন্দ্রশেখর আত্মপরিচয় ও তাঁহার উপস্থিত আবাস প্রভৃতির পরিচয় দিয়া করযোড়ে কহিলেন যে, তিনি বিদেশী চলিয়া অন্ধকার ও অমনোযোগ বশতঃ হঠাৎ তাঁহার উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায় কিছুই নাই যেহেতু তিনি অসৎ লোক নহেন, এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হয়। রাজকুমার কোন কথা শুনিলেন না, গম্ভীরস্বরে অবনতমুখে কহিলেন "তুমি এক্ষণে আমার বন্দী।" এবং উক্ত কর্ম্মচারীদ্বয়কে তাঁহাকে বন্দীভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট গৃহে রাখিতে আজ্ঞা দিলেন, কহিলেন পশ্চাতে সাবকাশ মত তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করা হইবে। কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে ধরিয়া পুনরায় উপবনের পথ দিয়া অপর একটি পুরীতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে তথায় অবস্থান

করিতে কহিল। চন্দ্রশেখর রাজকুমারের আজ্ঞা শুনিবামাত্র ব্যাকুল ও অস্থির-বুদ্ধি হইলেন। অন্ধকূপ, পরাধীনতা শৃঙ্খল. অনশন, অপবাদ, দৈহিক যন্ত্রণা প্রভৃতির চিন্তা সকল স্বতঃই হৃদয়ে উদিত হইয়া তঁাহাকে বিহ্বল, হতবুদ্ধি ও নিতান্ত কাতর করিল। তথায় কোন বন্ধু বা পরিচিত ব্যক্তি নাই যে, তিনি এই অশুভ সংবাদ তাঁহার মাতামহের বন্ধুর নিকট প্রেরণ করেন। অভিজ্ঞান বা নিজস্ব কিছুই নাই যে, উপস্থিত বিপদ হইতে শীঘ্র পরিত্রাণ পাইবার কোন যুক্তি স্থির করেন। স্রোতে চালিত বৃক্ষ-পত্রের ন্যায় তিনি রাজ কর্ম্মচারী দ্বয়ের সহিত কারাগারাভিমুখে চলিলেন। রাজকুমারের গৃহ হইতে নামিয়া পুনরায় অন্ধকারময় উদ্যানে আসিলেন, কিয়দ্দূর চলিয়া একটি বৃক্ষ-বাটিকার দ্বারে উপনীত হইলেন। উহার উপরে উঠিলেন, রাজ কুমারের গৃহ যেরূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত, এ গৃহও সেইরূপ সুন্দর ও সুসজ্জিত এবং বর্ত্তিকালোকে সমুজ্জ্বল;—দেখিলেন, গৃহের চারি পার্শ্বে চারিখানি লম্বমান মুকুর, কয়েক খানি সুন্দর চিত্র, মূল্যবান্ ঝাড়, নয়ন-তৃপ্তিকর পর্য্যঙ্ক, রৌপ্যময় পুষ্পপাত্রে সান্ধ্য-বিকশিত পুষ্প সকল গুচ্ছাকারে শোভিত;—দেখিয়া ভাবিলেন এই কি কারাগার? কর্ম্মচারীদ্বয় তাঁহাকে তথায় অবস্থিতি করিতে কহিলে, তিনি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'মাদৃশ বন্দীজনের প্রতি এরূপ দয়া কেন'? কর্ম্মচারীদ্বয় ঈষৎহাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, তাহারা কহিল 'রাজাজ্ঞা'। তিনিও বিস্মিত ভাবে কহিলেন, 'রাজ চরিত্র'। চন্দ্রশেখর উপবিষ্ট হইলে, একজন কর্ম্মচারী সুবর্ণময় পাত্রে পান, ও রৌপ্যময় আলবোলায় তামাক দিয়া আহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিল। চন্দ্রশেখর হতবুদ্ধি! নানা রূপ চিন্তা তাঁহার চিত্তে আসিতে লাগিল, কোনটি যুক্তি সঙ্গত বোধ হইল না। ইত্যবসরে আহারের বিষয় পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে, তিনি কহিলেন 'রাজকুমারের জাতি কি ও তাহারা বা কি জাতির লোক, তাহারা কহিল রাজকুমার ও তাহারা ক্ষত্রিয়। চন্দ্রশেখর কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া কহিলেন, দুগ্ধ ও ফল মূল ভিন্ন রাত্রিতে আর কিছুই খাইবেন না। একজন শশব্যস্তে তাহাই আনিতে গেল। তিনি দেখিলেন কর্ম্মচারী দ্বয়ের ব্যবহার এক্ষণে ভিন্ন রূপ। যাহারা ইতি পূর্ব্বে তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাপেক্ষ। তিনি ভাবিতে লাগিলেন রাজবন্দিগণ কি এই রূপ সাম্মানিত হইয়া থাকে? কিয়ৎক্ষণ পরে একটী ভিন্ন গৃহে আহারাদি করিয়া তথায় আসিয়া শয়ন করিলেন। কর্ম্মচারীদ্বয় তরবারী হস্তে তাঁহার গৃহের দ্বারে পাহারা দিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রশেখর দুগ্ধ ও ফল মূলাদি আহার করিয়া অতি মূল্যবান পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু সুরম্য সুসজ্জিত বৃক্ষ বাটিকা বা দুগ্ধ ফেন-নিভ শয্যাই সুনিদ্রার উপাদান বা আশ্রয়স্থান নহে। চন্দ্রশেখরের মন অসুস্থ, সুতরাং নানারূপ দুঃখ চিন্তায় অত্যন্ত পীড়িত। নিদ্রা আসিল না; মধ্যে মধ্যে তন্দ্রা আসিয়া নানারূপ দুঃস্বপ্ন দেখাইয়া তাঁহার উপস্থিত অসুখকর অবস্থা শত গুণ ক্লেশকর করিয়া তুলিল। অসুখী জনের পক্ষে অতি নির্ম্মল সুখদ যামিনীও কি বিষময় হয়! ক্রমশঃ দুর্ভার যামিনী যখন গভীরতর হইতে লাগিল, যখন দুঃখময়ী চিন্তা ক্রমশঃ হৃদয় সাগর উদ্বেলিত করিয়া তুলিল, তখন দূর হইতে অতি সুললিত রমণী-কণ্ঠ ধ্বনি আসিয়া তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয়ে কিয়ৎকালের জন্য শান্তি-তৈল নিক্ষেপ করিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ স্বীয় অবস্থা বিস্মৃত হইয়া স্থির কর্ণে সেই স্বর্গীয় স্বরমাধুরী পান করিতে লাগিলেন; নবপ্রেমাশ্রিত নবীন হৃদয়ের সুতন্ত্রী বাজিয়া উঠিল—"হা কৃষ্ণে! হা প্রিয়তমে!"—ক্রমশঃ শত ক্রোশ বিচ্ছেদ বিলুপ্ত হইল, কাল ভেদ অন্তরিত হইল, কৃষ্ণা সম্মুখবর্ত্তিনী। সেই রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র, সেই মনোহর কবরী-বন্ধন, সেই মৃণাল লাঞ্ছিত সরল ভুজলতা, সেই সোহাগ সুগঠিত, সুলজ্জা-সুরঞ্জিত সুদৃশ্য নয়ন-পলাশ, সেই কুসুম হৃদয় নিঃসৃত মধুময় নিশ্বাসবায়ু, সেই সুমন্দ জলধি-কল্লোল্ল-নিন্দিত সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনি—একে একে সমগ্র অনুভূত হইতে লাগিল, চন্দ্রশেখর কল্পনায় সত্য-ভ্রমে কহিলেন "কৃষ্ণে"

"আমার অন্তর যদি দেখাবার হ'ত
বিদরিয়া দেখাতাম ভালবাসি কত"—

সহসা সেই দূর-বাহিত কণ্ঠধ্বনি স্তব্ধ হইল, চন্দ্রশেখরের মোহের অপনয়ন ও নিজ অবস্থার উপলব্ধি হইল। ক্রমশঃ স্থান ও কালভেদ বিচ্ছেদ নামে পরিচয় দিলে, পুনরপি কহিলেন "হা কৃষ্ণে! হা প্রিয়তমে"—

চন্দ্রশেখরের প্রথম ক্লেশময়ী রজনী অতিবাহিত হইল। বেলা তিন দণ্ড অতীত। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া চারি দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দুইজন প্রহরী যথাবিহিত প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে, তিনি তাহাদিগকে কোন কথা না কহিয়া পূর্ব্বের ন্যায় উৎসুক নয়নে চারি দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন;—দেখিলেন তাঁহার নব আবাস চারিদিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত একটি সুরম্য বৃক্ষবাটিকা। প্রাচীরের নিম্নে মণ্ডলাকারে একটি শাখা-নদীর ন্যায় ক্ষুদ্র ঝিল এই বৃক্ষ-বাটিকাকে বেষ্টন করিয়া আছে। মধ্যে মধ্যে সেতু ও স্থানে স্থানে সুন্দর কুঞ্জ ও লতা-বিতান,—তথায় নানা বর্ণের পক্ষী ও পশু

সকল ক্রীড়া করিতেছে। তিনি পূর্ব্বে এরূপ রমণীয় স্থান কখন দর্শন করেন নাই, সুতরাং অনিমেষ লোচনে উহা দর্শন করিয়া অর্থের মহিমা ও গরিমা দুই এককালে উপলব্ধি ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। যাহা ইন্দ্রিয়-সুভোগ্য ও পরিতোষক তাহাই অর্থের সাপেক্ষ। পৃথিবীতে না হউক সমাজে অর্থই যে এক মাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তাহা তাঁহার দুরবস্থা প্রথমেই শিক্ষা দিয়াছিল, অদ্য সেই শিক্ষা পরিস্ফুট হইল। অর্থের গরিমা আছে, অগ্নিব দাহিকা শক্তি আছে। অগ্নি না থাকিলে অন্ধকার দূর হয় না, অর্থ না থাকিলে দুরবস্থা দূরীকৃত হয় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি সত্ত্বে উহা প্রতিদিন সেব্য, অর্থেরও গরিমা সত্ত্বে উহা প্রতি দিন আরাধ্য। তিনি এই রূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় প্রহরীদ্বয় তাঁহার স্নান ও আহারাদির বিষয় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন নিকটস্থ ঝিলে স্নান ও অন্ন আপনি পাক করিয়া খাইবেন। তাহাদিগের মধ্যে একজন আজ্ঞা প্রতি পালনার্থে চলিল।

এইরূপ ভাবে প্রায় এক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে চলিল, তথাপি রাজকুমার তাঁহার মুক্তির জন্য আজ্ঞা দিলেন না। তিনি অতি কাতর ভাবে প্রহরিদ্বয়কে রাজকুমারের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে, একজন কহিল "তিনি মৃগয়ায় গিয়াছেন, সুতরাং যতদিন না ফিরিয়া আইসেন ততদিন তাঁহাকে এই মত থাকিতে হইবে"। তিনি হতাশ হইয়া অধোমুখে অশ্রুজল ফেলিতে লাগিলেন।

এক দিবস আহারাদি করিয়া চন্দ্রশেখর বিশ্রাম করিতেছেন, বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত, তাঁহার সম্মুখস্থ এক লতাবিতানে গৈরিক বসনাবৃতা ভস্মবিভূষিতা জটাজুটধারিণী তুষার নিন্দিতবর্ণা অতীব মনোহরা এক রমণী একটী মৃগশিশু ক্রোড়ে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। চন্দ্রশেখর দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিতভাবে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। রমণী তাললয় বিশুদ্ধ মধুর স্বরে গীত আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রশেখর প্রথম রাত্রে যে স্বরশ্রবণে কিয়ৎকাল মোহাবৃত হইয়াছিলেন, এই ক্ষণে জানিলেন সেই জনই গাহিতেছেন; দূর হইতে শব্দার্থ কিছু বুঝিতে পারিলেন না; তৃষিত চাতকের অদৃষ্টে সুধাবারির ন্যায় তিনি সেই স্বর পান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রহরীদিগকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কোন কথা কহিল না, তিনি তাঁহার নিকটে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় কেহই বাধা দিল না। তিনি নামিয়া লতাবিতানাভিমুখে চলিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তিনি সেই স্থানে নাই, চারিদিক্ অনুসন্ধান করিয়া কোথাও পাইলেন না। আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই দিবস গেল, পর দিবস অপরাহ্ণ সময়ে সেই রমণী সেই লতা বিতানে আসিয়া সেইরূপ গীত আরম্ভ করিলে, চন্দ্রশেখর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

অভিলাষে চলিলেন। লতা বিতানের নিকট-বর্ত্তী হইলে গীত সমাপ্ত বা নিস্তব্ধ হইল। তিনি তাঁহাকে ভৈরবী ভ্রমে প্রণাম করিলেন তিনি ঈষৎ প্রহাস্য বদনে কহিলেন "চন্দ্রশেখর, আমি তোমার মুক্তির জন্য রাজকুমারকে কহিয়াছিলাম, তিনি মৃগয়ায় গিয়াছেন, ফিরিয়া না আসিলে মনোরথ সিদ্ধি হইবে না"। বিমুগ্ধ চন্দ্রশেখর তাঁহার বাক্য শুনিয়া সমধিক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! আপনাকে আমি পূর্ব্বে কখন দেখি নাই, কি প্রকারে আপনি আমাকে জানিলেন? আমার মনোরথ কি, আপনি কি তাহাও জ্ঞাত আছেন বা আমার মুক্তিলাভ মাত্র উদ্দেশ্য করিয়া কহিতেছেন?" রমণী চতুরতার সহিত অবনত বদনে কহিলেন "চন্দ্রশেখর এ সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ করা এস্থলে সহসা উচিত নহে, তবে তুমি এই মাত্র জানিও যে আমি তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত কাতর আছি। চন্দ্রশেখর করযোড়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে কহিলেন ভগবতি! কোন্ দিন কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে এবিষয়ের প্রসঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন?" রমণী কহিলেন" কল্য রাত্রে চন্দ্রোদয়ের পর এই লতাবিতানে সাক্ষাৎ হইতে পারে"। তাঁহার এই কথা শুনিয়া চন্দ্রশেখর দুঃখিত-স্বরে কহিলেন, 'সে হতাশমাত্র যেহেতু আমার রক্ষকেরা আমাকে এসময়ে আসিতে দিবেক না।" রমণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তিত-ভাব অবলম্বন করিয়া স্বীয় পরিহিত বসন অঞ্চলভাগের কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া কহিলেন "তুমি রক্ষকদ্বয়কে ইহা দেখাইলে তাহারা কোন বাধা দিবে না।" চন্দ্রশেখর কৃতজ্ঞতাভাবে প্রণাম করিয়া নিজ স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পর দিবস নিশীথ সময়ের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চন্দ্রোদয় হইলে, চন্দ্রশেখর আশ্বাসিত হৃদয়ে লতাবিতানাভিমুখে চলিলেন। তথায় উপ-স্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি তখনও আসিয়া উপস্থিত হয়েন নাই; ভাবিতে লাগিলেন আশ্বাস দিয়া পশ্চাতে কি প্রবঞ্চনা করিলেন। প্রায় একদণ্ড অতীত হইল তথাপি তিনি আসিলেন না, চন্দ্রশেখর দুঃখে কপালে করাঘাত করিয়া অধোমুখে অবলা জনের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। একান্ত উৎসুক হৃদয়ে সহসা আশা প্রতিহত হইলে বীরজনেরাও নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, তখন,সাহস ও বিবেক দুয়েরই শক্তি কিয়ৎক্ষণের জন্য লোপ পায়, — হৃদয়েরই উচ্ছ্বাস মাত্র প্রবল হইয়া মনুষ্যকে অভি-ভূত ও বিকলেন্দ্রিয় করে।

চন্দ্রশেখর যখন অবনত-বদনে রোদন করি-তেছেন, এমন সময়ে সেই জটাজূটধারিণী পার্শ্বস্থ এক লতাকুঞ্জের অভ্যন্তর হইতে বহির্গত হইয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সহসা

চন্দ্রশেখরের পশ্চাতে আসিয়া পরিহিত বসনের অঞ্চলভাগ লইয়া তাঁহার নয়নজল স্নেহভরে মুছাইয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "কেন, চন্দ্রশেখর, কেন কাঁদিতেছ ?"

চন্দ্রশেখর। দেবি ! আপনার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে, দেখুন চন্দ্রদেব অনেকক্ষণ উঠিয়াছেন।

রমণী। (সস্নেহে নয়নজল পুনরায় মুছাইয়া) আমি ত আসিয়াছি আবার কেন কাঁদিতেছ ?

চন্দ্রশেখর। দেবি ! গতি সহসা রোধ হয় না, দুঃখেরও গতি আছে।

রমণী। এত কি দুঃখ চন্দ্রশেখর ?

চন্দ্রশেখর। ভগবতি ! আমি আপনার দুঃখে এত কাতর হই নাই।

রমণী। (শিহরিয়া, সোৎসুকে) কাহার জন্যে চন্দ্রশেখর—কাহাকে, তুমি,—চন্দ্রশেখর—কাহাকে ভালবাস ? (স্বগতঃ) এ নবীন বয়সে কেনই বা না হবে (প্রকাশ্যে) হায় আমি ভাবিয়াছিলাম এটি স্নেহ কুসুম-কলিকা আ—আমারই উদ্যানে ফুটিবে, হায় ! এ—এ—এযে বিকসিত কুসুম, চন্দ্রশেখর ?

চন্দ্রশেখর। (সচকিতে) দেবি ! দেবি!

রমণী। (দুঃখে) গতি সহসা রোধ হয় না, চন্দ্রশেখর দুঃখেরও গতি আছে—

চন্দ্রশেখর। দেবি ! ও—ও—যে আমারই কথা ?

রমণী। সত্য যে সকলেরই বস্তু চন্দ্রশেখর, আমারও কি হইতে পারে না ?

চন্দ্রশেখর। এ—এ—বেশ ! এ আচার !! আ—আপনি কি—কাহাকে স্নেহ করেন ?

রমণী। (অবনত বদনে ঈষৎহাসিয়া) চন্দ্রশেখর তোমার বুদ্ধি অস্থির হইতেছে—

চন্দ্রশেখর। দেবি ! আমি জানি না ক্ষমা করুণ—

রমণী। ক্ষমা করিলাম; চন্দ্রশেখর তুমি কি প্রার্থনা কর ?

চন্দ্রশেখর। মুক্তি, আপনি রাজকুমারকে বলিয়া আমাকে মুক্তি দান করুন।

রমণী। তা'হলে তুমি কি সুখী হও চন্দ্রশেখর ?

চন্দ্রশেখর। আপনার নিকট চিরঋণী হই।

রমণী। (দুঃখিত স্বরে) আমি ওরূপ উত্তর চাহি না।

চন্দ্রশেখর। আজ্ঞে হাঁ, সুখী হই।

রমণী। কেন ?

চন্দ্রশেখর। সম্পত্তি সকল শীঘ্র শীঘ্র বিক্রয় করিয়া দেশে ফিরিয়া যাই।

রমণী। তার পর ?

চন্দ্রশেখর। অর্থের অধিকাংশ পিতাকে দি।

রমণী। তার পর ?

চন্দ্রশেখর। গোপনে কিছু (নিশ্বাস ছাড়িয়া)—কিছু কৃ—কৃষ্ণাকে দি।

রমণী। কেন ?

চন্দ্রশেখর। তা না হইলে আমাদের বিবাহ হইবে না।

রমণী। কত অর্থ হইলে তুমি সুখী হও, চন্দ্রশেখর ?

চন্দ্রশেখর। দেবি! আমি তা জানিনা

রমণী। সে কি?

চন্দ্রশেখর। দেবি! আমি সত্যই বলিতেছি আমি জানি না, যেহেতু আমি গরিব।

রমণী। চন্দ্রশেখর যদি—এ—এই—বৃক্ষবাটিকা—এ—এই লতাবিতান—নি—নিকুঞ্জ সমস্ত সমস্তই য—যদি—য—যদি—কৃষ্ণার সহিত পাও—

চন্দ্রশেখর। নির্ধনের প্রতি উপহাস উচিত নয়। এমন সুন্দর অট্টালিকায় এরূপ মনোহর স্থানে থাকিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? বস্তুতঃ দেবি! যে রাত্রে আমি প্রথমে এই বৃক্ষবাটিকায় বন্দী হই, যে রাত্রে দেবি! আপনার স্বরমাধুরী শুনিয়া বিমোহিত হই, দেবি! সেই রাত্রে রাজকুমারের অতুল সুখ সম্পত্তি দেখিয়া ইচ্ছা ও উহার সহচরী-কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ সুখদ অট্টালিকা এইরূপ সুরম্য স্থানের স্বজন ও বসতিসুখ কতই উপলব্ধি করিয়াছিলাম, দেবি! তাহা আর কি বলিব, সেই মোহ পরদিবস পর্য্যন্ত ছিল।

রমণী। তুমি কিরূপে জানিলে যে—সে—আ—আমি গাইয়াছিলাম? চন্দ্রশেখর তোমার কি সে গান ভা—ভাল লাগিয়াছিল?

চন্দ্রশেখর। দেবি! বন্দী অবস্থায়ও কয়েকক্ষণের জন্য বিমোহিত হইয়া একান্ত স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিয়াছিলাম।

রমণী। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) চন্দ্রশেখর যদি আমি তো—তোমার—নিকট থাকিয়া সর্ব্বদা গান শুনাই—তা—তা—তাহলে—

চন্দ্রশেখর। আমার নির্জন বন্দী অবস্থার কষ্ট অনেক লাঘব হয়।

রমণী। (হেটমুখে) চ—চন্দ্রশেখর আ—আর কিছু হয় না?

চন্দ্রশেখর। দেবি! আপনার রূপ সম্পত্তি দেখিয়া বোধ হইতেছে আপনি রাজনন্দিনী—বা রাজমহিষী হইবেন; কিন্তু আপনার যে বেশ দেখিতেছি—আপনি কি বিবাহিতা না কুমারী—

রমণী। (ছল ছল নয়নে) চন্দ্রশেখর আমি—আমি কুমারী—চন্দ্রশেখর তুমি সুখী হও—তুমি—সুখী—হও—দেখিলেও আমি সুখী হইব (রোদন)।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে কৃষ্ণার মাতা চন্দ্রশেখরের বিলম্ব, তাঁহার অবস্থার ক্রমশঃ হীনতা, কৃষ্ণার নিরাশ্রয়তা, সহসা পতি বিয়োগ প্রভৃতির চিন্তা অহর্নিশ তাঁহার চিন্তা-প্রবল চিত্তে উদয় হইয়া, তাঁহাকে অতি অল্পদিনের মধ্যে বিষম ব্যাধি শয্যায় শায়িত করিলে, কৃষ্ণা নিয়ত তাঁহার প্রাণ রক্ষা হেতু ব্যাকুল হৃদয়ে অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন।

একদা নিশীথ সময়ে তিনি তাঁহার পার্শ্বে শয়নাবস্থায় জাগ্রত রহিতেছেন এমন সময়ে ক্লান্তিহেতু নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, যেন তাঁহার পিতার মৃত্যুকাল উপস্থিত; তাঁহার মাতা রোদন করিতেছেন, এবং তিনিও শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছেন। পল্লীস্থ ভদ্র মহিলাগণ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন;—সহসা যেন সেই মুমূর্ষু দেহ হইতে তাঁহার পিতৃ আত্মা শরীরী হইয়া তাঁহার শিরোদেশে আসিয়া আপন মৃত দেহের প্রতি দেখাইয়া সস্নেহে কহিতেছেন, "মাতঃ কৃষ্ণে! দেখ এই দুর্ভাব দেহ পরিত্যাগ করিয়াছি; ইতিপূর্ব্বে আমি নিদারুণ ব্যাধিযন্ত্রণায় অভিভূত ছিলাম, সহসা সে যন্ত্রণার অবসান হইল;—বোধ হইল যেন নবদেহ নবীন মন ও নবীন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলাম, অথচ মাতঃ, আমি যেন পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিয়াছি;—অন্তরীক্ষ, বহুযোজন বিস্তৃত লোকাকীর্ণ মহাদেশ, দূরে, নিকটে, সম্মুখে, পশ্চাতে উর্দ্ধে অলক্ষ অস্পষ্ট আমার ন্যায় বহুজন দেখিতেছি, কেহই আমার নিকট আসিতেছেন না, আমারও তাঁহাদের নিকট যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না; অথচ, পূর্ব্বের ন্যায় তোমাদিগের রোদনে আমার মমতা হইতেছে না।'

* * * *

"মাতঃ, নবদেহের নবশক্তি প্রভাবে পৃথিবী সমস্ত পর্য্যটন করিলাম; পরমাত্মার অনন্ত রচনা ও অপার বুদ্ধি কৌশল এবং তাঁহার ধীময়ী শক্তি প্রভাব দর্শন করিয়া ও বহুকাল বিশ্লিষ্ট অনেক আত্মীয় জনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরমসুখী হইয়া সাধুজন সঙ্গে ভিন্নলোকে যাইবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে, জানিনা বিধাতার কি সুন্দর মঙ্গলময় নিয়ম, এদেহেও দুর্ভার বলিয়া বোধ হইতেছে, পুনঃ যে মৃত্যু বা পরিবর্ত্তন নিকটবর্ত্তী এরূপ অনুমতি হইতেছে বলিয়া তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।"

* * * *

"মাতঃ, তোমার মাতার লোকান্তর নিকটবর্ত্তী, তাঁহাকে কিছু বলিয়া যাইতেছি, সে কথা তোমার শুনিবার আবশ্যকতা নাই, তবে তুমি এইমাত্র জানিও যে সতীত্ব গুরুজনভক্তি, সদা সদভিলাষ, সরলতা, প্রিয়বাদিতা, অন্যায় ও নিষ্ঠুর কার্য্যে সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা, এজীবনের ও লোকান্তরের একমাত্র সম্বল। সুখ ও দুঃখ বিধাতার সুশাসনের নিয়ম; অদূরদর্শী ছাত্রের পক্ষে তাড়না আশু অপ্রতিকর হইলেও উহার ভবিষ্যতের প্রতি গুরুজনের লক্ষ্য রহিবে।. পুরস্কারে পরিমিততা, তাড়নে কোপতা, শূন্য শ্রেষ্ঠ গুরুর লক্ষণ হইলে, পরমগুরু ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্যরূপ নহে। যে শিক্ষার্থী পুরস্কার লাভে আপনাকে সর্ব্ববিজয়ী জ্ঞান করে, পক্ষান্তরে যে গুরু-তাড়নায় অবমাননা করে, তাহারা উভয়েই নিজ নিজ ভবিষ্যৎ-মঙ্গল-কুসুম কলিকাকে এজীবনে স্বাভাবিক নিয়মে প্রস্ফুটিত হইতে না দিয়া পুনরপি লোকান্তরে শিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে।"

*　　*　　*

মাতঃ কৃষ্ণে! তুমি শীঘ্র নিরাশ্রয় হইলেও তোমার শুভকাল নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। তোমার হৃদয়াকাঙ্ক্ষী চন্দ্রশেখর স্বধর্ম্মে ও সুস্থ শরীরে আছেন।”

চন্দ্রশেখরের নামোল্লেখমাত্রে কৃষ্ণার স্বপ্নভঙ্গ হইল। তিনি কিয়ৎকাল স্তব্ধ রহিয়া মুদিতনয়নে স্বপ্নের কথা সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন;—মাতার লোকান্তর নিকটবর্ত্তী—তাঁহাকে এজন্মের মত হারাইতে হইবে—তিনি শীঘ্র অনাথিনী ও নিরাশ্রয়া হইবেন। এই সকল কথা মনে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, উঠিয়া বসিলেন, মা—মা—বলিয়া স্নেহভরে, কাতরে ডাকিতে লাগিলেন; সে করুণশব্দে বৃদ্ধা একবার মাত্র চাহিয়া নয়ন মুদিলেন; সে দৃষ্টি কেবল স্বভাবের অভ্যাসের কার্য্যমাত্র। উহাতে স্নেহ বা জ্ঞানের কোন লক্ষণ ছিল না। কৃষ্ণা নিতান্তই জানিলেন যে, স্বপ্ন সত্য ও তাঁহার আসন্নকাল অধিক দূর নহে। রাত্রিকাল, সহায়হীন অবস্থা; যদি তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া আবশ্যক হয় তিনি একাকী কি করিবেন? বালিকা, তিনি চিকিৎসার কি জানেন? তথাপি মাতার হস্ত ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন, দেখিলেন নাড়ী বহিতেছে, ভাবিলেন তবে কেন মৃত্যু হইবে? রোগের উপশম হইতে পারে, দেখি কল্য সকালে বৈদ্য মহাশয় কি বলেন। ক্রমশঃ দুর্ভাগ্য নিশার অবসান হইল, আলোক ও কোলাহলে পৃথিবী পূর্ণ হইল, দুই একজন প্রতিবেশী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদিগকে কহিলেন তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে মাতাকে শীঘ্র হারাইবেন। তাঁহারা সাধ্যমত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। দিবা এক প্রহর অতীত হইল, বৈদ্য আসিলেন, তিনি নাড়ী পরীক্ষা ও লক্ষণাদি দেখিয়া কহিলেন, এরোগের আর উপশম নাই; দুই তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু হইতে পারে। তখন কৃষ্ণার যে ক্ষীণ আশাটুকু ছিল তাহা এক কালে গেল, তিনি স্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে তাঁহার মাতাকে নদীতীরে লইয়া যাইবেন, সে স্থানে রাত্রিকালে একাকী কিরূপে থাকিবেন, কেইবা সহায়তা করিবে। চিন্তার বিষয়সমস্ত কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিবেশীদিগের নিকট কহিলেন, কেহ কেহ সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন, কেহ কেহ বলিল, এরূপ অবস্থায় হরমোহন বাবুর নিকট জানাইলে সকল সুবিধা হইতে পারে। কৃষ্ণা দীনবেশে, বিগলিত নয়নে হরমোহন বাবুর বাটীতে যাইয়া তাহার স্ত্রীকে সমস্ত কহিলেন, ক্রমে কৃষ্ণার আবেদন কর্ত্তাবাবু শুনিলেন। সহৃদয় কর্ত্তাবাবু শুনিবা মাত্র সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন, এমন কি, স্বয়ং কৃষ্ণার বাটীতে যাইয়া অর্থ ও লোকবলে বিধিমত কার্য্য সমস্তের সুসার করিয়া দিলেন।

কৃষ্ণা মাতৃবিয়োগের পর নিতান্ত শোকে বিহ্বলা ও সহায়হীনা হইয়া পড়িলেন।

চন্দ্রশেখর যদি এ সময়ে উপস্থিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার শোকাবেগ এতাদৃশ প্রবল হইত না ও তাঁহাকে এতাদৃশ অভিভূত করিতে পারিত না। সত্য, হরমোহন বাবু তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি সহায়তা করিতেছেন, সতত সুমিষ্ট আশ্বাসপূর্ণ বাক্যে তাঁহার অভাব সমস্ত অনুসন্ধান করিতেছেন, তথাচ এরূপ অবস্থায়ও হৃদয়ের যে অভাব স্নেহ, তাহাই অসম্পূর্ণ রহিয়াছে।

শ্রাদ্ধাদি অতীত হইল, তথাচ দয়াময় হরমোহনবাবু প্রতিদিন দুই তিন বার আসিয়া কৃষ্ণার তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন। কৃষ্ণা নিতান্ত একাকিনী নহেন, একজন বৃদ্ধা প্রতিবেশিনী তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতেছেন।

পিতার মৃত্যুর পর হইতে কৃষ্ণার অবস্থা পরমুখ-সাপেক্ষ। এখনও সেইরূপ, কিন্তু পূর্ব্বে হৃদয় যে স্নেহসুধাবিনিময়ে আপন স্বত্ব অধিকার করিত, এক্ষণে আর সেরূপ নহে, কর্ত্তাবাবুর সাহায্যে তিনি দিন দিন কুণ্ঠিত-হৃদয়া হইতেছেন। তিনি ভাবিলেন এরূপ দশায় আর কত দিন যাইতে পারে? যাইলেও এরূপ অবস্থায় থাকা কি কোন মতে উচিত? তবে তিনি কোথায় আশ্রয় লইবেন? কাহার শরণাপন্ন হইবেন? তিনি বৃদ্ধা প্রতিবেশিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যে কয়েক দিন চন্দ্রশেখর পাটনা হইতে না আইসেন, সেই কয়েক দিন তাঁহার পিতৃভবনে যাইয়া অবস্থিতি করিবেন; এইরূপ স্থিরসংকল্প হইয়া তিনি এক দিবস প্রভাতে ভট্টাচার্য্যের বাটীতে আসিয়া আপনার উপস্থিত অবস্থা সমস্ত কহিলেন। অর্থ-পিশাচ ভাবিলেন যে যদি এসময়ে তিনি, তাঁহাকে আপন বাটীতে স্থান দান করেন, এবং যদি চন্দ্রশেখর পাটনা হইতে আসিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে তাঁহার এতাবৎকালের সুখময় আশা-নির্ম্মিত সুবর্ণ অট্টালিকা এক কালে ভূমিসাৎ হইবে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া অতি নিষ্ঠুর ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর বচনে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। কৃষ্ণা কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী ফিরিয়া না আসিয়া হরমোহন বাবুর স্ত্রীর নিকটে যাইয়া আপন অবস্থা অকপটে প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যতদিন চন্দ্রশেখর না আইসেন, ততদিন তাঁহার বাটীতে পাচকী হইয়া রহিবেন। কর্ত্রীমহোদয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিতা হইয়া হউক বা অন্য কোন কারণবশতঃ হউক, কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তাঁহাকে আপন বাটীতে রাখিতে সম্মতা হইলেন। কৃষ্ণা বাটীতে আসিয়া প্রভাতের ঘটনা সমস্ত প্রতিবেশিনীর নিকট কহিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বাবুর নিমকের খানসামা রূপচাঁদ, প্রতিদিন যেরূপ কৃষ্ণার জন্যে খাদ্য সামগ্রী আনে, আজও সেইরূপে আনিয়া, প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা ঠাকুরাণ এই মাত্র কি আপনি বাবুর বাড়ীতে গেয়েছিলেন?"

কৃষ্ণা। (হেঁটমুখে) হাঁ।

রূপচাঁদ? কেনে মাঠাকরুণ জিনিস-পত্র কি কিছু কম হচ্চে?

কৃষ্ণা। (পূর্ব্ববৎ) না।

রূপচাঁদ। তবে কেনে মাঠাকরুণ?

কৃষ্ণা। আমি এখানে আর থাকচি না।

রূপচাঁদ। (দুঃখিত স্বরে) সে কি মাঠাকরুণ, আপনি কি দেশে যাবেন?

কৃষ্ণা। না

রূপচাঁদ। তবে—

কৃষ্ণা। আমি এ রকম রোজ ভিক্ষা নিতে পারি না। আমি খেটে খাব মনে করচি।

রূপচাঁদ। সেকি মাঠাকরুণ—আহা মাঠাকরুণ—এই কি খেটে খাবার দিন মাঠাকরুণ? আমাদের কর্ত্তা বাবু, মাঠাকরুণ, বড্ড ভাল মানুষ। এই দেখুন কোম বেশ বিশটি সিধে রোজ বামুনবাড়ি না দিয়ে আপনি এবটু জল খান না, তাতে লজ্জা কি মাঠাকরুণ, আর সব ঠাকুরমশায়রাও লজ্জা করেন না।

কৃষ্ণা। আমি তোমাদেরই বাটী যাচ্চি, কিছু দিনের মত রান্নাবান্না করে একরূপ খাব, তাই বলতে গিয়েছিলুম।

রূপচাঁদ। মাঠাকরুণ তাও কি হয়ে থাকে। আপনি কি রাঁদতে পারবেন, আর কর্ত্তাবাবু শুনলে মাঠাকরুণ কপালে যে ঘা মারবেন।

কৃষ্ণা। কেন?

রূপচাঁদ। মাঠাকরুণ আপনি তকবিজ করে দেখুন দেখি আপনি ক্লেশ করে রাঁদবেন পরে কর্ত্তাবাবু না কেঁদে কি ভাত-খেতে পারবেন? সে যে দারুণ চুলো মাঠাকরুণ আপনি কি তার তংশে যেতে পারবেন? মাঠাকরুণ আমি নিত্তি সিধে নিয়ে আসচি, কর্ত্তাবাবু আপনাকে কত স্নেহ করেন, আপনি যদি তাঁকে কোন কথা না বলতে পারেন, আমি গিয়ে সব বলবো। প্রণাম হই মাঠাকরুণ—আমি গিয়ে বলচি, আর না হয় নিত্তি সিধে আনবো না।"

রূপচাঁদ কৃষ্ণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কর্ত্তাবাবুর নিকটে আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিলেন, গুণনিধি সহসা যুগপৎ আনন্দিত ও দুঃখিত হইলেন;—ভাবিলেন কৃষ্ণা যদি তাঁহার বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি যে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই, পক্ষান্তরে তিনি যদি অর্থ-সাধ্য না হয়েন, তাহা হইলে কর্ত্রী মহাশয়া সত্বে তিনি যে নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই অথবা "রমণ্যা বিচিত্রা গতিঃ"। যাহা-হউক স্রোতঃ যে দিকে বহিবে তরণি সেই দিকে চালাইতে হইবে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া রূপচাঁদকে কহিলেন "রূপ-চাঁদ দেখা যাউক কি হয়"! রূপচাঁদের মনোগত ইচ্ছা নহে যে কৃষ্ণা বাবুর বাটীতে আসিয়া অবস্থিতি করেন; কর্ত্তাবাবু যদি রূপচাঁদের পরামর্শ চাহিতেন, তাহা হইলে সে আপন যুক্তি দিতে পারিত, তিনি কোন যুক্তি চাহিলেন না, রূপচাঁদও বাবুর মুখের

প্রতি চাহিয়া বুঝিতে পারিল না, স্রোতঃ কোনদিকে বসিবে, সুতরাং নিস্তব্ধে চলিয়া গেল। রূপচাঁদ চলিয়া গেলে কর্ত্তাবাবু পুনর্ব্বার গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন কিরূপ কার্য্যের ভার তিনি কৃষ্ণার উপর অর্পণ করিতে পারেন; যাহাতে তাহার বিশেষ অবকাশ রহিতে পারে এবং তিনি অল্প পরিশ্রম করিয়া সচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। বহুচিন্তার পর স্থির হইল তাহাকে দেবসেবায় নিযুক্ত করাই শ্রেয়ঃ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে "বশীকরণ মন্ত্র, যাগ" প্রভৃতির কথা যাহা যাহা শুনিয়াছিলেন, এখন সেই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে এক একবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "কৃষ্ণা কৃষ্ণা" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এক সপ্তাহ অতীত হইল কর্ত্তাবাবুর বাটীতে কৃষ্ণা দেবসেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। ধনাগমে যেরূপ পরজন-অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কৃষ্ণার আগমনে কর্ত্তাবাবুর দেব ভক্তি সেইরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কৃষ্ণা প্রভাতে স্নানান্তে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, আলুলায়িত কেশে বসিয়া লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজার অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হয়েন, কর্ত্তাবাবুও প্রাতঃ স্নান করিয়া, রাধাশ্যাম বলিতে বলিতে আসিয়া ইষ্টদেব পূজায় নিযুক্ত হয়েন। কর্ত্তাবাবু আসিলে, বা কর্ত্তাবাবুর আসিবার সময় পদ শব্দে কৃষ্ণা অবগুণ্ঠিতা হয়েন, সুতরাং তাঁহার মধুর মুখকান্তি কোন দিন বা একবার মাত্র নয়নগোচর হয়; কোন দিন বা হয় না। তথাচ, সহৃদয় কর্ত্তাবাবুর হৃদয়াকাশে সেই সুমিষ্ট মুখশশী সতত উদীয়মান। কৃষ্ণা চন্দন ঘষিতেছেন, রৌপ্যময় পাত্রে উহা রাখিতেছেন; কৃষ্ণা একটী পাত্র হইতে জলসিক্ত ফুলগুলি লইয়া অপর পাত্রে রাখিতেছেন; কৃষ্ণা কখন উঠিতেছেন, কখন বসিতেছেন; তাঁহার আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশরাশি অবাধ্য হইয়া কখন এদিকে কখন ওদিকে পড়িতেছে,—কখন চম্পকবর্ণ সুন্দর বাহুলতা প্রসারিত করিয়া দেব সামগ্রীতে স্পৃষ্ট না হয় এই ভয়ে, কৃষ্ণা উহা সরাইয়া দিতেছেন। কর্ত্তাবাবু পূজোপলক্ষে বসিয়া যতই দেখিতেছেন, ইষ্টদেবের প্রতি ভক্তি ততই প্রগাঢ় হইতেছে, ও পূজার সময় ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। কর্ত্তাবাবু নয়নে কৃষ্ণা, হৃদয়ে কৃষ্ণা। অঙ্গুলী-পর্ব্বে কৃষ্ণা, বিল্ব পত্রে কৃষ্ণা, ধ্যানে কৃষ্ণা;—হায়! এরূপ ভক্ত এসময়ে কয়জন দেখিতে পাওয়া যায়!!

দেবগুরুভক্ত কর্ত্তাবাবু আহ্নিকান্তে প্রত্যহ বাহির বাটীতে আইসেন। এখনও সেইরূপ আসিতেছেন, তাঁহার ভক্তির

আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন প্রাণ সততই দেবালয়ের প্রতি রাখিতেছেন। অন্দরের সমস্তভার কর্ত্রী-মহোদয়ার উপর নির্ভর, বাহিরের কার্য্য দাওয়ানজী তত্বাবধান করেন, সুতরাং মন প্রাণ দেবালয়ের প্রতি রাখিতে কেনইবা বঞ্চিত হইবেন? কর্ত্তাবাবু বাহিরে বৈঠকখানায় আসিয়া মস্নন্দে বসিলেন, পল্লীস্থ জনগণের বা নিকট সম্পর্কীয় বা সমকক্ষ ব্যক্তিগণের দোষ গুণ সকল প্রতিদিন বিচার হইয়া মীমাংসিত হইত, সে সময়ে কর্ত্তাবাবুর শ্রীমুখ হইতে যাহা নির্গত হইত, কতশত ব্যক্তি প্রত্যহ উহার প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। যে জন দণ্ডনীয়, কর্ত্তাবাবু তাহার দণ্ডবিধান করিতেন, যাহাদিগের সহিত আচার ব্যবহার রহিত হইবে, তাঁহারা তাঁহার অশনিবৎ আজ্ঞা শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে সজল নয়নে চলিয়া যাইত। এস্থলে আমাদিগের টীকা করা আবশ্যক—কর্ত্তা মহোদয় অবলাজনের দোষ শুনিলে সহজে গ্রাহ্য করিতেন না, সর্ব্বদা বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্বীকার করিতেন না। কখন কখন সরেজমিনে তদারক করিতে যাইতেন। এতদ্ভিন্ন, নবাগত কাব্যশাস্ত্রাধ্যাপকগণের নব নব কবিতা শুনিয়া তাঁহাদিগের পুরস্কার ও বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট করিতেন। কেহবা নূতন গল্প, নূতন কথা কহিলে বা নূতন সমাচার আনিলে কর্ত্তাবাবু প্রীতিসুখানুসারে তাহাদিগের পুরস্কার দিতেন, ও সর্ব্বদা তাহাদিগকে আপন সভায় রাখিতে প্রয়াস পাইতেন। এই সকল নিয়মিত দৈনিক কার্য্য সমাধা করিতে করিতে যখন মার্ত্তণ্ড গগণরাজ্যের মধ্যসীমা অতিক্রম করিতেন, তখন কর্ত্তাবাবু আহারাদি করিবার জন্য অন্দরে প্রবেশ করিতেন; কেন না লক্ষ্মীজনার্দ্দনের ভোগ না হইলে তিনি আহার করিতেন না, এবং তাঁহার আহার না হইলে কর্ত্রী মহোদয়া আহার করিতে পারিতেন না। এইরূপ নিয়মে কর্ত্তাবাবুর প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইত। কর্ত্তাবাবু আহারান্তে দুই চারিদণ্ড বিশ্রাম করিতেন। পূর্ব্বের প্রথানুসারে কর্ত্রী মহোদয়া বিশ্রামের সময় উপস্থিত থাকিয়া স্বামীর সেবা করিতেন, এবং এই উপলক্ষে সাংসারিক বিষয় সমস্তের আলোচনা করিতেন। এই সময় গৃহের অনুচর ও অনুচরীদিগের পক্ষে বিশেষ সুখ বা দুঃখের সময়; কেননা যে সকল অনুচর বা অনুচরী কর্ত্রী মহোদয়া বিশেষ প্রীতিসম্পাদন করিত, তাহারা অপনাপন কর্ম্মকলানুসারে পুরস্কারের আশা করিত। যাহারা কর্ত্রী মহোদয়ার অপ্রীতির কারণ হইত, তাহারা সশঙ্কিতঃ চিত্তে এই সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। অপরাহ্ণে শয়ন-মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে তাহারা আপনাপন কর্ম্মোপযুক্ত পুরস্কার বা দণ্ড পাইত। শুভাশুভ প্রতীক্ষা করিয়া থাকা সকলের সাধ্য নহে, সুতরাং কেহ কেহ বহির্দ্দারে থাকিয়া দম্পতীর যে যে কথা হইত তাহা গোপনে থাকিয়া শুনিত, এই উপলক্ষে তাহারা

অনেক সময় স্বার্থলাভ করিতে পারিত।

অদ্য কর্ত্তাবাবু অপরাহ্নে বিশ্রামের পর বাহিরের বৈঠকখানায় আসিয়া মশ্‌নদের উপর বসিয়াছেন। বৈটকখানা কিরূপ সুসজ্জিত তাহা এই উপলক্ষে কীর্ত্তন করা আবশ্যক বোধে লিখিতেছি; বৈটকখানা চব্বিশহাত লম্বা ও আটহাত প্রশস্ত। ঘরে চারিটী মূল্যবান ঝাড় ও ষোলটী দেওয়াল-গিরী। দুইদিকে দুই খানি বৃহৎ আয়না, এবং প্রতি দেয়ালগিরীর নীচে দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। প্রথমত কালিতারা প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে, কৃষ্ণা আয়ানঘোষ আসিতেছে শুনিয়া কালী হইয়া দাড়াইয়াছেন, যশোদা কৃষ্ণকে নবনী খাওয়াইতেছেন, কৃষ্ণ গোপিনীদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া গুপ্তভাবে সুখে বৃক্ষশাখায় বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, ইত্যাদি। নীচে "ফরাস বিছানা"। বিছানার উপর মসনদ মসনদের দুইধারে দুইটী মৃদঙ্গ সেজ, উহাদিগের পার্শ্বে দুইটী বাঁধান হুকা। বৈঠকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলার পাত রহিয়াছে, এক পার্শ্বে গঙ্গাজলপূর্ণ একটী রূপার ডাবর আছে, ব্রাহ্মণেরা আসিলে কর্ত্তাবাবু বৈঠক হইতে কলার পাত লইয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক জিহ্বাগ্রে ঠেকাইয়া মস্তক তুলিয়া ডাবরের জলে ফেলিয়া দেন।

কর্ত্তাবাবু বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিলেন, কেহই উপস্থিত নাই, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ একাকী বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ আর বৈঠকখানায় থাকিতে পারিলে না। দেবালয়ে লক্ষ্মী জনার্দ্দনের আরতি দেখিতে যাইতে হইবে। কৃষ্ণার আলুলাইত কেশরাশি যাহা প্রভাতে অবাধ্য হইয়া তাঁহাকে অতিশয় ব্যস্ত করিয়াছিল এক্ষণে সেই সুকেশরাশি কিরূপে তাঁহার আয়ত্তাধীন হইয়াছে তাহা দেখিতে কর্ত্তাবাবু নিতান্ত পিপাসু হইয়া চলিলেন। পুনরায় অন্তঃপুর অতিক্রম করিয়া দেবালয়ে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন আরতির উদ্যোগ হইতেছে, বৈষ্ণবগণ হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। কর্ত্তাবাবু উপস্থিত হইলে পুরোহিত "বাস্তু সমস্ত" হইয়া আরতি আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণা একাকিনী এক পার্শ্বে অবগুণ্ঠিতা হইয়া দণ্ডায়মানা আছেন। পুরোহিতের হস্তে দীপধার যতই উঠিতেছে ও নামিতেছে, কৃষ্ণার সুন্দর দেহছটা ততই সমধিক বৃদ্ধি পাইতেছে। ভক্তজনাগ্রগণ্য শ্রীমান্ হরমোহন বাবুর নয়নছটী অনিমেষভাবে সেই দিকে স্থির রহিয়াছে। দীপ-আরতির শেষ হইলে কর্ত্তাবাবু ক্ষুণ্ণহৃদয়ে বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে দুই জন ভদ্রলোক তথায় আসিয়া কর্ত্তা বাবুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার আগমনে তাঁহারা সসম্ভ্রমে উঠিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, কর্ত্তাবাবু বিধিমত "প্রাতঃপ্রণাম" করিয়া মস্‌নদে যাইয়া বসিলেন, রূপচাঁদ একবারে চারিটি ছিলিম তামাক লইয়া প্রবেশ করিল।

বাবু মসনদাসীন হইয়া মৃদু মৃদু হাস্যবদনে কহিলেন "চৌধুরী মহাশয় এটি কে ?" এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সম্বোধিত ব্যক্তির নাম রামেশ্বর চৌধুরী (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাবুর একজন অতি প্রিয় সহচর। ইনি কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার পরিচ্ছদ সমাচিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ পরিহিত সম্পূর্ণ আড়াই হাত বহরের একখানি ধুতি অতি পরিপাটী করিয়া কোচান, গায়ে একটি বেনিয়ান বেনিয়ানের হাতা দুটি সুন্দররূপে গিলে করা; মস্তকে একখানি সাতহাতি অতিমিহি চাদর বাঁধা আছে, আবশ্যক হইলে খুলিয়া গায়ে দিতে পারেন, পায়ে মখমলের উপর জরির বাজ্ বরা লপেটা জুতা। চৌধুরী মহাশয়ের দাঁতগুলি তদানীন্তন রমণীকুল-প্রিয় মিশির কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত, প্রথম অঙ্গুলিতে দর্পণের জন্য একটি তাম্র অঙ্গুরী উহার উপর কিঞ্চিৎ সুবর্ণ, কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একটি সুবর্ণ অঙ্গুরী ও বাম হস্তে কনিষ্ঠায় একটি "ব্রেজাপ"। চৌধুরী মহাশয়ের চুলগুলি বাবরিকাটা, কার্ত্তিকের চুলের মত। কর্ত্তাবাবুর সম্বোধনে চৌধুরী মহাশয় হাসিয়া কহিলেন "এটি একটি রত্ন, এঁর বয়স কম, কিন্তু রত্ন ক্ষুদ্রই * হ'য়ে থাকে; রত্ন বড় লোকেরই আদরের জন্য ব'লে একে আপনার নিকট এনেছি, এখন পরক্ করে নিন্ সাঁচ্চা কি ঝুট"। বাবু উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "চৌধুরী মহাশয় আপনার মতন জহুরী যাকে রত্ন ব'লে এনেছেন, সে কি ফেলা জিনিস হ'তে পারে ?" কর্ত্তাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা কিরূপ ব্যাখ্যা করুন"। সুচতুর চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন, 'কি জানেন মহাশয় সব জিনিসই নজরের উপর, নজরে না লাগলে কোন জিনিসেই দর নেই"। কর্ত্তাবাবু কহিলেন, "কিরূপ রত্ন বাহির করুন দেখি।" চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "দেখুন দেখি বাঁধুনির গাঁথনি কেমন",—তিনি এই দোকানদারি ক'রে রত্ন কর্ত্তা বাবুর সমীপে পেশ করিলেন, নবকবি গাহিলেন,—

"রাজাধিরাজ মহারাজা,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের রাজা,
শ্রীকৃষ্ণ ভূস্বামী আমার পরাৎপর।
যিনি রাজরাজেশ্বর,
এই গোপ গাঁথা তাঁর।
রাখাল বলে গো রাখাল রাজা,
প্রজা গোপীসকল।
এই গোকুল বসন্তকালে,
তুলসীর পত্র হাতে,
কর দিলাম শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে।
আমার কালাচাঁদ আসিবে বলে,
হার গেঁথে বনফুলে রেখেছি;
বাসি ফুল রাশীকৃত রয়েছে।

* এসবের কথাবার্ত্তা সর্ব্বদা পাঠকের ভাল না লাগিতে পারে, যেহেতু তৎকালে কথোপকথনে বাগাড়ম্বর ও কথার ছটার প্রতি যত লক্ষ্য থাকিত, ভাব বা বিষয়ের প্রতি তত লক্ষ্য থাকিত না।

আমি রাজকর দিব করে,
ব্রজধাম মধুপুরে,
বলগো কিসে প্রাণ বাঁচে।
আমায় দুঃখিনী প্রজা দেখে,
বিচ্ছেদ বাণ হানে বুকে,
অকূলে ফেলে রেখে বসন্তে;
প্রাণসই রসরাজ কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
যখন কৃষ্ণ বিরাজিতেন,
ব্রজে এরাজ্যে ছিল সুশাসন;
রাজা নাই এখন, কৃষ্ণ নাই এখন,
ঋতুরাজ বিনা দোষে নারীবধ করে,
এযে অরাজক হয়েছে শ্রীবৃন্দাবন।
লয়ে কুসুম দণ্ড হাতে,
দাঁড়াইয়ে ব্রজের পথে,
রয়েছে এ ভয়ে, অভয় দিতে কে আছে।'

পূর্ব্বোক্ত গীত যখন গাওয়া হইতেছিল, তখন গুণাকর স্বয়ং 'বেশ বেশ খাসা, বহুত আচ্ছা' প্রভৃতি প্রশংসা বাক্যে কবির মনস্তুষ্টি করিতেছিলেন, গীত সমাপন হইলে চৌধুরী মহাশয় কবিকে কহিলেন 'আর একটি'। নব কবি পুনর্ব্বার গাহিলেন:—

'আছে খত নিয়ে পথে রমণী কে,
বাঁকা শ্যাম কি ধার কিছু তার?
এমন ধার প্রাণাধার করে ছিলে কার?
খতে এই লেখা আছে ওহে শ্রীহরি,
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী।
আমার দেখে হয় আতঙ্ক,
ওহে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
চেরা সহি বল দেখি আছে কার?'

গীত গাহিবার সময় গুণাকরের হৃদয়ে (শ্রীমন্ বঙ্গদর্শনের উক্ত) 'ঘাত প্রতিঘাত' পুনঃ পুনঃ হইতেছিল, গীত শেষ হইলে, তিনি স্বয়ং উঠিয়া কোলাকুলি বা প্রেমালিঙ্গন করিয়া, তাঁহার নাম-ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন! কর্ত্তাবাবু স্বয়ং উঠিয়া কোলাকুলি করিলেন, ইহা অপেক্ষা নব কবির পক্ষে তৎকালে আর অধিক কি সম্মান হইতে পারে?

যৎকালে কবির সম্মান হইতেছিল, সেই সময়ে 'তা—না—না—না—তা—নারে' ইত্যাকার গাহিতে গাহিতে কথকঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথকঠাকুর সংপ্রতি গুণাকরের বিশেষ আত্মীয় সুহৃদ্ ইহাঁর হস্তে একখানি পুঁথী; পুঁথী খানি রাখিয়া উপস্থিত সঙ্গীত শাস্ত্রের আলাপনে নিযুক্ত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এই রাত্রিতে বাবুর বৈঠকখানায় বিস্তর লোক ছিল না। চৌধুরী মহাশয় ও নবকবি চলিয়া গেলে কর্ত্তাবাবু মুচ্‌কে হাসিয়া কথকঠাকুরকে ইঙ্গিত করিলে [illegible] ব্যাপকতার সহিত পুঁথি খুলিয়া পড়িলেন:—

"ওঁ হরি হরি স্বাহা

বাবু মসনদালীন হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য-বদনে কহিলেন "চৌধুরী মহাশয় এটি কে ?" এস্থলে বলা আবশ্যক যে, সম্বোধিত ব্যক্তির নাম রামেশ্বর চৌধুরী (বন্দ্যোপাধ্যায়) বাবুর একজন অতি প্রিয় সহচর। ইনি কিরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু ইঁহার পরিচ্ছদ সময়োচিত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অর্থাৎ পরিহিত সম্পূর্ণ আড়াই হাত বহরের একখানি ধুতি অতি পরিপাটী করিয়া কোচান ; গায়ে একটি বেনিয়ান, বেনিয়ানের হাতা দুটি সুন্দররূপে গিলে করা ; মস্তকে একখানি সাতহাতি অতিমিহি চাদর বাঁধা আছে, আবশ্যক হইলে খুলিয়া গায়ে দিতে পারেন ; পায়ে মখমলের উপর জরির কাজ করা লপেটা জুতা। চৌধুরী মহাশয়ের দাঁতগুলি তদানীন্তন রমণীকুল-প্রিয় মিশির কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত, প্রথমাঙ্গুলিতে তর্পণের জন্য একটি তাম্র অঙ্গুরী উহার উপর কিঞ্চিৎ সুবর্ণ, কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে একটি সুবর্ণ অঙ্গুরী ও বাম হস্তে কনিষ্ঠায় একটি "ক্রেস্তাপ"। চৌধুরী মহাশয়ের চুলগুলি বাবরিকাটা, কার্ত্তিকের চুলের মত। কর্ত্তাবাবুর সম্বোধনে চৌধুরী মহাশয় হাসিয়া কহিলেন "এটি একটি রত্ন, এঁর বয়স কম, কিন্তু রত্ন ক্ষুদ্রই * হ'য়ে থাকে ; রত্ন বড় লোকেরই আদরের বস্তু ব'লে একে আপনার নিকট এনেছি, এখন পরক্ ক'রে নিন্ সাঁচ্চা কি ঝুট"। বাবু উচ্চহাস্য করিয়া কহিলেন, "চৌধুরী মহাশয় আপনার মতন জহরী যাকে রত্ন ব'লে এনেছেন, সে কি ফেলা জিনিস হ'তে পারে ?" কর্ত্তাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা কিরূপ ব্যাখ্যা করুন"। সুচতুর চৌধুরী মহাশয় উত্তর দিলেন, "কি জানেন মহাশয় সব জিনিসই নজরের উপর, নজরে না লাগলে কোন জিনিসেই দর নেই"। কর্ত্তাবাবু কহিলেন, "কিরূপ রত্ন বাহির করুন দেখি।" চৌধুরী মহাশয় কহিলেন, "দেখুন দেখি বাঁধুনির গাঁথনি কেমন";— তিনি এই দোকানদারি ক'রে রত্ন কর্ত্তা বাবুর সমীপে পেষ করিলেন, নবকবি গাহিলেন ;—

"রাজাধিরাজ মহারাজা,
অখিল ব্রহ্মাণ্ডের রাজা,
শ্রীকৃষ্ণ ভূস্বামী আমার পরাৎপর।
যিনি রাজরাজেশ্বর,
এই প্রেম রাজ্য তাঁর॥
রাখাল বল্‌তো রাখাল রাজা,
প্রজা গোপীসকল।
এই গোকুল বসন্তকালে,
তুলসীর পত্র হাতে,
কর দিলাম শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলে।
আমার কালাচাঁদ আসিবে বলে,
হার গেঁথে বনফুলে রেখেছি ;
খাসি ফুল রাশীকৃত রয়েছে।

---

* এসময়ের কথাবার্ত্তা সর্ব্বদা পাঠকের ভাল না লাগিতে পারে, যেহেতু তৎকালে কথোপকথনে বাগাড়ম্বর ও কথার ছটার প্রতি যত লক্ষ্য থাকিত, [illegible] বা বিষয়ের [illegible] তত লক্ষ্য থাকিত না।

আমি রাজকর দিব করে,
ব্রজধাম মধুপুরে,
বলগো কিসে প্রাণ বাঁচে।
আমায় দুঃখিনী প্রজা দেখে,
বিচ্ছেদ বাণ হানে বুকে,
অকূলে ফেলে রেখে বসন্তে;
প্রাণসই রসরাজ কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়েছে।
যখন কৃষ্ণ বিরাজিতেন,
ব্রজে এরাজ্যে ছিল সুশাসন;
রাজা নাই এখন, কৃষ্ণ নাই এখন,
ঋতুরাজ বিনা দোষে নারীবধ করে,
এযে অরাজক হয়েছে শ্রীবৃন্দাবন।
লয়ে কুসুম দণ্ড হাতে,
দাঁড়াইয়ে ব্রজের পথে,
রয়েছে এ ভয়ে, অভয় দিতে কে আছে।'

পূর্ব্বোক্ত গীত যখন গাওয়া হইতেছিল, তখন গুণাকর স্বয়ং 'বেশ বেশ খাসা, বহুত আচ্ছা' প্রভৃতি প্রশংসা বাক্যে কবির মনস্তুষ্টি করিতেছিলেন, গীত সমাপন হইলে চৌধুরী মহাশয় কবিকে কহিলেন 'আর একটি'। নব কবি পুনর্ব্বার গাহিলেন:—

'আছে খত নিয়ে পথে রমণী কে,
বাঁকা শ্যাম কি ধার কিছু তার?
এমন ধার প্রাণাধার করে ছিলে কার?
খতে এই লেখা আছে ওহে শ্রীহরি,
খাতক ত্রিভঙ্গ শ্যাম, মহাজন শ্রীরাধাপ্যারী।
আমার দেখে হয় আতঙ্ক,
ওহে শ্যাম ত্রিভঙ্গ,
চেরা সহি বল দেখি আছে কার?'

গীত গাহিবার সময় গুণাকরের হৃদয়ে (শ্রীমন্ বঙ্গদর্শনের উক্ত) 'ঘাত প্রতিঘাত' পুনঃ পুনঃ হইতেছিল, গীত শেষ হইলে, তিনি স্বয়ং উঠিয়া কোলাকুলি বা প্রেমালিঙ্গন করিয়া, তাঁহার নাম-ধামাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ত্তাবাবু স্বয়ং উঠিয়া কোলাকুলি করিলেন, ইহা অপেক্ষা নব কবির পক্ষে তৎকালে আর অধিক কি সম্মান হইতে পারে?

যৎকালে কবির সম্মান হইতেছিল, সেই সময়ে 'তা—না—না—না—তা—নারে' ইত্যাকার গাহিতে গাহিতে কথকঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কথকঠাকুর সংপ্রতি গুণাকরের বিশেষ আত্মীয় সুহৃদ্, ইহাঁর হস্তে একখানি পুঁথী; পুঁথী খানি রাখিয়া উপস্থিত সঙ্গীত শাস্ত্রের আলাপনে নিযুক্ত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এই রাত্রিতে বাবুর বৈঠকখানায় বিস্তর লোক ছিল না। চৌধুরী মহাশয় ও নবকবি চলিয়া গেলে কর্ত্তাবাবু মুচকে হাসিয়া কথকঠাকুরকে ইঙ্গিত করিলেন, তিনি ব্যাপকতার সহিত পুঁথি খুলিয়া পড়িলেন:—

"ওঁ হরি হরি স্বাহা

গোদন্তং হরিতালঞ্চ সংযুক্তং কাক জিহ্বয়া।
চূর্ণং কৃত্বা যস্য শিরে দীয়তে স বশী ভবেৎ॥
কাক জিহ্বা বচা কুষ্ঠং নিম্বপত্রং সকুঙ্কুমং।
আত্মরক্তং সভাবেয়ং বশী ভবতি মানবঃ॥
ওঁ নমঃ সর্ব্বগন্ধেভ্যো নমঃ।
সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা।"

কর্ত্তাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিরূপ, ঠাকুর মহাশয় কিরূপ'? কথক ঠাকুর কহিলেন, 'ওঁ হরি হরি স্বাহা বলিয়া এই কয়েকটি দ্রব্য একত্র করিয়া যাঁহার শিরে দিবেন তাঁহাকে বশ হইতেই হইবে।' কর্ত্তাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি জিনিস?' কথকঠাকুর উত্তর করিলেন 'গোদন্ত হরিতাল সহিত কাকজিহ্বা একত্র করিয়া শোধন করিতে হইবে, তৎপরে আপনি ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া যাহার শিরোদেশে কিঞ্চিৎ অংশ দিবেন তাঁহাকে বশ হইতে হবে।'

কর্ত্তা। গোদন্ত কি গরুর দন্ত?

কথক। না না এক প্রকার হরিতাল।

কর্ত্তা। তার পর কাক-জিহ্বা?

কথক। কাক-জিহ্বা, কাকের জিহ্বা।

কর্ত্তা। সে কিরূপে পাওয়া যাবে?

কথক। কেন মহাশয় একজন গুলেন্দাজকে হুকুম করুন্ দুই একটা কাক মেরে আপনার কাছে নিয়ে আসে।

কর্ত্তা। সকলে যে জান্‌তে পার্‌বে।

কথক। দিবসে না হউক, এত শুক্ল পক্ষ, আজই হউক, আর কালই হউক, রাত্রিকালে গাছ নাড়া দিলে অনেক কাক উড়্‌বে, সেই সময়ে দুই একটি মার্‌তে পার্‌বে।

কর্ত্তা। (বিশেষ আনন্দিত হইয়া) সেই সৎপরামর্শ। তার পর শোধন কর্‌তে হবে না বল্‌লেন?

কথক। (গম্ভীরস্বরে) হাঁ লক্ষ্মীজনার্দ্দনের ষোড়শোপচারে পূজা করতে হবে, সে কাজ আজ্ঞা হয় ত আমি করবো।

কর্ত্তা। তা বই কি, এ সব কি সাতকান করা উচিত।

কথক। তা হবে না মহাশয়, যাঁহাকে বশ কর্‌তে প্রয়াস পাচ্চেন, তিনি যদি ঘুণাক্ষরে শুনেন, তা হলে সব পণ্ড হবে।

কর্ত্তা। তাইত শোধনের পর কি হবে?

কথক। দুই দ্রব্যের কিছু কিছু অংশ অলক্ষ্যভাবে তাঁর মাথায় দিবেন।

কর্ত্ত। আচ্ছা, কিন্তু পূজার কিরূপ আয়োজন কর্‌তে হবে?

কথক॥ এই দুই দ্রব্য রাখিবার জন্য একটি রৌপ্য পাত্র প্রস্তুত কর্‌তে হবে, না হয় বাটিতে যা আছে তাই দিবেন। আর লক্ষ্মীজনার্দ্দন, ষষ্ঠী মার্কণ্ডের পূজা, হোম, আসন, অঙ্গুরী, মধুপর্ক, আর নৈবেদ্যাদি, অধিক আর আপনাকে কি বল্‌বো যত সংক্ষেপে হয় তাই করবেন।

কর্ত্তা। কিন্তু ফল্‌বে তো?

কথক। এতো মহাশয়, আমার নিজের কথা নয়।

কর্ত্তা। তা ত নয়, তবে তুমি কখন অন্য কোন লোক্‌কে দিয়েচ?

কথক। তা দুই পাঁচ জনকে দিয়েছি বই কি, কি জানেন মহাশয়, যার হয় সেত

আর বলে না, পাছে কথকঠাকুরকে কিছু দিতে হয়।

কর্ত্তা। (হাসিয়া) আমার কাছে আর সে ভয় নেই। তুমি মন দিয়ে বেশ করে শোধন করো।

কথক। তা কি মহাশয়কে বিশেষ করে বল্‌তে হবে, আপনি যদি সিদ্ধ হন তাহলে এক যোড়া শাল বক্‌সিস্ লব।

এই কথোপকথনের পর কর্ত্তাবাবু গুলেন্দারকে গোপনে ডাকাইয়া দুইটি কাক মারিতে হুকুম দিলেন। এদিকে কথক ঠাকুর বহু অনুসন্ধানের পর গোদন্ত হরিতাল সংগ্রহ করিলেন, পরে শুভ দিন দেখিয়া ষোড়শোপচারে পূজায় বসিলেন। পূজা অন্তে এই দুই দ্রব্যের কিয়দংশ একটি বিল্বপত্রে জড়াইয়া কর্ত্তাবাবুর হস্তে দিলেন। কর্ত্তাবাবু সযত্নে উহাকে একটি কৌটায় রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কিরূপে কৃষ্ণার মস্তকে দিবেন; অনেক ক্ষণ চিন্তার পর সিদ্ধান্ত করিলন যে, কৃষ্ণা যখন অবগুণ্ঠিতা হইয়া চন্দন ঘষিবেন, তখনই কোন দ্রব্যের আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে দিয়া যাইবার সময় তাঁহার মস্তকে উহা দিবেন। কৃষ্ণা যদি ফিরিয়া চাহেন, ত হা হইলে তিনি বলিবেন হঠাৎ বিল্বপত্র তাঁহার হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছে। তিনি এইরূপ ভাবিয়া পর দিবস তাহাই; করিলেন কৃষ্ণাও ফিরিয়া দেখিলেন, কি পড়িল, সুচতুর কহিলেন, "আহা আমার বিল্বপত্র হঠাৎ পড়িয়া গিয়াছে" এ বলিয়া তুলিয়া লইলেন।

কাকজিহ্বা গোদন্ত হরিতাল কৃষ্ণার মস্তকে দিয়া এক সপ্তাহ যৎপরোনাস্তি আশার সহিত অপেক্ষা করিলেন, কৃষ্ণার অনুরাগের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তখন জানিলেন কিছুই হইল না। পুনর্ব্বার কথক ঠাকুরকে ডাকিলেন, এবার কথক ঠাকুর বহু চিন্তার পর কহিলেন, 'মহাশয়, একটি মাদুলি আছে, উহার ফল প্রত্যক্ষ, কিন্তু কিছু ব্যয় ভূষণের আব্যশক।' কর্ত্তাবাবু কহিলেন 'কত?' কথক ঠাকুর কহিলেন 'অধিক নয় বিশ পঁচিশ টাকার মধ্যে। এটি শাস্ত্রীয় নয় বটে, কিন্তু এর ফল প্রত্যক্ষ শুনা আছে, যদি অনুমতি দেন তবে চেষ্টা করি। কি জানেন মহাশয় এখন কলিকাল শাস্ত্রের কথা সব খাটে না। কর্ত্তা কহিলেন, 'আচ্ছা সংগ্রহ কর'।

কথক ঠাকুর তিন চারিদিন আসিলেন না, পরে এক দিবস প্রভাতে শশব্যস্তে আসিয়া গোপনে কর্ত্তাবাবুর হস্তে একটি মাদুলি দিলেন। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ইহা কি ধারণ করিতে হইবে? কথক পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে কহিলেন 'হাঁ, কিন্তু কিছু প্রক্রিয়ার আবশ্যক।' কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি?' কথক কহিলেন, এই মাদুলি তাঁহাকে দেখিয়া তিন পা অগ্রসর হইয়া তিন পা পিচনে যাইতে হইবে। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহা হলে কি হবে?' কথক উত্তর কহিলেন, 'যিনি দিয়াছেন তিনি দম্ভ করে বলেছেন, 'রাত্রিতে তাঁকে আসতেই হবে'। বাবু হর্ষোৎফুল্ল হইয়া

কহিলেন 'বটে?' পর দিবস তাহাই করিলেন এবং রাত্রিকালে ঠাকুর বাটীর পশ্চাতে একটি গৃহে দ্বার খুলিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি এক প্রহর, দুই প্রহর, তিন প্রহর অতীত হইল, কৃষ্ণা আসিলেন না। প্রভাত হইল কথক ঠাকুর আসিলেন, বাবু শুষ্ক ও মলিন মুখে কহিলেন 'কিছুই হইল না'। এইরূপে তিন রাত্রি আশা করিয়া রহিলেন, পরে চতুর্থ দিবস প্রভাতে কথক ঠাকুর আসিলে তিনি সরোষে কহিলেন, তুমি যাও। কথক অটল ভাবে কহিলেন, 'মহাশয় ইহার ভিতর অবশ্য কোন গোলযোগ আছে।' কর্ত্তা থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন 'কি?' কথক ঠাকুর বলিলেন 'আপনার গ্রহ-ফল দেখি'। কর্ত্তা তখন নাচার হইয়া 'ঠিকুজি' আনিয়া দিলেন। কথক অনেক ক্ষণ দেখিয়া কহিলেন 'এই যে আপনার দ্বাদশ রাহু রহিয়াছে, এতে কি কখন সুবিধা হতে পারে, আপনি দৈবজ্ঞ ডাকিয়া স্বস্ত্যয়ন করুন নতুবা স্বয়ং বৃহস্পতি কোন ফল দিতে পারিবেন না।'

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে গুণনিধির জন্মতিথিপূজা নিকটবর্ত্তী। তদানীন্তন ক্ষুদ্র কলিকাতায় ক্ষুদ্র বঙ্গসমাজের মহাসুখের কাল অধিক দূর নহে। অনেকেই প্রত্যাশাপন্ন। কেহ বার্ষিক, কেহ বৃত্তি, কেহ পুরস্কার, কেহ ভোজন, কেহ বসন, কেহ প্রমোদ, কেহ প্রশংসা, প্রভৃতি নানারূপ আশায় আশ্বাসিত হইয়া নানাপ্রকার লোক সেই দিন লক্ষ্য করিয়া আছে। অনেকে বাবুকে অনেক প্রকার যুক্তি দিতেছে, অনেক প্রকার প্রকরণ, উপকরণের প্রস্তাব করিতেছে, বাবু কখন মৃদুহাস্য, কখন উচ্চহাস্য করিতেছেন, কখন বা রসালাপে সরস কমলের ন্যায় সৌভাগ্য সলিলে টল টল ভাসিতেছেন, কখন বা ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া বলিতেছেন 'এরূপ আমার মত নহে'। যিনি প্রস্তাব করিতেছেন, তিনি হতাশ হইয়া বিষণ্নবদনে কহিতেছেন 'দেখুন আপনার যেরূপ রুচি'। যাহা হউক গুণনিধি এক্ষণে শশব্যস্ত ও প্রকাশ্য সুখী, কেননা তাঁহার হৃদয়েতে বিশেষ অসুখ আছে, সে অসুখ বলিবার নহে, কাহাকে জানাইবার নহে। সে দুঃখের শান্তি নাই। সে তাপের কারণ নিদানে নির্ণীত হয় নাই, চরক, সুশ্রুত, বাভটে উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই। গুণনিধি ধন ঐশ্বর্য্য সৌভাগ্য সত্ত্বেও অসুখী! এ অসুখ সামান্য নহে, গোলাপে কণ্টক নহে,—এ প্রকৃত অসুখ। ধনবান্ সর্ব্বদাই মনে করেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, ইন্দ্রিয়, অতীন্দ্রিয়, বহিঃ ও অন্তর, সত্য ও ধর্ম্ম

সমস্ত অর্থসাধ্য ও অর্থসেব্য। যখন সেই অর্থে কোন বিষয় দুঃসাধ্য বা অসাধ্য বিবেচনা করেন, তখন তাঁহাদিগের দুঃখের আর সীমা থাকে না। তাঁহাদিগের সেই দুঃখ দুঃখী জনের পক্ষে রোগ, দুর্ভিক্ষ, ঝটিকা, বন্যা প্রভৃতির অপেক্ষা অধিক ক্লেশপ্রদ। এইরূপে বিধাতা পৃথিবীর ধনী ও নির্ধনের সুখ ও দুঃখের সামঞ্জস্য করিয়াছেন।

যাহা হউক অদ্য প্রভাতে গুণনিধির বৈঠকখানায় বিস্তর লোক সমাসীন। এক দিকে স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়া বাবুর জন্মতিথির বিষয় তর্ক করিতেছেন। অপরদিকে দৈবজ্ঞগণ একত্র হইয়া আগামী ৫৫ বৎসরের শুভাশুভ নির্ঘণ্ট করিতেছেন। এক দিকে কবি সম্প্রদায় বাবুকে দুই চারিটি নূতন কবির দলে লড়ায়ের প্রস্তাব করিতেছেন, ভট্টাচার্য্যেরা সন্দেশ, ঘড়া, উত্তম উত্তম শাটী বিতরণের ব্যবস্থা দিতেছেন, দূরে দশ বারটি সমাজচ্যুত ভদ্র লোক পুনরায় সমাজে আসিতে পারেন এই আশায় দীনভাবে নানা রূপ স্তব স্তুতি করিতেছেন। বৈঠকখানার বাহিরে কপাটের কিঞ্চিৎ অন্তরে অবগুণ্ঠিতা কয়েকটি ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক উপস্থিত আছে, বাবু সাবকাশ মত তাহাদেরও আবেদন শুনিবেন। দপ্তর খানায় তৈল, সন্দেশ, দধি, মাখন, ও কাপড় ওয়ালা, বাজন্দর প্রভৃতি বিস্তর লোক আপনাপন জিনিশের গুণকীর্ত্তন করিয়া দাওনজিকে দস্তুর মত দস্তুরি দিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছে। এইরূপ কোলাহলে বহির্বাটী পরিপূর্ণ। অন্দরে গৃহিণীও বিশেষ ব্যস্ত। পল্লীর অনেক কুলমহিলা, সধবা ও বিধবা, মালিনী, নাপ্তিনী ও গোয়ালিনী প্রভৃতি অনেক লোক অনেক রূপ সুপারিস করিতেছে, গৃহিণী কয়েক জন প্রিয় সহচরী সহায়ে তাহাদিগের প্রার্থনা অসাধ্য, দুঃসাধ্য সুসাধ্য, বা দুরসাধ্য তাহার বিচার করিতেছেন। কৃষ্ণা এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকিয়া শুনিতেছেন, তাঁহার কোন প্রার্থনা নাই, সুতরাং আশা, ভরসা, হতাশ কিছুই নাই; কিন্তু কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন কৃষ্ণাকে ভাল শাটী ও সোনার কঙ্কণ দিবেন, সে কথা কৃষ্ণা শুনেন নাই।

সর্ব্বপশ্চাতে রূপচাঁদের দরবারও আজ নিতান্ত মন্দ নয়। রূপচাঁদও আজ বড় ব্যস্ত। অনেক দাস দাসী আজ নিজের নিজের জন্য ও তাহাদিগের মেয়ে বোনঝি প্রভৃতির জন্য, রূপচাঁদকে সুপারিস করিতেছে এবং আপনাপন কাজের গুরুত্ব ও গুণের ব্যাখ্যা করিতেছে। রূপচাঁদ বিশেশ ক্ষমতাবান্ লোক, সে এ সমস্ত শুনিতেছে ও সময়ে সময়ে কর্ত্তাবাবুর ডাকে উত্তর দিতেছে, এবং সম্মুখে কতকগুলি কড়ি রাখিয়া বাবুর জন্য সংবৎসর যে সমস্ত ঘৃত-কুম্ভ আনিয়াছিল, তাহারও তালিকা রাখিতেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্য কর্ত্তাবাবুর জন্মতিথিপূজা। প্রভাতে সদর বাটীর দ্বারদেশে দুইটী সপত্র কদলী বৃক্ষ ও সপুচ্ছ নারিকেল-ফল-সমাচ্ছাদিত পূর্ণ কুম্ভ রাখা হইয়াছে, এবং দ্বারের উপরে আম্রপত্রের মালা ঝুলান হইয়াছে। কর্ত্তা বাবু প্রাতে উঠিয়া মুখ প্রক্ষালনাদি করিয়া, সবান্ধবে ভাগীরথীতীরে আসিয়া বসিলেন। সেই খানে রূপচাঁদ বাবুর কোমল অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিয়া দিল। বাবু স্নানহেতু জলে নামিলেন, পুরোহিত ওমনি রূপচাঁদের হাত হইতে একটি লেঠা মাছ লইয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে বাবুর হস্তে দিলেন। বাবু উহা কষ্টসৃষ্টে লইয়া জলে ছাড়িয়া দিলেন, ওমনি বন্ধুসকল একস্বরে বলিয়া উঠিল "বেস্ বেস্ বেস্ ছড়া হইয়াছে"—যেন বাবু কত দুরূহ কার্য্য করিলেন। জলের মাছ জলে গেল, কর্ত্তার সৌভাগ্য স্থির রহিল। স্নানান্তে বাবু তীরে উঠিয়া নববস্ত্র পরিলেন, পরিবার সময়ে রূপচাঁদ অনেক সহায়তা করিল। তৎপর অন্য একজন ভৃত্য সভয়ে ও সসম্ভ্রমে স্কন্ধদেশে একখানি কোঁচান উড়ানি রাখিল। ইত্যবসরে পুরোহিত একটি ফুলমালা বাবুর গলদেশে দিলেন। বাবু জোড়হস্তে প্রণাম করিয়া বাটী অভিমুখে চলিলেন। পল্লীস্থ অনেক দুঃখিনী অবলা পূর্ণকুম্ভ লইয়া রাস্তার দুই ধারে দণ্ডায়মানা, বাবু যাইবার সময়ে সকলের পূর্ণকুম্ভে এক একটি টাকা দিতে ইঙ্গিত করাতে রূপচাঁদ কোনটিতে একটি কোনটিতে দুইটি ফেলিয়া যাইতে লাগিল। বাবু গৃহপ্রবেশের সময় অন্তঃপুর হইতে শঙ্খধ্বনি হইল। গুণনিধি সেই বেশে লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিতে চলিলেন। তিনি ঠাকুর বাটীতে প্রবেশ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন পূজার সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণা সে স্থানে উপস্থিত নাই, সুতরাং ক্ষুণ্ণমনে আহ্নিক করিতে বসিলেন। আহ্নিকান্তে কর্ত্তাবাবু পুনরায় চারিদিকে চাহিলেন, কৃষ্ণা নাই, নিশ্বাস ফেলিলেন। এদিকে জন্মতিথিপূজা আরম্ভ হইল। বাবু আসনে বসিয়া রহিলেন। পুরোহিত বহু আড়ম্বর করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন. ধূম ধূনার সুগন্ধি ধূমে ঠাকুরবাটী পরিব্যাপ্ত হইল। তিন চারি দণ্ডকাল ধরিয়া পূজা হইল। পূজার পর বাবু বাৎসরিক নিয়মিত কাঁচা দুগ্ধ ও তিলবাটা একত্রে পান করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। বাবুর হৃদয় আজ ক্ষুণ্ণ, মুখে যে একটু হাসি আসিতেছে সে হাসি বর্ষাকালীন সূর্য্যকিরণের ন্যায় অতি অল্পক্ষণ মাত্র প্রকাশ পাইতেছে।

কাঁদিছে হৃদয় কিন্তু দেখাবার নয়।
বাহিরে সমাজ-ভয়, অন্দরে প্রলয়॥

গুণনিধি এইরূপ চিত্তে পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে

পা দিলেন। সৌভাগ্যমলয়ানিল এখনও আশারূপ নন্দন-বন হইতে বিকশিত কুসুমরেণুর সুগন্ধ লইয়া মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে। মানসরূপ সরোবরে অভিলাষ মরাল নিকটবর্ত্তিনী তমস্বিনীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া এখনও ডুবিয়া ডুবিয়া সুখে সন্তরণ করিতেছে

ক্রমে বেলা অবসান হইল। আনন্দময়ী সন্ধ্যা উপস্থিত। বাহির বাটীতে দীপমালা প্রজ্বলিত হইতেছে। সন্ধ্যার পর বড় বড় ধ্রুপদী ও খেয়ালী দিগের গাহনা হইবে, পরে বাইনাচ, তৎপরে কবিদিগের লড়াই হইবে। সকল সম্প্রদায়েই গোঁড়া বা সমজদার আছে, তাহারা নিজ নিজ অভিলষিত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ক্রমে "মনুখাঁ, বড়েখাঁ, প্রভৃতি ধ্রুপদীরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তানপুরার, সহিত মৃদঙ্গ বাঁধিয়া বাজনদার গাহকের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। উভয়েরই ইচ্ছা আপনাপন কেরামৎ দেখাইবে, সুতরাং উভয়েরই মনোগত ভাব পরস্পরকে অপদস্ত করা। গাহক তানপুরায় তাল না দিয়া আপন মনে গাহিয়া চলিল, বাজন্দার ফাকের ঘর খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল একবার ধরিতে পারিলেই হয়, তাহা হইলেই গুণপনার স্রোত বহিয়া যায় ও সমজদার দিগের হাত ও মাথা নড়িতে বা চলিতে আরম্ভ হয়। গুণ-নিধি কিছু না বুঝিলেও সমস্ত বুঝেন, সমের ঘরে হাঁ দিতে পারিলেই যথেষ্ট। যাহা হউক এইরূপে প্রায় তিন ঘণ্টা কাল প্রবল সঙ্গীত যুদ্ধ হইল, পরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর ঘঙ্গুরের মধুর ঝম্ ঝম্ ধ্বনি, সারঙ্গের মোহন স্বর স্ত্রীকণ্ঠের সহিত মিলিয়া, নিরতিশয় গ্রীষ্মের পর নব জল ধারার ন্যায় উহা এইক্ষণে সকলের মনে আনন্দ দান করিতে লাগিল। গুণনিধির ইচ্ছা নাচাই সমস্ত রাত্রি চলে, কিন্তু তিনি অদ্য সকল সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করিবেন, অতএব কি করেন? রাত্রি দুই প্রহরের পর নাচ বন্ধ করিবার আজ্ঞা দিলেন। মোহিনীগণ চলিয়া গেল। কিঞ্চিৎ পরে ঢোল, ও কাঁসির কর্কশ স্বরে চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত হইল। তৎপরে যে কিরূপ গীত উভয় দলে গাহিল, কিরূপে লড়াই হইল, তাহা সমজদার ভিন্ন অন্য কাহার বুঝিবার সাধ্য নাই। অন্দরের স্ত্রীলোকেরা শয়ন করিতে গেলেন। বালক বালিকারা যাহা হইতেছে, তাহাই দেখিতে লাগিল গুণ নিধিও সেইরূপ। পরদিন প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত লড়াই হইয়া এক দল নিশান লইয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।